

যিয়ারাতুল ক্ববর

বা
ক্ববর যিয়ারত

লেখকঃ

ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহঃ)

Misconception about islam

زِيَارَةُ الْقُبُورِ وَالِاسْتِنْجَادُ بِالْمَقْبُورِ

যিয়ারাতুল কুবুর

বা

কবর যিয়ারতের সঠিক পদ্ধতি

মূল :

ইমামুল আনাম মুজাদ্দিদে 'আবম শাইখুল ইসলাম
তাকীউদ্দিন আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে তাইমিয়াহ
(রহমাতুল্লাহি 'আলাইহি)

অনুবাদ :

মুহাম্মাদ আবদুর রহমান

সূচীপত্র

কবর যিয়ারত সংক্রান্ত প্রশ্নাবলী	
প্রশ্নাবলীর জওয়াব	
শির্ক সম্পর্কে চারি প্রকার ভ্রান্তির সম্ভাবনা এবং তার রদ	
আল্লাহর ছাড়া অপর কারো নিকট কিছু চাওয়ার ব্যাখ্যা	
শরীয়ত মতাবেক এবং সুন্নাহ অনুসারে কবরসমূহের যিয়ারত	
কবরের কাছে গিয়ে হাজত চাওয়ার তিন প্রকরণ	
কবরের অধিবাসী (নবী ওলী) এর নিকট প্রার্থনা জ্ঞাপনের দুই প্রকরণ	
প্রথম প্রকরণ	
দ্বিতীয় প্রকরণ	
কেউ নাজায়য কাজে নয়র মানলে তা পুরা না করণ	
নূহ ('আ.)-এর কউমের শির্ক এবং তার উৎসমূল	
কোন বুয়ুর্গ লোকের জীবিতকাল এবং মৃত্যুর পর তার অবস্থার মধ্যে পার্থক্য মৃত ব্যক্তিকে মধ্যস্থ মেনে দু'আ প্রার্থনা	
শির্কের সঙ্গে মিথ্যার অবিচ্ছিন্ন সংযোগ	
বান্দার উপর আল্লাহর হক এবং আল্লাহর উপর বান্দার হক সংক্রান্ত হাদীস রসূল ﷺ এর ইস্তিকালের পর তাঁর ওয়াসীলার অসিদ্ধতা	
আল্লাহর প্রতি পূর্ণ নির্ভরশীলতা এবং তাঁরই নিকট দু'আ প্রার্থনার তাকীদ	
শির্ক ও অন্যান্য নিষিদ্ধ কাজের প্রতি আকর্ষণ	
শির্ক ও অন্যান্য নিষিদ্ধ কাজে জড়িত হওয়ার দু'টি প্রধান কারণঃ অজ্ঞতা এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ	
কুতুব, গাউস প্রভৃতি সম্পর্কে জনসাধারণের ভ্রান্ত ধারণা এবং তাঁর নিরসন খিয়র ('আ.) জীবিত নেই : ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বেই মারা গিয়েছেন রসূলুল্লাহ ﷺ এর প্রতি আনুগত্য ও ভালবাসা	

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

যিয়ারাতুল কুবুর বা কবর যিয়ারতের সঠিক পদ্ধতি

ইমামুল আনাম, মুজাদ্দিদ 'আযম শাইখুল ইসলাম তাকীউদ্দীন আবুল আক্বাস আহমাদ ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.) বিদমতে নিম্নলিখিত মাসআলায় ফতোয়া চাওয়া হয়।

প্রশ্নাবলী

১। কতক লোক মাযারে গিয়ে নিজেদের কিছু অর্থ অথবা ঘোড়া, উট (গরু, বকরী) প্রভৃতি চতুর্দশ জন্তু নযর স্বরূপ পেশ করে রোগ নিবারণের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করে। কবরের অধিবাসীকে উদ্দেশ্য করে বলে : ইয়া সাইয়েদী। হে আমার পীর মূর্শেদ! আপনি আমার মদদগার-আমার সাহায্যকারী। অমুক ব্যক্তি আমার উপর যুল্ম করেছে, অমুক ব্যক্তি আমাকে দুঃখ ও কষ্ট দিয়ে চলছে। সে এই বিশ্বাস রাখে যে, কবরের বাসিন্দা তার এবং আক্বাহর মাঝে মধ্যস্থতাকারী।

২। কতক লোক মাসজিদ এবং খানকাসমূহে যিন্দা অথবা মৃত পীরের নামে নগদ টাকা পয়সা, উট (গরু), বকরী এবং (আলোর জন্য) বাতি, তেল, (মোম) প্রভৃতি নযর মান্নৎ করে আর সেখানে গিয়ে বলে, যদি আমার রুগ্ন ছেলে বেঁচে উঠে তাহলে পীরের নামে অমুক অমুক বস্তু দেয়া আমার উপর-ওয়াজিব হয়ে যাবে।

৩। কতক লোক নিজেদের শেখ অথবা পীরের নিকট নিজের অভাব অভিযোগ ও দুঃখ-দুর্দশার অভিযোগ জানায় এবং দরখাস্ত পেশ করে বলে, আমি অমুক বিপদে গ্রেফতার হয়ে অত্যন্ত চিন্তিত ও উদ্বেগে কাল কাটাচ্ছি।

যিয়ারাতুল কুবুর বা কবর যিয়ারতের সঠিক পদ্ধতি

৪। কতক লোক নিজেদের পীর মুর্শেদের মাথারে চুমা দেয়, তাতে নিজেদের কপাল ও গাল-মুখ ঘষায়, আর কবরে হাত ঘষে নিয়ে মুখমণ্ডলে বুলিয়ে নেয়, এছাড়া এ ধরনের আরও বহু অপকর্ম করে।

৫। কতক লোক নিজেদের প্রয়োজন মিটানোর জন্য কোন কোন বুয়ুর্গ ব্যক্তি অথবা ওলী আউলিয়াকে লক্ষ্য করে বলে পীরজী কেবলা! আপনার বরকতে আমার প্রার্থনা পূর্ণ হোক অথবা এই কথা বলে : আল্লাহ এবং মুর্শিদের বরকতে আমার আরযু পূরা হোক!

৬। কতক লোক মাহফিল মাজলিসের আয়োজন করে এবং কবরের কাছে গিয়ে স্বীয় মুরশীদের সম্মুখে মাটিতে সিজদায় পড়ে যায়।

৭। কতক লোক কুতুব, গাউস, আবদাল প্রভৃতির প্রতি আস্থা রাখে, তারা মনে করে যে, কতক কতক জায়গায় এরূপ বুজুর্গ ব্যক্তি অবস্থান করেন (আর তার ফলেই দুনিয়া কায়েম রয়েছে. নইলে কবেই তা ধ্বংস হয়ে যেতো)।

এই ধরনের খেলালাত এবং আকীদাহ সম্পর্কে পূর্ণ আলোকপাত করে কুরআন ও হাদীস মুতাবেক বিস্তারিত ফতওয়া প্রদানে মর্জি হয়।

জওয়াব

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম।

সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য যার অশার অনুগ্রহে আসমানী কিতাব সমূহের অবতরণ সম্ভব হয়েছে এবং নাবী রসূলগণের উত্থান ঘটেছে।

প্রশ্ন হচ্ছে, আল্লাহ নাবী রসূলদেরকে কেন প্রেরণ করেছেন? কেন কিতাবসমূহ নাযিল করেছেন?

উত্তর : এ কাজ তিনি শুধু এজন্যই করেছেন যেন পৃথিবীতে সেই একক আল্লাহ, যার কোন শরীক নেই, একমাত্র তাঁরই ইবাদাত হয়, একমাত্র তিনিই পূজিত হন, একমাত্র তাঁরই দাসত্ব বরণ করা হয়, একমাত্র তাঁরই কাছে সর্ব ব্যাপারে সাহায্য চাওয়া হয় এবং একমাত্র তাঁরই উপর সর্ববিষয়ে নির্ভর করা হয়

বিদ্যারাতুল কুবুর বা কবর বিদ্যারতের সঠিক পদ্ধতি

আর কল্যাণ লাভ এবং অকল্যাণ হতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য একমাত্র তাঁকেই ডাকা হয়। যেমন আল্লাহ স্বয়ং এরশাদ ফরমিয়েছেন :

﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾ إِنْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ۚ إِنَّ اللَّهَ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا تَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُوا إِلَى اللَّهِ رُلْفَى ۚ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١-٣﴾

“এই কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে প্রবল প্রতাপাবিহিত প্রজ্ঞা বিভূষিত আল্লাহর নিকট হতে! (হে নাবী মোস্তফা!)” প্রকৃত প্রস্তাবে- যথার্থভাবে এই কিতাব আপনার প্রতি আমিই নাযিল করেছি। সুতরাং আপনি একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করে যান, তাঁরই দাসত্ব পুরোপুরি বরণ করে নিন, ধীনকে একমাত্র তাঁরই উদ্দেশ্যে খালেস করে নিয়ে হুশিয়ার হয়ে যান, (মনে রাখবেন) খালেস ধীন তথা নিষ্কলুষ হৃদয়ের নিবেদন নির্ভেজাল ধর্মকর্মই গৃহীত হয় আল্লাহর কাছে। আর (এ কথাও জেনে রাখুন) যে সব লোক আল্লাহকে ছেড়ে অপর কাউকে ওলী অভিভাবক রূপে গ্রহণ করে (এবং নিজেদের সেই কর্মের সমর্থনে যুক্তি পেশ করে বলে,) আমরা তো তাদের পূজা করি না, তবে তাদের শরণাপন্ন হই শুধু এজন্য যে, তারা সুপারিশ করে আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেবে।” যে বিষয়ে তারা মতভেদ মতান্তর ঘটালে সে বিষয়ে আল্লাহ তাদের মধ্যে সুনিশ্চিতভাবে চূড়ান্ত ফায়সালা করে দেবেন। (সূরা যুমার ১-৩)

﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ (جن : ١٨)

২। (রসূলুল্লাহ ﷺ কে ঘোষণা করতে বলা হয়েছে আপনি আরও জানিয়ে দিন যে,) সিজদার স্থান সমূহ একমাত্র আল্লাহর জন্যই সুনির্দিষ্ট (আর সিজদা একমাত্র তাঁরই প্রাপ্য), অতএব (তোমরা একমাত্র তাঁকেই ডাকবে) আল্লাহর সঙ্গে অপর কাউকেই ডাকবে না। (সূরা জ্বিন ১৮)

যিয়ারাতুল কুবুর বা কবর যিয়ারতের সঠিক পদ্ধতি
 ﴿قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ

الدِّينَ﴾ (اعراف : ২৭)

(হে রসূল!) আপনি বলে দিন যে, আমার প্রভু পরোয়ার্দিগার আমাকে ইনসাক করার হুকুম দিচ্ছেন এবং প্রত্যেক সিজদার সময়ে (প্রত্যেক নামাযের ওয়াক্তে) তাঁরই দিকে তোমাদের চেহারা, তোমাদের সমগ্র সত্তাকে একাগ্র করবে এবং তাঁরই জন্য দ্বীনকে খালেস করে (তাঁরই আনুগত্য পূর্ণভাবে বজায় রেখে) তাঁকে আহবান জানাবে। (সূরা আল-আরাফ ২৯)

﴿قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَنْتَعُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا﴾ (بنی اسرائیل : ১৬-১৭)

(হে রসূল!) আপনি ঐ সমস্ত মুশরিকগণকে বলে দিন যে, আল্লাহকে ছাড়া যাদেরকে তোমরা (বিপদের কাণ্ডারী রূপে) ধারণা করে নিয়েছ তাদেরকে ডেকে দেখ, (তাহলে দেখতে পাবে যে,) তারা তোমাদের উপর থেকে কোন বিপদই দূর করতে পারে না, (এমনকি সেই বিপদের) একটু খানি পরিবর্তনও ঘটাতে পারে না। যাদেরকে তারা ডেকে থাকে তারা তো নিজেরাই তাদের প্রভুর নৈকট্য লাভের 'ওসীলা' খুঁজে বেড়ায় যে, কোনটি নিকটতর। আর তারা আযাবের তয়ও পোষণ করে চলে, নিশ্চয় আপনার প্রভুর আযাব হচ্ছে আশংকার বিষয়। (সূরা বনী ইসরাঈল ৫৬ ও ৫৭)

সলফে সালিহীনের (ইসলামের প্রথম যুগের বুয়ুর্গ ব্যক্তিদের) মধ্যে এক দল বলেছেন যে, কতক লোক ঈসা ('আ.), উযায়র এবং ফেরেশতাদেরকে বিপদ-আপদ দূর করার জন্য আহবান জানাতেন। তাদের আহবান যে ব্যর্থ বিড়ম্বনা তা বুঝিয়ে দেবার জন্য আল্লাহ বলেছেন : তোমরা যাদের আহবান জানাচ্ছ তারাও তো তোমাদের মত আমারই বান্দা। তোমাদেরই মত তারাও আমার রহমাতের প্রত্যাশী এবং আমার শক্তির তয়ে তীত। আর আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য তোমরা যেমন অভিলাষী তারাও সে জন্য তেমনি অভিলাষী।

বিয়ারাডুল কুবুর বা কবর বিয়ারতের সঠিক পদ্ধতি

সূতরাং নাবী এবং ফেরেশতাদের আহ্বানকারীদেরই যখন এই অবস্থা, তখন ঐ সমস্ত লোক তো উল্লেখযোগ্য এবং বিবেচ্য হতেই পারে না যারা এমন সব লোকদেরকে আহ্বান জানায় যারা কোন দিক দিয়েই নাবী এবং ফেরেশতাদের সমপর্যায়ভুক্ত নয়।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ ফরমিয়েছেন :

﴿فَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا لَهُمْ

لِلْكَافِرِينَ كُزْلًا﴾ (কেফ : ১০২)

কাফিররা কি এই আকীদাহ (দৃঢ় মূল) করে নিয়েছে যে আমাকে ছাড়া আমার বান্দাদেরকে নিজেদের ওলী-অভিভাবক বানিয়ে নিতে পারে? (অথচ এ জন্য তাদের কোন সওয়াল-জওয়াবের সম্মুখীন হতে হবে না) বস্তুতঃ আমি কাফিরদের মেহমানদারীর জন্য জাহান্নাম তৈরী করে রেখেছি। (সূরা কাহফ ১০২)

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেছেন,

﴿قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ رَعَيْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مَقْصَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ

وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا

لِمَنْ أَذِنَ لَهُ﴾ (النبا : ২২-২৩)

আপনি (হে রসূল!) মুশরিকদের বলে দিন : যাদেরকে তোমরা আল্লাহ ছাড়া অভাব দূরকারী ও বিপত্রাণ মনে করে থাক, তাদের ডাক দিয়ে দেখ, দেখতে পাবে যে তারা আসমান এবং যমীনে অণু পরিমাণ ক্ষমতাও রাখে না, আল্লাহর সঙ্গে এই ব্যাপারে তারা কোন শরীকও নয়, তাদের মধ্যে কেউ আল্লাহর সহায়তাকারীও নয়। আর আল্লাহর নিকট কোন শাফাআতই কাজে আসবে না কিন্তু সেই ব্যক্তির শাফাআত ছাড়া আল্লাহ যাকে অনুমতি প্রদান করবেন।

(সূরা সাবা ২২)

এখানে সুস্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ যে কোন সৃষ্ট বস্তু, এমন কি ফেরেশতা এবং নাবী রসূলদের মধ্যেও যাদেরকে আহ্বান জানান হয় তাদের মধ্যে কারোরই আল্লাহর আসমান-যমীনের বাদশাহীতে অণু-পরমাণু বরাবর

বিয়ারাতুল কুবুর বা কবর বিয়ারতের সঠিক পদ্ধতি

কোন শক্তি নেই। তার সার্বভৌম রাজত্বে কেউ কোন শরীক বা অংশীদারও নেই। বরং একমাত্র সেই শাস্ত্র সত্য-চিরন্তন আল্লাহুই কারোর কোন অংশীদারত্ব ছাড়াই সার্বভৌম ও সর্বশক্তিধর অধিপতি, সর্ব বস্তুর উপর তাঁরই অপ্রতিহত ক্ষমতা বিরাজমান, ব্যবস্থাপনার মাঝেও তাঁর কোন সাহায্যকারী নেই, কারো কোনরূপ সহায়তার তিনি মোটেই মুখাপেক্ষী নন। বাদশাদের রাজত্ব পরিচালনা এবং শাসন ও বিচারের ব্যবস্থাপনায় যেমন সাহায্যকারী ও সহযোগীর প্রয়োজন হয় আল্লাহর বেলায় তা মোটেই প্রযোজ্য নয়। বস্তুতঃ আল্লাহর সত্ত্বাষ্টি এবং অনুমতি ব্যতিরেকে তাঁর নিকট সুপারিশ জ্ঞাপনেরও সাধ্য কারও নেই।

এভাবে এর দ্বারা শিরকের যত রকম প্রকরণ থাকতে পারে সমস্তই নিষিদ্ধ ও রহিত হয়ে যাচ্ছে।

শির্ক সম্পর্কে চার প্রকার ভ্রান্তির সম্ভাবনা এবং তার রদ

চারটি উপায়ে শিরকের ন্যায় গুরুতর পাপাচার ঘটতে পারে। প্রথম- আল্লাহকে ছাড়া অন্য যাকেই ডাকা হবে, তার স্বন্ধে এই ধারণা পোষণ করা হবে যে, সে মালিক অর্থাৎ তার কিছু করার পূর্ণ অধিকার আছে; দ্বিতীয়- সে মালিক নয়, তবে মালিকিয়তে শরীক আছে, সুতরাং কিছু করার আংশিক অধিকার রয়েছে; তৃতীয়ত- সে পূর্ণ অথবা আংশিক মালিক নয়, তবে সহায়তাকারী, চতুর্থত- তিনটির একটিও নয়, তার ভূমিকা হচ্ছে প্রার্থনাকারীর, যাচাকারীর।

এ সম্পর্কে প্রথম বক্তব্য এই যে, প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রকরণের শিরকের নিষিদ্ধতা সন্দেহহীনভাবে প্রতিষ্ঠিত। কারণ এক আল্লাহ ছাড়া কেউ পূর্ণ মালিক নন, মালিকুল মুল্ক তিনিই, সার্বভৌম অধিকার একমাত্র তাঁরই জন্য নির্দিষ্ট, তাঁর সার্বভৌম অধিকারেও কারও শরীকানা বা অংশ নেই, তাঁর কার্যে সহায়তাকারী ও সহযোগীও কেউ নেই। বাকী রইল চতুর্থ প্রকরণের শির্ক অর্থাৎ তাঁর নিকট সুপারিশের উদ্দেশ্যে কোন প্রার্থনা জ্ঞাপন করা, কিছু যাচা করা। আল্লাহর অনুমতি ছাড়া এই সুপারিশ এবং প্রার্থনা জ্ঞাপন সম্ভব নয়, সিদ্ধও নয়। কারণ সুপারিশের চাবিকাঠি তাঁরই হস্তে ন্যস্ত। নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ পাঠ করলেই এ কথা পরিষ্কার হয়ে উঠবে :

যিয়ারাতুল কুবর বা কবর যিয়ারতের সঠিক পদ্ধতি

﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ (نجم : ২০০)

১। আল্লাহর দরবারে তাঁর বিনা ছকুমে সুপারিশ করতে পারে এমন কে আছে? (সূরা আল-বাকারাহ ২৫৫)

﴿وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ

لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى﴾ (النجم : ২১)

২। আসমানে কতই না ফেরেশতা রয়েছে কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না অনুমতি এবং সম্মতি মিলবে ততক্ষণ পর্যন্ত কারও জন্য তাদের সুপারিশ কিছুমাত্রও উপকারে আসবে না (বস্তুতঃ তাঁরা অনুমতি ও সম্মতি ব্যতিরেকে সুপারিশই জানাতে সক্ষম হবে না)। (সূরা আন নাজম ২৬)

﴿إِنَّمَا أَتَخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أُولَئِكَ لَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَقُولُونَ قُلْ لِلَّهِ

الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (زمر : ৪৩-৪৪)

৩। তারা কি আল্লাহকে ছাড়া অপর কতককে সুপারিশকারী ধরে নিয়েছে? (হে রসূল!) আপনি বলে দিন : যে অবস্থায় কোন কিছুর উপর তাদের কোন অধিকার না থাকে এবং যদিও তাদের বিবেক বুদ্ধি বলে কিছু না থাকে সে অবস্থাতেও তোমরা তাদেরকে তোমাদের শাফাআতকারী তথা কল্যাণ করার অধিকারী বলে বিশ্বাস রাখবে? বলে দিন : সকল প্রকারের সমস্ত শাফাআত সুফারিশের একমাত্র মালিক হচ্ছেন আল্লাহ, আসমান এবং যমীনের রাজত্ব একমাত্র তারই অধিকারভুক্ত, অতঃপর তোমাদের সকলের ফিরে যেতে হবে তাঁরই সকাশে। (সূরা আয-যুমার ৪৩ ও ৪৪)

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى

الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ﴾ (السجده : ৪)

আল্লাহ তো তিনিই যিনি আসমানসমূহ ও যমীন এবং এর মাঝে কিছু আছে সমস্তই ছয় দিনে সৃজন করেছেন, অতঃপর তিনি আরশের উপর আসন গ্রহণ করেছেন, তিনি ভিন্ন তোমাদের কোন ওলী অভিভাবকও নেই- কোন

যিয়ারাতুল কুবর বা কবর যিয়ারতের সঠিক পদ্ধতি

সুপারিশকারীও নেই। এরপরেও কি তোমরা চিন্তা-ভাবনা করবে না? এর থেকে উপদেশ গ্রহণ করবে না? (সূরা আস-সিজ্দা ৪)

﴿وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ (النعام ৫১)

৫। (হে রসূল!) আপনি কুরআনের মাধ্যমে ঐ সব লোকদের ভয় প্রদর্শন করতে থাকুন যারা এই কথায় ভয় রাখে যে, ক্বিয়ামাত দিবসে তাদেরকে স্বীয় প্রভুর সামনে সমাধিষ্ট করা হবে এমন অবস্থায় যে, তাদের সাহায্য করার জন্য না থাকবে কোন ওলী-অভিভাবক, না থাকবে কোন সুপারিশকারী; হয়ত এই ভয় প্রদর্শনের ফলে তারা হয়ে যাবে সংযমশীল-পরহেযগার। (সূরা আল-আন-আম ৫১)

﴿مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوءَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّائِيِّنَ مَا كُنتُمْ تَعْلَمُونَ الْكِتَابَ وَمَا كُنتُمْ تَذَرُسُونَ لَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ كُنتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ (ال عمران : ৮০-৮১)

(৮০-৮১)

৬। কোন মানুষের পক্ষেই এটা শোতনীয় নয় যে, আল্লাহ তাকে প্রদান করেন আসমানী বিতাব, (ক্রেটিমুক্ত ও ধীরস্থির) জ্ঞান বুদ্ধি এবং পরগম্বরী, অতঃপর সে লোকদের বলে : “তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে আমারই বান্দা হয়ে যাও।” বরং (যে ব্যক্তি এই মহা অবদান লাভ করবে) সে তো বলবে তোমরা হয়ে যাও আল্লাহুওয়ালা, কেননা তোমরা অপর লোকদেরকে আল্লাহর কিতাব পড়িয়ে থাক এবং নিজেরাও পড়ে থাক। আর সে তোমাদেরকে কখনই এ কথা বলবে না যে, ফেরেশতা এবং পয়গম্বরদেরকে রব তথা প্রভু বলে স্বীকার করে নাও। তোমরা মুসলিম হওয়ার পরেও কি সে তোমাদেরকে (এরূপ) কুফরী করতে বলতে পারে? (সূরা আলু ইমরান ৭৮-৮০)

এই শেষোক্ত আয়াতে দেখা যাচ্ছে, যারা ফেরেশতা এবং নাবী রসূলদেরকে রব বা প্রভু রূপে গ্রহণ করে, তাদেরকে কুরআন মাজীদে কাফির বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং ঐরূপ গ্রহণ করার কাজকে কুফরী বলা হয়েছে। নাবী ও

বিদ্যারত্ন কুবুর বা কবর বিদ্যারত্নের সঠিক পদ্ধতি

ফেরেশতাদেরকে যারা রব ভাবে তাদের সম্বন্ধেই যখন এরূপ কঠোর ব্যবস্থা ও হুশিয়ারী, তখন ওলী আউলিয়া, শেখ মাশায়েখদের যারা প্রভুর আসনে বসায় তাদের কি অবস্থা হবে তা সহজেই অনুমেয়। (তারা কাকির না হয়ে যায় কোথায়?)

আল্লাহ ছাড়া অপর কারোর নিকট কিছু চাওয়ার ব্যাখ্যা

তা কয়েক প্রকার হতে পারে, যেমন :

১। যে বস্তু চাওয়া হয় বা যে বিষয়ে প্রার্থনা জানানো হয় তার প্রকরণ যদি এমন হয় যে, আল্লাহ ছাড়া আর কারোর পক্ষেই তা পূরণ করা সম্ভব নয়- তাহলে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর নিকট এরূপ চাওয়া বা প্রার্থনা জানানো কিছুতেই সিদ্ধ হবে না। তা হবে সুস্পষ্ট শিরকের পর্যায়ভুক্ত। বিষয়টি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝানো হচ্ছে।

রুগ্ন ব্যক্তি অথবা ব্যাধিগ্রস্ত চতুষ্পদ জন্তুর রোগমুক্তির আবেদন, অজানিত উপায়ে ঋণমুক্তির প্রার্থনা, বিপদাপদ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা, শত্রুকে পরাভূত করার জন্য সাহায্য কামনা, নফসের হিদায়াত, অপরাধের মার্জনা, পাপের ক্ষালন এবং বেহেশত লাভের আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন, দোষখের আওনের শান্তি থেকে নিষ্কৃতি লাভের বাসনা, ইল্ম ও কুরআনের শিক্ষা লাভের আকাঙ্ক্ষা, অন্তরের বিশোধন, আত্মার শুদ্ধি, চরিত্রের উন্নয়ন প্রভৃতির জন্য আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর নিকটেই দরখাস্ত পেশ করা জাযিয় নয়। এ কাজ কোন প্রকারে কোন ওজুহাতেই সিদ্ধ নয়। কোন ফেরেশতা, কোন নাবী, কোন ওলী, কোন শাইখ, কোন পীর-জীবিত হোক অথবা মৃত, কারোর নিকট এ কথা বলা চলবে না যে, আমার গুনাহসমূহ মাফ করে দিন, আমার পরিবার পরিজনকে সুস্থ রাখুন ও নিরাপত্তা দান করুন, আমার অমুক জানোয়ারটিকে রোগ মুক্ত করুন- এই ধরনের অথবা এরূপ যে কোন প্রার্থনা জ্ঞাপন কড়াকড়িভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। জেনে রাখা উচিত, যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহর সৃষ্ট কারো নিকট এরূপ প্রার্থনা জানায় তাহলে সে নিশ্চিতরূপে আল্লাহর সঙ্গে শির্ক করে বসে। ফেরেশতা বা নাবীদের পূজা করা, মূর্তি পূজা করা, ঈসা (‘আ.) এবং তার মা মারঈয়াম (‘আ.)-এর পূজা করা, আলিম উলামা, ওলী আউলিয়া, শাইখ মাশায়েখ প্রভৃতিকে আল্লাহর স্থলে রব বানিয়ে নেয়া সবই একই শিরকের বিভিন্ন পর্যায়ভুক্ত।

বিয়ারাতুল কুবুর বা কবর বিয়ারতের সঠিক পদ্ধতি

এই প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত আয়াতগুলো লক্ষ্যযোগ্য :

يَوْمَ يُنْفَخُ الْأَشْجَارُ عَنْ عِوَالِهَا يُنْفَخُ عَنْهَا أَسِنَّةٌ مِثْلُ ثِيَابٍ وَالْجِبَالُ كَغُيِّمٍ غَائِمٍ

(مَعْلَم : ২১১) ﴿يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كِبَارُهَا وَلَا كِبَارُهَا وَلَا كِبَارُهَا﴾

১। এবং যখন ঈসা (‘আ.)-কে লক্ষ্য করে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, হে ঈসা ইবনে মারঈয়াম! তুমি কি লোকদেরকে এই কথা বলেছিলে যে, তোমরা আল্লাহকে ছাড়া আমাকে এবং আমার মাকে অতিরিক্ত উপাস্য প্রভুরূপে গ্রহণ কর-দুই মা’বুদ বলে মেনে নাও? (সূরা আল-মায়িদাহ ১১৬)

﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (توبه : ৩১)

২। ঐ সমস্ত লোকেরা আল্লাহকে ছাড়া তাদের আলিম-উলামা ও পীর-দরবেশ, যাজক মোহন্তদেরকে আর মারঈয়ামের পুত্র ঈসাকে (অতিরিক্ত) প্রভু-পরোয়ারদিগার বানিয়ে নিয়েছে অথচ প্রকৃত কথা এই যে, তাদেরকে শুধু এই নির্দেশই দেয়া হয়েছিল যে, এক ও একক মা’বুদেরই ইবাদাত করে চলবে (অন্য আর কাউকে আরাধ্য-উপাস্য ধরবে না)। তিনি অর্থাৎ সেই একক প্রভু পরোয়ারদিগার ছাড়া অন্য কোন উপাস্য প্রভু নেই; তিনি তাদের শির্ক থেকে মুক্ত পাক পবিত্র। (সূরা আত-তাওবাহ ৩১)

দ্বিতীয়তঃ এমন কোন বিষয় বা বস্তু যদি চাওয়া হয় যার উপর মানুষের কিছু ক্ষমতা রয়েছে, তা হলে সেই অবস্থায় উক্ত বিষয় বস্তু চাওয়া জাযিয আছে। কিন্তু কোন কোন অবস্থায় এই ধরনের চাওয়া থেকেও বিরত করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা রসূলুল্লাহ ﷺ কে লক্ষ্য করে বলেন,

﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ﴾ (الم نشرح : ৮)

“(হে রসূল!) যখন আপনি উদ্বেগ-দুশ্চিন্তা থেকে কিছুটা মুক্ত হবেন অথবা আপনাকে সত্য প্রচারের যে বিরাট দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তার থেকে যখন কিছুটা ফারোগ হবেন, তখন আপনি সবদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আপনার প্রভু পরোয়ারদিগারের প্রতি সমগ্র হৃদয় মন দিয়ে ঝুঁকে পড়বেন, একমাত্র তাঁরই দিকে একাত্মচিন্তা হবেন।”(সূরা ইনশিরাহ ৭ ও ৮)

যিয়ারাতুল কুবর বা কবর যিয়ারতের সঠিক পদ্ধতি

রসূলুল্লাহ ﷺ 'আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.)-কে ওসীয়াত করেছেন এভাবে :

(২) اذا سالت فاسئل الله واذا استعنت فاستعن بالله.

২। তোমাকে যদি কিছু চাইতেই হয়, তাহলে চাইবে একমাত্র আল্লাহরই নিকটে, আর যদি কারোর সাহায্য কামনা করতে হয় তাহলে সাহায্য কামনা করবে একমাত্র আল্লাহর নিকটেই, অপর কারো নিকট নয়।

রসূলুল্লাহ ﷺ সহাবীদের মধ্যে একদল অর্থাৎ অনেককে এই নসীহাত করেছেন : কোন মানুষের নিকটেই কোন সওয়াল করবে না। যার ফলে তারা তাদের সমগ্র জীবনে কোন ব্যক্তির নিকটেই কিছু চান নাই- এমনকি অশ্বপৃষ্ঠে আরোহীদের মধ্যে কারোর হাত থেকে চাবুক নিচে পড়ে গেলেও কাউকে বলতেন না যে, আমার পড়ে-যাওয়া চাবুকটা তুলে দাও, বরং তিনি স্বয়ং ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে তা তুলে নিতেন।

বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে আছে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

(৩) يدخل الجنة من امتي سبعون الفاغير حساب، وهم الذين

لا يستوفون ولا يكتون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون-

৩। “আমার উম্মাতের মধ্যে ৭০ হাজার লোক বিনা হিসেবে বেহেশতে প্রবেশ করবে- তাদের আলামত হচ্ছে এই যে, তারা ঝাড়-ফুক করে না, দাগ দেয় না এবং শুভ-অশুভ সময় ক্ষণের সংস্কার মানে না, তারা সর্ব ব্যাপারে আল্লাহর উপরেই নির্ভর করে।” (ইসতিসকার অর্থ ঝাড়-ফুক কামনা করা এবং তা হচ্ছে এক প্রকার দু’আ)

এ সত্ত্বেও আবার রসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এমন রিওয়ায়াতও এসেছে যাতে বলা হয়েছে,

ما من رجل يدعوله اخوه بظهر الغيب دعوة الا وكل الله بهما ملكا

كلما دعى لا خيه دعوة قال الملك ولك مثل ذلك-

“যে ব্যক্তি তার ভাই এর অনুপস্থিতিতে তার জন্য দু’আ প্রার্থনা করে, তখন আল্লাহ তা’আলা একজন ফেরেশতাকে তথায় নিয়োজিত রাখেন। যখনই সে

বিয়ারাতুল কুবুর বা কবর বিয়ারাতের সঠিক পদ্ধতি

তার ভাই এর জন্য দু'আ করে তখনই সেই ফেরেশতা বলেন, “আপনার জন্য ঐরূপ হোক।”

তিনি আরও বলেছেন, “অনুপস্থিত এক ব্যক্তির জন্য অনুপস্থিত অন্য ব্যক্তির দু'আ গৃহীত হয়ে থাকে।”

এই ভিত্তিতেই রসূলুল্লাহ ﷺ তার উম্মাতকে তাঁর প্রতি দরুদ এবং তাঁর জন্য ওয়াসীলা কামনা করতে হুকুম প্রদান করেছেন; যারা ঐরূপ করবে তাদের জন্য তিনি প্রভূত পুরস্কারের শুভ সংবাদ গুনিয়েছেন। হাদীসে আছে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

إذا سمعتم الموزن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على فان من صلى على مرة صلى الله عليه عشرا ثم اسألوا الله لى الوسلة فانها درجة فى الجنة - لا ينبغي ان تكون الا لعبد من عباد الله وارجوا ان اكن ذلك العبد - فمن سال الله لى الوسيلة حلت له شفاعتى يوم القيامة.

“যখন মুয়াযযিন আযান উচ্চারণ করতে থাকে তখনি মুয়াযযিন যা বলে তোমরা তাই বলে চলবে, তারপর আমার প্রতি দরুদ পাঠ করবে, আল্লাহ তার প্রতি দশ বার দরুদ (শান্তি) পাঠান, তারপর ঐ আযানের শ্রোতারা আমার জন্য ওয়াসীলা কামনা করবে আর ওয়াসীলা হচ্ছে বেহেশতের একটি সুউচ্চ ও মর্যাদায় পরিপূর্ণ স্থান। তা আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে একটি মাত্র বান্দাই লাভ করবে, আমি আশা রাখি যে, আমিই হব সেই বান্দা। অতএব যে ব্যক্তি আমার জন্য সেই ওয়াসীলার প্রার্থনা জানাবে, কিয়ামাত দিবসে সিদ্ধ হয়ে যাবে তার জন্য আমার শাফা'আত অর্থাৎ সে হবে আমার শাফা'আত লাভের হকদার।”

নিজের চাইতে ছোট এবং নিজের চাইতে বড় উভয়ের প্রতি দু'আর আবেদন জানান শরীয়তে সিদ্ধ। যেমন আমরা দেখতে পাই, রসূলুল্লাহ ﷺ উমরার দিবসে বিদায় তাওয়াক্কুর সময় ওমার (রাযি.) কে বলেছেন,

لا تنسنا من دعائك يا اخى.

“ভ্রাতঃ! তোমার দু'আয় আমাদের ভুলে যেও না, অর্থাৎ আমার কথাও স্মরণ রেখো।”

যিয়ারাতুল কুবর বা কবর যিয়ারতের সঠিক পদ্ধতি

অবশ্য এর ভিতরে আমাদেরই কল্যাণ নিহিত রয়েছে। কেননা রসূলুল্লাহ ﷺ এর এরশাদ যে, আমার প্রতি দরুদ পড় এবং আমার জন্য ওয়াসিলা চাও এবং সঙ্গে সঙ্গে এই কথা বলা যে, আমার প্রতি একবার যে দরুদ পাঠ করে, তার জন্য আল্লাহ তা'আলা দশবার শান্তি প্রেরণ করেন এবং তিনি এই বলেন যে, যে ব্যক্তি আমার জন্য ওয়াসিলা চাইবে সে আমার শাফাআত লাভের হকদার হয়ে যাবে-এর থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছে যে, এই চাওয়া প্রকৃত প্রস্তাবে নিজেদের কল্যাণের জন্যই চাওয়া। আর এই দুই চাওয়ার মধ্যে রয়েছে সুস্পষ্ট পার্থক্য অর্থাৎ অন্য কারো জন্য আল্লাহর কাছে কিছু চাওয়া আর নিজের ব্যক্তিগত কল্যাণের জন্য আল্লাহর কাছে চাওয়ার মধ্যে নিশ্চয়ই সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

১। সহীহ বুখারীতে আছে, উয়াইস কারণী (রহ.)-এর উল্লেখ প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ ﷺ 'উমার (রাযি.)-কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন :

ان استطعت ان تستغفرك فافعل.

“যদি সম্ভব হয় তাহলে তোমার নিজের জন্য তার দ্বারা দু'আয়ে মাগফিরাত করাবে।”

২। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের হাদীসে আছে, আবু বাক্র (রাযি.) এবং উমার (রাযি.)-এর মধ্যে কোন এক ব্যাপারে মতবিরোধ এবং তর্কবিতর্ক হয়ে যায়। আবু বাক্র অবশেষে বলেন, আমার জন্য মার্জনা ভিক্ষা করুন! অবশ্য অন্য রিওয়াযাতে এ কথাও এসেছে যে, উক্ত ব্যাপারে আবু বাক্র (রাযি.) 'উমার (রাযি.)-এর প্রতি নারায় (অসন্তুষ্ট) হয়ে যান।

৩। এ কথা প্রমাণ সিদ্ধ যে, কতক লোক রসূলুল্লাহ ﷺ কে দু'আ পড়ে তাদেরকে ঝাড়ফুক করতে বলতেন এবং তিনি তাদের (অনুরোধ রক্ষার্থে) ঝাড়ফুক করতেন।

৪। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে এ কথাও পাওয়া যায় যে, অনাবৃষ্টির জন্য (মানুষের দুঃখ-কষ্ট লাঘবের উদ্দেশ্যে) রসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট ইসতিস্কার অর্থাৎ বৃষ্টি বর্ষণের দু'আর আবেদন জানানো হয়। ফলে তিনি দু'আ করেন এবং বর্ষণ হয়।

যিল্লাহুতুল কুবুর বা কবর যিল্লাহুতের সঠিক পদ্ধতি

৫। সহীহ বুখারী এবং সহীহ মুসলিমে আরও বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ ﷺ এর ইন্তিকালের পর 'উমার (রাযি.) আব্বাস (রাযি.)-এর ইমামতিতে ইসতিক্কার নামায পড়েন। এই উপলক্ষে তিনি আল্লাহকে লক্ষ্য করে বলেন,

اللهم انا كنا اذا اجد بنا نتوسل بنبينا فتسقيننا وانا نتوسل اليك بعم
نبيانا فاسقنا، فسقوا-

“প্রভু হে! রসূলুল্লাহ ﷺ এর যামানায় আমরা নাবী ﷺ কে ওয়াসীলা ধরে পানি বর্ষণের জন্য তোমার কাছে প্রার্থনা জানাতাম, ফলে আমাদের জন্য তুমি পানি বর্ষণ করতে, এখন আমরা তোমার রসূল ﷺ এর চাচাকে ওয়াসীলা ধরে দু'আ করছি, তুমি আমাদের প্রতি রহমাতের পানি বর্ষণ কর।” ফলে পানি বর্ষিত হয়েছে।

৬। একবার এক বেদুঈন জান ও মালের ক্ষয় ক্ষতি এবং পরিবার পরিজনের অনাহার এবং অন্যান্য বিপদাপদের অভিযোগ করে যখন রসূলুল্লাহ ﷺ এর খিদমতে আরয করলো, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের জন্য দু'আ করুন; তারপর বললো-

فاناستشفع بالله عليك وبك على الله-

“আমরা আপনার কাছে আল্লাহ তা'লাকে সুপারিশকারী রূপে উপস্থাপিত করছি আর আল্লাহর কাছে আপনাকে সুপারিশকারী রূপে পেশ করছি।”

বেদুঈনের মুখে এ কথা শুনার পর রসূলুল্লাহ ﷺ এর চেহারা মুবারকে বিরক্তি ও ক্রোধের চিহ্ন ফুটে উঠল। তিনি একক আল্লাহর মহত্ত্ব ও বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা করে বেদুঈনকে বললেন,

ويعبد، ان الله لا يستشفع به على احد من خلقه شان الله اعظم من ذلك-

“আল্লাহ তোমার ভাল করুন। আল্লাহ তা'আলাকে তার কোন সৃষ্ট জীবের কাছে সুপারিশকারী রূপে উপস্থাপন করা যেতে পারে না, আল্লাহর শান-আল্লাহর মর্যাদা এর অনেক অনেক উর্ধ্বে।”

এখানে দেখা যাচ্ছে যে, রসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে আল্লাহকে সুপারিশকারী রূপে উপস্থাপনকে রসূলুল্লাহ ﷺ বিরক্তি ও ক্রোধের সঙ্গে নাকচ করে দিলেন

যিয়ারাতুল কুবুর বা কবর যিয়ারতের সঠিক পদ্ধতি

এবং তা সিদ্ধ নয় বলে সাব্যস্ত করলেন, কেননা এটা আল্লাহর মর্যাদার পক্ষে অবমাননাকর। কিন্তু রসূলুল্লাহ ﷺ কে আল্লাহর কাছে সুপারিশকারীরূপে পেশ করার কাজকে বহাল রাখলেন এবং সিদ্ধ বলে মেনে নিলেন। এর কারণ এই যে, বান্দা তার প্রভুর নিকট প্রার্থনা জানায় এবং সুপারিশ মঞ্জুর করার যিনি কর্তা সুপারিশকারী তাঁর নিকট সুপারিশ জ্ঞাপন করে। প্রভু পরোয়ারদিগার কখনও বান্দার নিকট কিছু সওয়াল করেন না, তার কাছে সুপারিশও করেন না, করতে পারেন না।

শরীআত মুতাবেক এবং সুন্নাত অনুসারে কবর সমূহের যিয়ারত

কবর যিয়ারতের সুন্নাহ-সম্মত পদ্ধতি এই যে, যিয়ারতকারী কবরের বাসিন্দার প্রতি সালাম জানাবে এবং তার জন্য ঠিক সেভাবে আল্লাহর নিকট দু'আ করবে যেভাবে জানাযার জন্য দু'আ পড়া হয়। রসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কেরামকে এরূপ শিক্ষাই দিয়ে গিয়েছেন। তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে বলেছেন, যখন কবরসমূহ যিয়ারত করবে তখন এই কথাগুলো বলবে,

السلام عليكم يا اهل ديار من المومنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون -
يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، لسال الله لنا ولكم العافية، اللهم
لا تحرمنا اجرهم ولا تفتننا بعدهم-

উচ্চারণ : আসসালামু আলাইকুম আহলাদ দিয়ারি মিনাল মু'মিনীনা ওয়া ইন্না ইনশা আল্লাহ বিকুম লাহিকুন। ইয়ার হামুল্লাহুল মুস্তাকদেমীনা মিন্না ওয়াল মুস্তাখেরীন, নাস্ আলুল্লাহা লানা ওয়া লাকুমুল আফীয়াতা, আল্লাহ্মা লা তাহরিমনা দআজরাহুম ওয়া লা তাফতিন্না বা'দাহুম।

“হে মুমিন ও মুসলিমদের বস্তির (অর্থাৎ কবরের) অধিবাসীবৃন্দ! আপনাদের প্রতি সালাম (আল্লাহর তরফ থেকে আপনাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক!) আমরা ইনশা আল্লাহ আপনাদের সঙ্গে মিলিত হবো। আমাদের পূর্বে যারা গত হয়েছেন তাদের প্রতি এবং পরবর্তীদের প্রতি আল্লাহ রহমাত করুন।

বিয়ারাতুল কবুর বা কবর বিয়ারতের সঠিক পদ্ধতি

আমরা আমাদের জন্য এবং আপনাদের জন্য নিরাপত্তা ও শান্তির প্রার্থনা জানাই।
হে আল্লাহ! আমাদেরকে তাদের পুরস্কার থেকে বঞ্চিত করো না এবং তাদের পর
আমাদেরকে বিপদাপদে নিক্ষেপ করো না।”

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

ما من رجل يرقب رجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه الا رد الله
روحه حتى يرد عليه السلام-

“যখন কোন ব্যক্তি এমন কোন কবরের পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করে যার
বাসিন্দা দুনিয়ায় ছিল তার নিকট পরিচিত, তাকে সে সালাম জানালে আল্লাহ
তা’আলা তার রুহকে তার দিকে ফিরিয়ে দেন ফলে সে উক্ত সালামের জওয়াব
প্রদান করে।”

মৃত ব্যক্তির জন্য জীবিত ব্যক্তির দু’আর সওয়াব ঠিক সেরূপ, যেসূরূপ তার
জানাযা পড়ার সওয়াব। এজন্যই মুনাফিকদের জন্য দু’আ করতে কঠোরভাবে
নিষেধ করে দেয়া হয়েছে : আল্লাহ বলেন :

﴿وَلَا تَصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ﴾ (توبه ৮৬)

“তাদের (অর্থাৎ মুনাফিকদের) মধ্যে কেউ মারা গেলে তাদের জন্য কখনো
(রহমাতের) দু’আ করবে না; আর তাদের কবরের কাছে গিয়েও দাঁড়াবে না।”
(সূরা আত-তাওবাহ ৮৪)

মৃত ব্যক্তির নিকট জীবিত ব্যক্তির কোন প্রয়োজন মিটানোর আকাঙ্ক্ষা
জ্ঞাপন করতে এবং তাকে ওয়াসীলারূপে পেশ করতে অনুমতি দেয়া হয়নি।

বরং জীবিত ব্যক্তিকে হুকুম করা হয়েছে : সে যেন মৃত ব্যক্তির কল্যাণার্থে
চেষ্টা চালায়; তার জানাযার নামাযে অংশ গ্রহণ করে, তার মাগফিরাতের জন্য
আল্লাহর নিকট দু’আ প্রার্থনা করে। কেননা (মুমিন) মৃত ব্যক্তির জন্য (মুমিন)
জীবিত ব্যক্তির দু’আ একদিকে যেমন মৃত ব্যক্তির জন্য রহমাত নাথিলের কারণ
হয়, তেমনি সেই ব্যক্তিও সওয়াব ও পুরস্কারের হকদার হয়ে যায়।

সহীহ বুখারীতে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

বিয়ারাতুল কুবুর বা কবর বিয়ারতের সঠিক পদ্ধতি

إذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به من بعده او ولد صالح يدعو له-

“মৃত্যুর পর মানুষের আমলের সিলসিলা বন্ধ হয়ে যায় তিন প্রকারের আমল ব্যতীত।”

১। সদাকায়ে জারীয়া।

২। তার রেখে যাওয়া ইল্ম যার দ্বারা তার মৃত্যুর পরও মানুষ উপকৃত হয়।

৩। সৎ সন্তান, যে তার জন্য দু'আ করে।”

কবরের কাছে গিয়ে হাজত চাওয়ার তিন প্রকরণ

কোন ব্যক্তি যখন কোন নাবী অথবা ওলীর মাযারে গমন করে অথবা এমন কবরের কাছে গমন করে যে কবর সম্বন্ধে তার ধারণা যে, উক্ত কবর কোন নাবী, ওলী অথবা সালেহ বান্দার কিছু প্রকৃত প্রস্তাবে তা সত্য নয় আর সে ঐ মাযার বা কল্পিত মাযারে গিয়ে কবরের (সত্য অথবা মিথ্যা) বাসিন্দার নিকট তার প্রয়োজন মিটানোর জন্য যে সব প্রার্থনা জ্ঞাপন করে সেগুলোকে তিন ভাগে বিতক্ত করা যেতে পারে :

১। কবরের বাসিন্দার নিকট প্রার্থনা জানান : যেমন নিজের জান ও মাল এবং পরিবার পরিজনের নিরাপত্তা, ঋণ শোধ, দুশমনের প্রতিশোধ গ্রহণ প্রভৃতি ব্যাপারে তার নিকট এমন প্রার্থনা জানান যা পূরা করার ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া আর কারোরই নেই, থাকতে পারে না। এরূপ প্রার্থনা জ্ঞাপন হবে পরিষ্কার (সন্দেহাতীত) শির্ক। এরূপ শির্কে যে ব্যক্তি লিপ্ত হবে তাকে অবশ্যই তাওবাহ করতে হবে। তাওবাহ না করলে তা হবে মৃত্যুদণ্ড পাওয়ার যোগ্য।

যদি সে তার কৃতকর্মের সপক্ষে এই দলীল এবং যুক্তি পেশ করে যে, উক্ত কবরের বাসিন্দা আল্লাহর নৈকট্যে আমাদের অপেক্ষা অধিক অগ্রবর্তী, তিনি আমার জন্য আল্লাহর নিকট সুপারিশ করবেন কবর পূজারীরা বলে, আমরা মৃত ব্যক্তির ওয়াসীলা ঠিক সেভাবেই ধরি বা কামনা করি যে রূপ বাদশাকে ধরবার জন্য তার নিকটতম ব্যক্তি এবং পারিষদকে ধরার প্রয়োজন ঘটে যেন তারা

যিয়ারাতুল কুবুর বা কবর যিয়ারাতের সঠিক পদ্ধতি

বাদশার নিকট সুপারিশ করে প্রার্থনা মঞ্জুর করাতে পারে। তাদের এই ধরনের বক্তব্য এবং মুশরিক নাসারাদের বক্তব্যের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। কারণ তাদেরও আকীদা এই যে, তাদের পুরোহিত পাদ্রী এবং তাদের ঋষি মনীষী ও সাধু সন্ন্যাসীরা আল্লাহর নিকট তাদের প্রয়োজন মিটানোর জন্য সুপারিশ জানিয়ে থাকে। কুরআন মাজীদে আল্লাহ মুশরিকদের এই বিশ্বাস এবং যুক্তি সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত করেছেন, যেমন তারা বলে থাকে :

﴿مَاتَبْنُكُمْ إِلَّا بِعِزِّنَا إِلَى اللَّهِ وَلَئِيْهِ (الزمر : ٣)

“আমরা তাদের ইবাদাত শুধু এ জন্যই করে থাকি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর নৈকট্যে পৌঁছিয়ে দেবে।” (সূরা আয-যুমার ৩)

﴿أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَلَوْ كُنْتُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَتَّقُونَ لَوْلَا إِلَهُ

الشفاعةُ جميعاً لهُ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ (الزمر : ২৩-২৪)

“তারা কি আল্লাহকে ছেড়ে অন্য কাউকে নিজেদের সুপারিশকারীরূপে নির্বাচন করে নিয়েছে? (আপনি হে রসূল!) বলে দিন : যদিও কোন বস্তুর উপর তাদের কোন কর্তৃত্ব না থাকে এবং তাদের বুঝবার মত ক্ষমতাও না থাকে (তবু সেই অবস্থাতেও তাদেরকে তোমরা সুপারিশকারীরূপে আঁকড়ে ধরে থাকবে)?” (হে রসূল) আপনি ঘোষণা করে দিন : সমস্ত শাফাআতের ইখতিয়ার একমাত্র আল্লাহরই হাতে, যাঁর হাতে রয়েছে আসমান ও যমীনের সার্বভৌম কর্তৃত্ব এবং যাঁর নিকট প্রত্যাবর্তিত হতে হবে সকলকে।” (সূরা আয-যুমার ৪৩ ও ৪৪)

﴿مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ﴾ (السجده : ২)

“(হে লোক সকল!) তিনি (আল্লাহ) ছাড়া তোমাদের জন্য না আছে কোন ওলী-অভিভাবক আর না আছে কোন সুপারিশকারী। এরপরেও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?” (সূরা আস সাজদা ৪)

বিদ্বানরাফুল কুবুর বা কবর বিদ্বানদের সঠিক পদ্ধতি

“কে আছে এমন যে আল্লাহর অনুমতি ছাড়া সুপারিশ করতে পারে?” (আল-বাকারা ২৫৫)

উপরে উদ্ধৃত আয়াতগুলোতে খালেক ও মাখলুক-স্রষ্টা ও সৃষ্টির মৌলিক পার্থক্য কোথায় তা স্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে।

মানুষ বাদশাহ বা কোন বড় হাকিমের নিকট সুপারিশ জ্ঞাপনের জন্য তখন এমন খাস কোন সুহৃদ বা নৈকট্যে অবস্থানকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিকে বেছে নেয় যিনি সুপারিশ তিনি গ্রহণ করেন বা করতে বাধ্য হন কতিপয় কারণে। হরফ সুপারিশকারী রূপে নির্বাচিত ব্যক্তি বাদশাহ হাকিমের অত্যন্ত প্রিয় পাত্র, তার প্রতি অনুরাগ-সম্পন্ন, কিংবা তার ভয়ের পাত্র তার ভিতরে এক অপ্রতিহত ব্যক্তিত্ব আছে কিংবা তার প্রভাব প্রতিপত্তি এমন যে, বাদশাহ তাকে সমীহ না করে পারে না, কিংবা বাদশাহর সঙ্গে তার সম্পর্কটি এমন যে, তার সুপারিশ প্রত্যাখ্যান করতে তিনি লজ্জা এবং সংকোচবোধ করেন, অথবা সম্পর্কটি ভালবাসা এবং স্নেহের সঙ্গে জড়িত কিংবা এমনি ধরনের অপর কোন সম্পর্ক যার কারণে তাঁর সুপারিশ প্রত্যাখ্যান করা সম্ভবও নয়, সহজও নয়, বরং তাতে ক্ষতির আশঙ্কাই বিদ্যমান। কিন্তু মহা প্রভু আল্লাহ এ সমস্ত বাধ্যবাধকতা ও ক্রটি বিচ্যুতি থেকে পাক পবিত্র। কেউ তার নিকট সুপারিশের সাহসই সঞ্চয় করতে পারবে না যে পর্যন্ত তিনি স্বয়ং কাউকে সুপারিশ করার অনুমতি না দেবেন। আর সেই অবস্থাতেও সে শুধু ঐ পরিমাণ সুপারিশ জ্ঞাপন করতে পারবে যতটুকু আল্লাহ মর্জি ফরমাবেন, আর সে সুপারিশটিও হবে তার সম্পূর্ণ অনুমতি সাপেক্ষ। কাজেই এই আলোচনা থেকে এই ফল পাওয়া গেল যে, সমুদয় ইখতিয়ার সম্পূর্ণভাবে আল্লাহরই হস্তে ন্যস্ত। এজন্যই বুখারী-মুসলিমের এক হাদীসে আবু হুরাইরাহ (রাযি.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশ প্রদান করেছেন :

لا يقولن احدكم اللهم اغفر لي ان شئت اللهم ارحمني ان شئت ولكن
ليعزم المسئلة فان الله لا مكره له.

“তোমাদের মধ্যে কেউ যেন তার প্রার্থনায় এরূপ না বলে : প্রভু হে! আমাকে মাফ করে দাও যদি তুমি চাও, আমার প্রতি তুমি রহম কর যদি তুমি ইচ্ছা কর, বরং সওয়ালে অর্থাৎ প্রার্থিত বিষয়ের কামনায় দৃঢ়-সংকল্প হতে

যিয়ারাতুল কুবর বা কবর যিয়ারতের সঠিক পদ্ধতি

হবে-কেননা আল্লাহকে কেউ বাধ্য করতে পারে না” (কিন্তু তার নিকট অন্তরের পূর্ণ দৃঢ়তায় প্রার্থনা করা যেতে পারে)।

এই হাদীসে রসূলুল্লাহ ﷺ পরিস্কারভাবে বলে দিয়েছেন যে, কোন ব্যক্তিই তার আকাজক্ষা পূরণের জন্য আল্লাহ তা‘আকে বাধ্য করতে পারে না-যেমন পার্থিব জগতে রাজা বাদশাহ ও হাকিম প্রভৃতিকে সুপারিশকারী তার সুপারিশ গ্রহণে বাধ্য করতে সক্ষম হয় অথবা প্রার্থনাকারী দুনিয়ার কোন কর্তা ব্যক্তির নিকট পুনঃ পুনঃ অনুরোধ উপরোধ ও বহু কাকুতি মিনতির পর তার ইচ্ছা না থাকলেও তাকে রাজী করাতে সক্ষম হয় এবং এভাবে প্রার্থী তার উদ্দেশ্য হাসিল করে থাকে। কিন্তু আল্লাহ তাবারক ওয়া তা‘আলার ব্যাপারে একটি মাত্র দুয়ারই উন্মুক্ত আর তা হচ্ছে এই যে, হৃদয়ের সমস্ত বাসনা কামনা, অনুরাগ আসক্তি একমাত্র প্রভু পরোয়ারদিগারের দিকেই : বিত হবে : যেমন আল্লাহ তা‘আলা এরশাদ করেছেন :

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَاذْغَبْ (اشْرَاح : ٧-٨)

“যখন তুমি (তোমার জরুরী কাজ থেকে) ফারেগ হবে বা অব্যাহতি লাভ করবে তখন তুমি (তোমার প্রভুর সহিত আধ্যাত্মিক সম্পর্ক উন্নততর করার জন্য) মেহনত করে চল এবং স্বীয় প্রভুর দিকে অনুরাগ সম্পন্ন হও-তোমার সমস্ত মনোযোগ মনোনিবেশ তাঁরই দিকে একনিষ্ঠ করে নাও। (সূরা ইনশিরাহ ৭-৮)

আল্লাহর প্রতি অনুরাগের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ভয় ও ভীতিও মনে জাগরুক রাখতে হবে। যেমন আল্লাহ বলেছেন :

﴿وَأَتَىٰ فَارَهُوْبِي﴾ (بُورَة : ٤٠)

“এবং একমাত্র আমাকেই ভয় করে চল।” (সূরা আল-বাকারাহ ৪০)

কারণ কোন মানুষ নয়, একমাত্র আল্লাহই ভয়ের পাত্র, যেমন আল্লাহ বলেছেন :

﴿فَلَا تَخْشَوُا الْإِنْسَ وَآخِشُوْنِي﴾ (الْمائدة : ٤٤)

“লোকদের ভয় মনে স্থান দিও না, ভয় কর একমাত্র আমাকেই।”

(সূরা আল-মায়িদাহ ৪৪)

বিয়ারাতুল কুবর বা কবর বিয়ারতের সঠিক পদ্ধতি

রসূল ﷺ আমাদেরকে তাঁর প্রতি দরুদ পাঠের নির্দেশ প্রদান করেছেন এবং তাঁকে আমাদের দু'আ কবুলের যারীআ বলে উল্লেখ করেছেন। অধিকাংশ পথভ্রষ্ট লোক কবরের কোন কোন বাসিন্দা (নাবী, গুলী, আওলিয়া পীর দরবেশ) সম্বন্ধে এই আকীদা পোষণ করে থাকেন যে, (কবরে শায়িত) এই বুয়ুর্গ আদ্বাহর নৈকটে অবস্থানকারী আর আমরা রয়েছি তার থেকে অনেক দূরে, কাজেই তারই মধ্যস্থতায় আমরা আদ্বাহর নিকট মুনাজ্জাত পেশ করে থাকি। তারা এ ধরনের আরও অনেক বাজে কথা বলে থাকে। জেনে রাখা প্রয়োজন যে, এ সমস্তই হচ্ছে মুশরিকদের উপযোগী কথা। আদ্বাহ রাব্বুল আলামীন তো কুরআন মজীদে তার সম্বন্ধে ঘোষণা দিয়ে রেখেছেন :

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِي﴾ (البقرة : ১৮৬)

“আর যখন আমার বান্দারা আপনাকে আমার সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞেস করে, তখন (হে রসূল! আপনি তাদের বলে দিন যে,) আমি তাদের নিকটেই রয়েছি-এত নিকটে যে, যখন কেউ আমাকে ডাকে, তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিয়ে থাকি।” (সূরা আল-বাক্বারাহ ১৮৬)

এই আয়াতের শানে নুযূল (অবতীর্ণ হওয়ার কারণ) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, একদা সহাবাগণ রসূলুল্লাহ ﷺ এর খিদমতে আরয করলেন, আমাদের প্রভু পরোয়ারদিগার যদি নিকটেই থাকেন, তাহলে তো মনে মনে প্রার্থনা জানানোই যথেষ্ট আর যদি তিনি দূরে অবস্থান করেন তাহলে বুলন্দ আওয়াজে তাকে ডাকা প্রয়োজন। এরই জওয়াবে আদ্বাহর নিকট থেকে উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয়।

বুখারীতে রিওয়ায়াত এসেছে যে, (রসূলুল্লাহ ﷺ এর সঙ্গে ভ্রমণরত) সহাবাগণ এক সফরে উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করছিলেন। রসূলুল্লাহ ﷺ শুনে তাদের উদ্দেশ্য করে বলেন, হে লোক সকল! তোমরা নিম্নস্বরে তাকবীর পাঠ কর। তোমরা বধির এবং অনুপস্থিত কোন সন্তাকে আহবান জানাচ্ছ না।

بل تدعون سميعا قريبا اقرّب اليكم او الى احدكم من عنق راحلته.

বিদ্বানরাহুল কুবুর বা কবর বিদ্বানদের সঠিক পদ্ধতি

“বরং তোমরা এমন একজনকে ডাকছো যিনি সব কিছুই শুনতে পান এবং যিনি নিকটেই অবস্থান করছেন-এত নিকটে যে তিনি তোমাদের নিজেদের চাইতেও নিকটতর অথবা তিনি বলেছিলেন, তিনি তোমাদের সওয়ারীর গরদান অপেক্ষাও নিকটতর।”

আল্লাহ তা‘আলা তাঁর প্রত্যেক বান্দাকে তাঁর উদ্দেশ্যে নামায পড়ার এবং তাঁর নিকট মুনাজাত করার হুকুম দিয়েছেন, এছাড়া তিনি প্রত্যেক মুসলমানকে নামাযে এবং নামাযের বাইরেও নির্দেশ দিয়েছেন এই কথা বলেতে :

﴿إِنَّكَ تَعْبُدُ وَإِنَّكَ تَسْتَعِينُ﴾ (الفاتحة : ৫)

“আমরা (হে প্রভু পরোয়াদিগার!)” একমাত্র তোমারই ইবাদাত করি এবং একমাত্র তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে থাকি।” (সূরা ফাতিহা ৫)

এটা হচ্ছে প্রকৃত মুওয়াহ্বিদ তথা খাঁটি তাওহীদবাদীর কথা। আর মুশরিকদের-তাদের অংশীবাদিতার সমর্থনে কৈফিয়ত হচ্ছে :

﴿مَا تَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ (الزمر : ২)

“আমরা তো তাদের পূজা এজন্য এবং এই আশা নিয়েই করি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর নৈকটে নিয়ে যাবে।” (সূরা যুমার ৩) অর্থাৎ তাদের সাহায্য সহায়তায় এবং সুপারিশে আমরা নৈকট্য লাভে সক্ষম হবো।

এখন আমরা ঐ মুশরিকদেরকে জিজ্ঞেস করতে চাই, তোমরা যে ঐ কবরের বাসিন্দাকে ডেকে থাক, আচ্ছা বল দেখি, তোমাদের ধারণায় কবরের ঐ বাসিন্দা কি আল্লাহর চাইতে বেশি জ্ঞান রাখে? অথবা তোমাদের চাহিদা মিটাতে সে কি আল্লাহর অপেক্ষা বেশী ক্ষমতা রাখে? কিংবা সে কি আল্লাহর চাইতে তোমাদের প্রতি বেশী মেহেরবান? যদি এটাই তোমাদের আকীদা হয়ে থাকে, তবে তা নিরেট মূর্খতা, স্পষ্ট গুমরাহী এবং পরিষ্কার কুফর। আর যদি তোমাদের এই দৃঢ় প্রত্যয় থাকে যে, আল্লাহই হচ্ছেন তোমাদের সম্বন্ধে অন্য সবার চাইতে বেশী গুয়াকফহাল, তোমাদের অভাব অভিযোগ, চাহিদা প্রয়োজন, কামনা বাসনা পূরণ করার অধিকতর ক্ষমতা রাখেন এবং তোমাদের প্রতি সর্বাপেক্ষা মেহেরবান, তাহলে তাঁকে ছেড়ে অন্যকে ডাকার এবং অন্যের নিকট প্রার্থনা

বিদ্যারাতুল কুবুর বা কবর বিদ্যারতের সঠিক পদ্ধতি

জ্ঞাপন করার কি কারণ থাকতে পারে? এখনও কি রসূলুল্লাহ ﷺ এর সেই হাদীসটি তোমাদের কানে যায়নি যা ইমাম বুখারী এবং অন্যান্য হাদীস সংকলকগণ তাদের স্ব স্ব হাদীস গ্রন্থে সহাবী জাবির (রাযি.) হতে রিওয়ায়াত করেছেন? তাতে বলা হয়েছে :

রসূলুল্লাহ ﷺ লোকদেরকে যে রূপ কুরআন মাজীদেবী সূরা শিক্ষা দিতেন, তেমনিভাবে তিনি তাদেরকে ইস্তিখারার দু'আ শিক্ষা দিতেন। এই দু'আ শিক্ষাদানকালে তিনি বলতেন, তোমাদের মধ্যে যখন কেউ কোন সংকটে নিপতিত হয় এবং দৃষ্টিভ্রান্ত ও উদ্বেগে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে, তখন সে যেন (ইশার) ফরয নামায (এবং সুন্নাত, বিতর) ছাড়াও আরও দু' রাক'আত (অতিরিক্ত নামায) আদায় করে এই দু'আ পাঠ করে :

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أُمْرِي فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ، فَاقْدِرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أُمْرِي فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ . فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدِرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ .»

“হে আল্লাহ! আমি তোমার (গায়িবী) ইল্ম থেকে কল্যাণ কামনা করি, তোমার কুদরত হতে শক্তি যাচরা করি এবং তোমার মহান অনুগ্রহ লাভের আমি অভিলাষী-কেননা তুমিই কুদরতের অধিকারী, শক্তিবান, আমার কোন ক্ষমতা নেই-শক্তিহীন আমি, আর একমাত্র তুমিই জ্ঞান (কিসে কল্যাণ, কিসে অকল্যাণ)। আমি কিছুই জানি না, তুমি অদৃশ্য বিষয়ে অত্যধিক জ্ঞানবান, যদি তোমার জ্ঞানে এই কাজ (কাজটির কথা মনে মনে ধ্যান করতে হবে) আমার জন্য কল্যাণকর, আমার দীন-ধর্মের জন্য শুভ, আমার জীবিকার জন্য মঙ্গলকর এবং আমাব সমুদয় কাজের পরিণামে কল্যাণবহ হয়, তাহলে তুমি তা আমার জন্য নির্ধারিত করে দাও, তা আমার জন্য সহজ সাধ্য করে দাও তারপর তাতে

বিদ্যারাতুল কুবুর বা কবর বিদ্যারত্নের সঠিক পদ্ধতি

তুমি বরকত প্রদান কর। আর তোমার জ্ঞানে এই কাজ যদি আমার দীন-ধর্ম, আমার জীবিকায় এবং আমার কাজের পরিণতিতে অন্ত ও ক্ষতিকর হয়, তাহলে এই কাজকে আমার নিকট থেকে দূরে সরিয়ে নাও, আর আমাকেও ঐ কাজ থেকে দূরে অপসৃত করে দাও। অতঃপর আমার জন্য যা শুভ ও কল্যাণবহ তাই নির্ধারিত করে দাও এবং তাতেই আমার হৃদয়ে সন্তোষ প্রদান কর।”

এই দু’আ পাঠ করে নিজের আকাঙ্ক্ষিত প্রার্থনা জানাবে। এই দু’আয় আল্লাহর নিকট মঙ্গল ও কল্যাণ প্রার্থনা করতে বলা হয়েছে, কারণ তিনিই সর্বজ্ঞাতা (সর্বকাজের ভাল মন্দ একমাত্র তিনিই জানেন)। তিনি শ্রেষ্ঠতম শক্তিধর। যা কিছু চাওয়ার তাঁরই নিকট চাইতে বলা হয়েছে-অন্য কারোর নিকটেই নয়, কারণ তিনিই যে শ্রেষ্ঠ সম্পদের অধিকারী, তিনিই যে মহা অনুগ্রহপরায়ণ।

কবরের অধিবাসী (নাবী ওলী) এর নিকট প্রার্থনা জ্ঞাপনের দুই প্রকরণ :

কবরের অধিবাসীর (তিনি নাবী হোক অথবা ওলী) নিকট প্রার্থনা জ্ঞাপন দুই প্রকার হতে পারে।

প্রথম প্রকরণ :

যদি তুমি কবরের অধিবাসীর নিকট এজন্য কিছু প্রার্থনা বা যাত্রা করে থাক যে, তোমার ধারণায় তিনি তোমার চাইতে আল্লাহর অধিকতর নৈকট্যের অধিকারী এবং আল্লাহর নিকট তার পদ-মর্যাদা তোমার অপেক্ষা অনেক উচ্চ, তাহলে হয়তো কথটা একদিক দিয়ে সত্য, কিন্তু সেটা এমন এক সত্য যার থেকে তুমি একটা ভুল অর্থ বুঝে নিয়েছো-একটা ভ্রান্ত ধারণা মনে মনে পোষণ করে চলেছে। কেননা যদি তিনি তোমার চাইতে আল্লাহর কাছে অধিকতর নৈকট্যের অধিকারী হয়ে থাকেন এবং উচ্চতর মর্যাদার হকদার হন, তাহলে তার অর্থ এই দাঁড়াবে যে, আল্লাহ তাকে তোমার চাইতে বেশী নিয়ামত দ্বারা অনুগ্রহীত করবেন এবং তোমার চাইতে উচ্চতর মর্যাদা তাকে প্রদান করবেন। তার অর্থ এটা নয় যে, যখন তুমি মৃত বুয়ুর্গকে ডাকবে তখন সেই ডাকের

কারণে আল্লাহ তোমার সরাসরি ডাকের চাইতে বেশী করে এবং সুন্দরতররূপে তোমার প্রয়োজন মিটিয়ে দেবেন। (অর্থাৎ তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর হওয়ার যোগ্য হলে তোমার সরাসরি ডাকেই তা মঞ্জুর হবে আর মঞ্জুর হওয়ার যোগ্য না হলে মৃত কোন বুয়ুর্গের মাধ্যমে তা পেশ করলেও মঞ্জুর হবে না)।

কেননা যে পাপাচারের কারণে তুমি হবে আযাব লাভের হকদার অথবা যখন তোমার প্রার্থনার বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত হয় শুনাহের উপর এবং সে কারণে তা প্রত্যাখ্যানের যোগ্য বিবেচিত হবে তখন সে অবস্থায় নাবীগণ এবং সালিহীন কিছুতেই তোমার সহায়তায় এগিয়ে আসবেন না- আসতে পারেন না। কারণ আল্লাহর নিকট যে বস্তু বা বিষয় অপ্রীতিকর এবং হারাম তেমন বিষয়ে তোমাকে সাহায্য করার জন্য রাখা কর্তব্য যে, তোমার সরাসরি প্রার্থনাই কবুল হওয়ার যোগ্য, কেননা আল্লাহর পবিত্র সন্তাই সব চাইতে বেশী দয়ালু এবং সর্বাধিক করুণাময়।

দ্বিতীয় প্রকরণ :

যদি তুমি এই ধারণা পোষণ করে থাক যে, আমি এক শুনাহগার বান্দা, আমার সরাসরি দু'আ অপেক্ষা কবরের বুয়ুর্গ অধিবাসী যখন আমার জন্য দু'আ করবেন সেই দু'আ আল্লাহ অতি দ্রুত এবং উত্তমরূপে কবুল করবেন-কবরে শায়িত নাবী অথবা ওলীর নিকট প্রার্থনা জ্ঞাপনের এ হচ্ছে দ্বিতীয় প্রকরণ। এই ব্যাপারে তোমার বক্তব্য অবশ্য এই যে, তুমি তার নিকট কিছু প্রার্থনা জানাও না আর তার প্রতি আহবানও জানাও না বরং তার নিকট তুমি এই আবেদন জানাও যে, তিনি যেন তোমার জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করেন, যেমন জীবিত মানুষের নিকট বলা হয়ে থাকে- “আমার জন্য দু'আ করুন” সহাবাগণ যেমন রসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট তাদের জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করার দরখাস্ত পেশ করতেন। জেনে রাখা প্রয়োজন, জীবিত লোকদের নিকট এ ধরনের আবেদন জ্ঞাপন তো সিদ্ধ এবং শরীয়ত-সম্মত, যা উপরে পূর্বেই বলা হয়েছে। কিন্তু নাবী রসূল, পীর ওলী প্রমুখ সালিহীন-যারা এ দুনিয়া থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করেছেন, তাদের নিকট এরূপ প্রার্থনা জ্ঞাপন করা যে, আমার জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করুন অথবা আমার জন্য প্রভু পরোয়ারদিগারের নিকট কিছু প্রার্থনা জানান-মোটাই

যিয়ারাতুল কুবুর বা কবর যিয়ারতের সঠিক পদ্ধতি

সিদ্ধ নয়। সহাবা এবং তাবিয়ীন থেকেও এরূপ করার কোন প্রমাণ সাব্যস্ত নয়। আয়িম্বাদের মধ্যে কোন ইমামই এরূপ করাকে জায়য বলেননি, আর তার সিদ্ধতার স্বপক্ষেও কোন একটা হাদীসও দেখতে পাওয়া যায় না।

বরং এর বিপরীত বুখারীতে এই হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, ‘উমার ফারুক (রাযি.)-এর খিলাফতকালে যখন অনাবৃষ্টির জন্য লোকের দুঃখ কষ্টের অভিযোগ উত্থাপিত হলো, তখন ‘উমার (রাযি.) আব্বাস (রাযি.)-এর মাধ্যমে বৃষ্টির জন্য আল্লাহর নিকট দু‘আ জানালেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বললেন :

اللهم انا كنا اذا اجد بنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا وانا نتوسل اليك

بعم نبينا فاسقنا-

“হে আল্লাহ! নাবী ﷺ এর জীবতকালে কখনও অনাবৃষ্টি দেখা দিলে, আমাদের নাবী ﷺ কে তোমার নিকট ওয়াসীলা স্বরূপ পেশ করতাম, ফলে বৃষ্টিধারা বর্ষিত হত : এখন (তিনি ইন্তিকাল করায়) তাঁর চাচাকে ওয়াসীলা করে অর্থাৎ মধ্যস্থ বানিয়ে তোমার নিকট বৃষ্টির প্রার্থনা জানাচ্ছি, হে প্রভু! তুমি আমাদের প্রতি বৃষ্টি বর্ষণ কর।”

‘উমার (রাযি.) (কিংবা সহাবীদের মধ্যে অন্য কেউই) রসূলুল্লাহ ﷺ এর কবরের কাছে গিয়ে এ কথা বলেননি- ‘হে আল্লাহর রসূল! আমাদের জন্য আল্লাহর নিকট দু‘আ করুন’ অথবা এ কথাও বলেননি- ‘হে নাবী ﷺ! বারি বর্ষণের আবেদন জ্ঞাপন করুন’ অথবা তিনি এ কথাও বলেননি, অনাবৃষ্টির ফলে যে দুর্ভিক্ষ এবং বিপদ আমাদের মধ্যে দেখা দিয়েছে আমরা তার অভিযোগ আপনার নিকট নিয়ে এসেছি কিংবা এ ধরনের অন্য কোন কথা কোন একজন সহাবাও কস্বিনকালে বলেননি এবং এসবই হচ্ছে বিদ‘আ‘ত নব আবিষ্কৃত প্রথা যার সমর্থনে কুরআন এবং সুন্নাহ্য় কোনই দলীল নেই।

সহাবায়ে কেরামের (রাযি.) দস্তুর শুধু এই টুকুই ছিল যে, যখন তারা রসূলুল্লাহ ﷺ এর রওয়া মোবারাক যিয়ারত করতে যেতেন তখন তাঁরা তার প্রতি সালাম জানাতেন। যখন দু‘আ করার ইচ্ছা করতেন তখন রসূলুল্লাহ ﷺ এর মাযারের দিকে মুখ করতেন না, বরং সে দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কিবলামুখী হয়ে আল্লাহ ওয়াহদাহ্ লা শারীকালাহুর নিকট প্রার্থনা জানাতেন ঠিক

বিয়ারাতুল কুবর বা কবর বিয়ারতের সঠিক পদ্ধতি

যেমন অন্যত্র অবস্থান কালে কিবলামুখী হয়ে দু'আ করতে তারা অভ্যস্ত ছিলেন। এর প্রমাণের জন্য পেশ করা যেতে পারে রসূলুল্লাহ ﷺ এর নিম্নোক্ত কয়েকটি হাদীস :

১। মুওয়াত্তা এবং অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়েছে :

রসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর নিকট দু'আ করেছেন :

اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور
انبياءهم مساجد-

“প্রভু হে! আমার কবরকে সাজদাহর স্থানে পরিণত হতে দিওনা, সেই কওমের উপর আল্লাহর ভয়াবহ গযব নাযিল হয়েছে যারা নিজেদের নাবীদের কবরগুলোকে সাজদাহর স্থানে পরিণত করছে।”

لا تتخذوا قبري عيداً وصلوا على حيثما كنتم فان صلواتكم تبلغني-

“(হে আমার উম্মাতের লোক সকল!) তোমরা আমার কবরস্থানকে উৎসবের স্থানে পরিণত করো না, তোমরা (তৎপরিবর্তে) যেখানেই অবস্থান কর না কেন, আমার প্রতি দরুদ প্রেরণ করো, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌছানো হবে।”

বুখারীতে এসেছে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياءهم مساجد يحذر ما فعلوا-

“ইয়াহুদী এবং নাসারাদের প্রতি আল্লাহর লা'নাত বর্ষিত হোক! তারা তাদের নাবীদের কবরগুলোকে সাজদাহর স্থান বানিয়ে নিয়েছে। রসূলুল্লাহ ﷺ সহাবাদেরকে তাদের ঐ অপকর্মের পরিণতির কথা বলে হুশিয়ার করে দিয়েছেন।”

‘আযিশাহ (রাযি.) বলেন, এরূপ হুশিয়ার বাণী উচ্চারিত না হলে রসূলুল্লাহ ﷺ এর কবর উন্মুক্ত রাখা হতো, তাঁর কবরকে সাজদাহর স্থানে পরিণত করাকে তিনি পছন্দ করেননি।

সহীহ মুসলিমে রিওয়াযাত এসেছে যে, রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মহাপ্রয়াণের ৫ দিন পূর্বে বলেছেন :

যিয়ারাতুল কবুর বা কবর যিয়ারতের সঠিক পদ্ধতি

ان من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، الا فلا تتخذوها
مساجد، فاني اذهاكم عن ذلك.

“তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতেরা কবরসমূহকে মাসজিদ হিসেবে স্থান বানিয়ে নিত,
খবরদার! তোমরা কখনো এরূপ করো না। আমি তোমাদেরকে এরূপ করতে
নিষেধ করে যাচ্ছি।”

সুনানে আবু দাউদে আছে— রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسوج.

আল্লাহ লা'নাত করেছেন—

১। কবর যিয়ারতকারী নারীদের উপর,

২। তাতে মাসজিদ নির্মাণকারীদের উপর এবং

৩। তাতে বাতি প্রজ্জ্বলনকারীর (আলোক সজ্জাকারীদের) উপর।

এসব কারণেই আমাদের আলিম ওলামা কবরের উপর মাসজিদ নির্মাণ
জাযিয় রাখেন নাই। তাদের নিকট কবর মাযারের উদ্দেশে নযর নিয়ায মানৎ
করা, তার খাদিমকে নগদ অর্থ, তৈল, বাতি, মোম, পশু (গরু-বকরী,
হাঁস-মুরগী) প্রভৃতি মানৎ অথবা নযর নিয়াযরূপে প্রদান করা কোন ক্রমেই
জাযিয় নয়। এই ধরনের সর্ববিধ মানৎ ও নযর নিয়ায গুনাহের মধ্যে শামিল।

কেউ নাজাযিয় কাজে নযর মানলে তা পুরা না করণ

সহীহ বুখারীতে রসূলুল্লাহ ﷺ এর এই এরশাদ রয়েছে :

من نذر ان يطيع الله فليطعه، ومن نذر ان يعصى الله فلا يعصه.

“আল্লাহর আনুগত্য বরণে তথা তাঁর হুকুম মানার উদ্দেশে যে ব্যক্তি কোন
নযর-মানৎ করে, তা অবশ্যই পুরা করবে, কিন্তু আল্লাহর অবাধ্যাচরণে তথা তার
নিষিদ্ধ কাজে নযর মানলে তা পুরা করা চলবে না।”

নিষিদ্ধ কাজে নযর মানৎ করলে তা কুফরের পর্যায়ে পড়বে কিনা সে
সম্পর্কে আলিমগণের মধ্যে মতভেদ দেখা দিলেও আয়েম্মায়ে সলফের (পূর্ববর্তী

যিয়ারাহুল কুবর বা কবর যিয়ারতের সঠিক পদ্ধতি

যুগের ইমামদের) মধ্যে কোন একজনও কবরের পার্শ্বে অথবা তার চতুরে কিংবা তার দরগাহে নামায পড়ার অধিক কযীলত কিংবা তার মুস্তাহাব হওয়ার কায়েল (প্রবক্তা) নন। তাদের মধ্যে কেউ এ কথা বলেননি যে, অন্য সব স্থান অপেক্ষা মাযারের পার্শ্বে নামায পড়া অথবা দু'আ করা উত্তম, বরং আয়িম্মায়ে সলফের সর্বসম্মত অভিমত এই যে, কবরের পার্শ্বে-সে কবর নাবী রসূল ও ওলী আউলিয়ারই হোক না কেন, নামায পড়া অপেক্ষা মাসজিদে এবং গৃহে নামায পড়া অধিক উত্তম।

আল্লাহ এবং তাঁর রসূল ﷺ মাসজিদ সম্পর্কে অনেক স্থলে অনেক কথা বলেছেন কিন্তু মাযার তথা সাধারণে প্রচলিত দরগাহ প্রভৃতি সম্পর্ক তাঁরা কিছুই বলেননি। এতদসম্পর্কীয় কয়েকটি আয়াত নিম্নে (অনুবাদসহ) উদ্ধৃত হচ্ছে। আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا﴾ (البقرة :

(১১৬)

“সেই ব্যক্তি অপেক্ষা বড় যালিম আর কে আছে যে ব্যক্তি মাসজিদসমূহে আল্লাহর নাম যিক্র করার ব্যাপারে অন্তরায় সৃষ্টি করে এবং তার বিরাণ হওয়ার জন্য চেষ্টা চালায়।” (সূরা আল-বাকারাহ ১১৪)

আল্লাহ বলেন,

﴿وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ (البقرة : ১১৭)

“তোমরা মাসজিদগুলিতে যে অবস্থায় ইতিফাক থাকবে (সে অবস্থায় জ্ঞীদের সঙ্গে সহবাস করবে না)।” (সূরা আল-বাকারাহ ১৮৭)

﴿قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ (الأعراف : ২৭)

“হে রসূল ﷺ! আপনি বলে দিন, আমার প্রভু পরোয়াদিগার যে হুকুমই জারী করেছেন, তার সমস্তই ন্যায়সঙ্গত আর তিনি হুকুম করেছেন যে, তোমরা প্রত্যেক মাসজিদে (নামাযের প্রাক্কালে) তোমাদের মুখমণ্ডল সোজা করে নাও।”

(সূরা আরাফ ২৯)

বিদ্বানরাহুল কবুর বা কবর বিদ্বানদের সঠিক পদ্ধতি

তিনি আরও বলেছেন,

﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ (التوبة : ১৮)

“আল্লাহ তা‘আলার মাসজিদগুলোকে আবাদ করে থাকে তারাই যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর উপর এবং আখিরাত সম্পর্কে প্রত্যয় রাখে।”

(সূরা আত্-তাওবাহ ১৮)

﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ (الحج : ১৮)

“আর মাসজিদগুলো হচ্ছে একমাত্র আল্লাহরই (যিকরের) জন্য, সুতরাং আল্লাহর সঙ্গে তোমরা অন্য কাউকে ডেকো না।” (সূরা হুজিন ১৮)

এগুলোর কোনটিতেই, অথবা অন্য কোথাও আল্লাহ মাসজিদের সঙ্গে মাযার দরগার কোনই উল্লেখ করেননি।

আর রসূল ﷺ বলেছেন,

(১) صَلَوةُ الرَّجُلِ فِي الْمَسْجِدِ تَفْضُلٌ عَلَى صَلَوتِهِ فِي بَيْتِهِ وَسُوقِهِ

بِخَمْسٍ وَعَشْرِينَ دَرَجَةً-

(১) “কোন ব্যক্তির স্বীয় গৃহে অথবা বাজারে নামায পড়ার চাইতে মাসজিদে নামায পড়ার সওয়াব ২৫ গুণ বেশী।”

(২) مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ-

(২) “যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে মাসজিদ তৈরী করে, তার জন্য আল্লাহ বেহেশতে (আলিশান) গৃহ নির্মাণ করে রাখেন।”

অপর পক্ষে মাযার দরগাহ সম্পর্কে তাঁর নির্দেশ হচ্ছে :

তাকে মাসজিদ বানিয়ে নিওনা-সাজদার স্থানে পরিণত করো না। যে ব্যক্তি কবরকে সাজদাহর স্থান অথবা মাসজিদ বানিয়ে নেয়, তার উপর তিনি লা‘নাত করেছেন।

বহু সহাবা এবং তাবিয়ীন এই প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত আয়াত উল্লেখ করেছেন :

﴿لَا تَذَرْنِ الْهَيْكَلَكُمْ وَلَا تَذَرْنِ وُدًّا وَلَا سُوءًا وَلَا يَعْثُ وَلَا يَعْثُ وَيَعُوقُ وَتَسْتَرُ﴾ (نوح ২৩)

শিয়ারাতুল কবুর বা কবর শিয়ারভের সঠিক পদ্ধতি

“নূহ (‘আ.)-এর কণ্ডমের লোকেরা (তাদের স্বজাতিকে আরও বলেছে, সাবধান!) তোমরা নিজেদের কোনও উপাস্য ঈশ্বরকে কোন মতেই বর্জন করবে না, বিশেষতঃ “ওয়াদ, সোওয়াদা এবং য়াগুস, য়াউক ও নাসার-এই পঞ্চ দেবতাকে।” (সূরা নূহ ২৩)

নূহ (‘আ.)-এর কণ্ডমের শির্ক এবং তার উৎসমূল

ইমাম বুখারী (রহ.) স্বীয় সহীহ বুখারীতে, তাবারানী প্রমুখ স্ব স্ব তাফসীরে এবং ওয়াসীমা ‘ক সােস আমবীয়া’ গ্রন্থে এ সম্পর্কে বলেছেন যে, উপরে যে সব নাম উল্লেখ করা হল সেগুলো নূহ (‘আ.)-এর কণ্ডমের কতিপয় সৎকর্মশীল ধর্মপরায়ণ বুয়ুর্গ ব্যক্তির নাম। তাদের ইত্তিকালের পর জনসাধারণ তাদের কবরে বসতে শুরু করল, তাদের সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ এবং আশা করে চলল, তারপর তাদের চিত্র আঁকল এবং অবশেষে তাদের মূর্তি বানিয়ে তাদের পূজা শুরু করে দিল! কবুতঃ কবরের নিকট অবস্থান করা (তার খিদমতে নিয়োজিত থাকা), তাতে হাত রেখে সেই হাত চুষন করা, কবরকে সরাসরি চুষন করা এবং তার কাছে গিয়ে দু‘আ করা অথবা এই ধরনের অন্য কিছু করা সমস্তই হচ্ছে শির্ক এবং বুৎপরস্তী তথা মূর্তি পূজার মূল শিকড়। (সেই শিকড় থেকেই শির্করূপ মহীকুহের প্রবৃদ্ধি ও প্রসার ঘটে থাকে।)

এ জন্যই আমরা দেখতে পাই যাতে করে তাঁর উম্মত শির্কের মহাপাতকে জড়িয়ে না পড়ে, সে জন্য রসূলুল্লাহ ﷺ এই দু‘আ পাঠ করতেন :

اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد.

“হে আল্লাহ! আমার কবরকে প্রতীকে রূপান্তরিত করো না যার পূজা করা হয়।” সমস্ত আলিম-উলামা এই ঐকমত্য প্রকাশ করেছেন যে, রসূলুল্লাহ ﷺ এর রওয়া মোবারকে অথবা নবী-রসূল, সালিহীন সহাবা অথবা আহলে বায়তের কবরগুলোর কোনটিকেই স্পর্শ করা এবং চুমা দেয়া জায়িয় নয়। এমনকি সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র হাজরে আসওয়াদ অর্থাৎ কা‘বা শরীফের এক কোণে সুরক্ষিত কৃষ্ণ প্রস্তর ছাড়া অন্য কোন জড় পদার্থকেই চুষন করা জায়িয় নয়।

বিয়ারাতুল কুবর বা কবর বিয়ারতের সঠিক পদ্ধতি

বুখারী ও মুসলিমের বর্ণিত হাদীসে হাজ্জের আসওয়াদ সম্পর্কে ‘উমার (রাযি.)-এর বচন বর্ণিত হয়েছে :

انى لا علم انكى حجر لا تضر ولا تنفع ولو لا انى رايت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقبلكى ما قبلتكى.

“হে কৃষ্ণ প্রস্তর! প্রভুর কসম! আমি জানি, তুমি নিছক একটা প্রস্তর তিন অন্য কিছু নও, কোন অকল্যাণ অথবা কল্যাণ সাধনের কোন ক্ষমতাই তোমার নাই। রসূলুল্লাহ ﷺ কে তোমার চুষন দিতে যদি আমি না দেখতাম, তবে আমি কিছুতেই তোমায় চুষন করতাম না।”

এজন্য সমস্ত আয়িশ্বায়ে-দীন এ বিষয়ে ঐকমত্য প্রকাশ করেছেন যে, বাইতুল্লাহর হাতিমের দিকে অবস্থিত দুই রুকনে, কা’বা শরীফের চারি দেওয়ালে, মাকামে ইব্রাহীমের এবং বাইতুল মাকদিসের গম্বুজে আর নাবী রসূল ও বুযুর্গদের কবরে চুষন দেয়া কিংবা তাতে হাত বুলিয়ে সেই হাত চুষন খাওয়া (কা’বার পবিত্র গিলাফে চুষন খাওয়ার তো প্রশ্নই উঠে না) সমস্তই সুন্নাতের বরখেলাফ। এমনকি রসূলুল্লাহ ﷺ যখন জীবিত ছিলেন, তখন তাঁর কথীলাতের বিবেচনায় তাঁর মিস্বারকে হস্ত দ্বারা (বারকাত লাভের উদ্দেশ্যে) স্পর্শ করা জাযিয় কিনা সে সম্পর্কে ওলামায়ে দীন মতভেদ করেছেন। এরূপ অবস্থায় কবর সন্মুখে তো প্রশ্নই উঠে না, উঠতে পারে না।

ইমাম মালিক (রহ.) এবং তার সম মতাবলম্বীগণ এটাকে মাকরুহ বলেন, কেননা এ কাজ বিদ’আত। বলা হয়েছে, ইমাম মালিক যখন আতা (রহ.)-কে এরূপ করতে দেখলেন তখন থেকে তার নিকট হতে আর কোন হাদীস রিওয়ায়াত করতেন না। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল এবং তার সমর্থকবৃন্দ তা জাযিয় বলেছেন। কেননা ‘আব্দুল্লাহ ইবনে ‘উমার (রাযি.) এরূপ করেছেন।

কিন্তু রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কবর স্পর্শ করা এবং চুষন করাকে সকলেই ঐকমত্যে মাকরুহ বলেছেন এবং এরূপ করতে নিষেধ করেছেন। কেননা তারা জানতেন যে, রসূলুল্লাহ ﷺ শিকের মূলোচ্ছেদ, তাওহীদের প্রতিষ্ঠা এবং দীনকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করার ব্যাপারে কিরূপ প্রাণান্ত চেষ্টা করে গেছেন।

কোন বুয়ুর্গ লোকের জীবিতকাল এবং মৃত্যুর পর তার অবস্থার মধ্যে পার্থক্য

রসূলুল্লাহ ﷺ কিংবা অন্য কোন সালেহ বান্দা অথবা কোন বুয়ুর্গ ব্যক্তিকে তাদের জীবিতাবস্থায় কোন ব্যক্তির জন্য দু'আ করতে বলা এবং তাদের মৃত্যুর পর অথবা অনুপস্থিতিকালে তাদেরকে ডেকে দু'আ করতে বলার মধ্যে যে পার্থক্য তা অতিশয় সুস্পষ্ট। কেননা তাদের জীবিতকালে তাদের সামনে কেউ তাদের পূজা করতে পারে না, কেউ কোন শিকী কাজ করতে সক্ষম হয় না। কারণ নাবী রসূলগণ এবং আল্লাহর সালেহ (বুয়ুর্গ) বান্দাগণ তাদের সম্মুখে কাউকে কখনো কোন শিকী কাজ করার অনুমতি দেন না। কেউ ভুলক্রমে করতে ধরলে তারা বাধা প্রদান করেন এবং করে ফেললে রীতিমত শাস্তি প্রদান করে। এখানে কুরআন মাজীদ থেকে কয়েকটি ঘটনা আমাদের দাবীর সমর্থনে পেশ করা হচ্ছেঃ

আল্লাহ কিয়ামাত দিবসে যখন ঈসা ('আ.)-কে তার উম্মাতের (খৃষ্টানদের) পদস্খলন সম্পর্কে সরাসরি জিজ্ঞেস করবেন, “তুমিই কি লোকদেরকে বলেছিলে যে, তোমরা আল্লাহকে ছাড়াও আমাকে এবং আমার মাতাকে অপর দুই উপাস্য প্রভু রূপে গ্রহণ কর?” তখন তার জওয়াবে অন্যান্য কথা বলার পর ঈসা বললেন,

﴿مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أُمِّرْتُ بِهِ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا
مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَكْثَرَ الرَّقِيبِ عَلَيْهِمْ وَأُتِيَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾

(المائدة : ১১৭)

(প্রভু হে!) তুমি আমাকে যা বলতে আদেশ করেছিলে তা ছাড়া অন্য কিছুই আমি তাদেরকে বলি নাই। (আমি বলেছি যে,) আমার প্রভু-পরোয়ারদিগার এবং তোমাদের সকলের প্রভু-পরোয়ারদিগার যে আল্লাহ, তোমরা সকলে ইবাদাত করবে একমাত্র তাঁরই, আর আমি যতদিন তাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিলাম ততদিনই কেবল আমি তাদের পরিদর্শক ছিলাম কিন্তু যখন আমাকে তুমি উঠিয়ে আনলে তখন থেকে একমাত্র তুমিই তো ছিলে তাদের নেগাহবান-পর্যবেক্ষক, বহুতঃ তুমিই তো সকল বিষয়ে সম্যক্ ওয়াক্ফহাল। (সূরা আল-মায়িদাহ ১১৭)

যিয়ারাতুল কুবুর বা কবর যিয়ারতের সঠিক পদ্ধতি

যখন রসূলুল্লাহ ﷺ কে লক্ষ্য করে এক ব্যক্তি বললো,

ما شاء الله وشئت-

“যা আল্লাহর মরযী এবং আপনার মরযী।” তখন সঙ্গে সঙ্গে রসূল ﷺ তাকে বললেন,

اجعلتنى لله ندا ما شاء الله وحده-

“কী! তুমি আমাকে আল্লাহর শরীক বানিয়ে দিলে? বরং বল-যা কিছু আল্লাহ এককভাবে চান।”

ما شاء الله وشاء محمد - এরূপ কখনো বলবে না-

যা আল্লাহ চান এবং মুহাম্মাদ ﷺ চান! তবে এতটুকু বলতে পার মা شاء الله ثم شاء محمد- যা আল্লাহর মরযী এবং তারপর (আল্লাহর ইচ্ছা অনুসারে) যা মুহাম্মাদ ﷺ এর মরযী।” যখন একজন কৃতদাসী বলেছিল,

“আমাদের মধ্যে অবস্থান করছেন আল্লাহর রসূল যিনি কাল কী ঘটবে তা জানেন” তখন রসূল ﷺ তাকে বললেন, এ রকম কথা বলো না, বরং قولى- তুমি আগে যা বলছিলে তাই শুধু বল। শেষের কথাটি অর্থাৎ রসূল ﷺ আগামীকাল কী ঘটবে তা জানেন এই কথা খবরদার বলো না!

রসূলুল্লাহ ﷺ আরও বলেছে,

لا تطرونى كما تطرت النصارى ابن مريم، انا عبد- فقولوا عبد الله ورسوله-

খৃষ্টানরা যেক্ষপ মারিয়ামের পুত্র ঈসা (‘আঃ)-কে বাড়িয়ে (তাকে আল্লাহর পুত্রের আসনে সমাসীন করে) উর্ধ্বে তুলেছে তোমরা সাবধান! আমাকে ঐরূপ বাড়িয়ে না। মনে রেখো! আমি বান্দাহ! কাজেই তোমরা বলবে আব্দুহু ওয়া রসূলুহু আমি (প্রথমে) আল্লাহর দাস ও (তারপর) আল্লাহর রসূল।

একদিন যখন সহাবীগণ নামায পড়ার জন্য রসূলুল্লাহ ﷺ এর পিছনে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়েছেন (আর তিনি বসা অবস্থায় ছিলেন) তখন তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন,

বিয়ারাতুল কুবর বা কবর বিয়ারতের সঠিক পদ্ধতি

لا تعظموني كما تعظم الا عاجم بعضهم بعضا-

আমার প্রতি তোমরা ঐরূপ সম্মান প্রদর্শন করো না, যে রূপ আযমীগণ (অনারবরা) পরস্পর পরস্পরের প্রতি (দণ্ডায়মান হয়ে) সম্মান প্রদর্শন করে থাকে।

আনাস (রাযি.) বলেন, সহাবীদের নিকট রসূলুল্লাহ ﷺ অপেক্ষা প্রিয়তর (এবং অধিকতর শ্রদ্ধার পাত্র) আর কেউ ছিল না, সে সত্ত্বেও যখন তিনি তাদের মাঝে তাশরীফ আনতেন তখন তাঁর সম্মানার্থে তারা দণ্ডায়মান হতেন না। কারণ তারা জানতেন যে, তিনি ঐরূপ দাঁড়ানো মোটেই পছন্দ করেন না (বরং তিনি ঐ অবস্থায় দাঁড়াতে নিষেধ করেছেন)।

মা'আয (রাযি.) আযমীদের মধ্যে প্রচলিত প্রথা দেখে এসে রসূলুল্লাহ ﷺ কে সাজদাহ করতে চাইলেন, তখন রসূলুল্লাহ ﷺ তা করতে নিষেধ করে দিলেন এবং বললেন,

انه لا يصلح المسجود الا لله، لو كنت امرا احدا ان يسجد لا حد
لامرت المرأة ان تسجد لزوجها من عظم حقه عليها-

“সাজদাহ একমাত্র আল্লাহর প্রাপ্য, তিনি ছাড়া আর কারো জন্যই সাজদাহ সিদ্ধ নয়। আমি যদি কোন মানুষকে অপর কোন মানুষের জন্য সাজদাহর হুকুম দিতাম, তাহলে আমি স্ত্রীকে হুকুম দিতাম তার স্বামীকে সাজদাহ করতে-স্ত্রীর প্রতি স্বামীর প্রাপ্য বড় রকম হকের জন্য।”

আলী কাররামাভ্লাহ ওয়াজ্জহাহ যখন খলীফা, তখন যিন্দীকদের সেই দলটিকে তার সামনে উপস্থাপন করা হলো যারা আলীকে বলত, প্রভু। আলী (রাযি.) তাদেরকে জুলন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ করে পুড়িয়ে মারার হুকুম দিলেন।

এই হচ্ছে নাবী রসূল এবং অলী আউলিয়াদের অবস্থা। যারা তাদেরকে বাড়িয়ে তাদেরকে বহু উর্ধ্বে সমাসীন করে, তাদের প্রতি না-হক সম্মান দেখাতে গিয়ে সীমালঙ্ঘন করে, তারা পৃথিবীতে অনাচার এবং ফাসাদ সৃষ্টি করে ধ্বংস ডেকে আনতে চায়, যেমন ফিরআউন এবং তার দলের লোকেরা করেছিল যার পরিণামে তাদের নিস্তনাবুদ হতে হয়েছিল। মাশায়েখদের মধ্যে যারা ঐরূপ কাজের প্রশ্রয় দিয়ে থাকে তারাও ফিরআউনেরই গোত্রভুক্ত। নাবী রসূল এবং ওলী আউলিয়াদের জীবিতকালে এই অনাচার সম্ভব হয় না, তাদের মৃত্যুর পর

অথবা অনুপস্থিতিকালে এই অনাচার এবং বাড়াবাড়ি (শয়তানের প্ররোচনায়) প্রশ্রয় প্রাপ্ত হয়।

মৃত ব্যক্তিকে মধ্যস্থ মেনে দু'আ প্রার্থনা

ঈসা ('আ.)-এর গায়িব হওয়ার এবং উষায়র ('আ.)-এর ইন্তিকালের পর তাদেরকে (আল্লাহর পুত্র বলে মেনে নিয়ে) শির্ক করা হয়েছে।

চিন্তা করলে এখানেই উপলব্ধি করা যাবে নাবী ﷺ অথবা কোন সালেহ ওলী-আল্লাহর জীবিতাবস্থায় তাদের নিকট সওয়াল করার এবং তাদের মৃত্যুর পর অথবা অনুপস্থিতি কালে তাদের স্মরণ করে কিছু সওয়াল করার তথা তাদের নিকট নিজেদের কোন দরখাস্ত পেশ করার মধ্যে কী পার্থক্য রয়েছে। আর তাই আমরা দেখতে পাই যে, সহাবীদের যুগে, তাদের পর তাবিয়ীদের যুগে এবং তাদেরও পর তাবা-তাবিয়ীদের যুগে, এমনকি সমগ্র সলফে সালিহীদের মধ্যে এমন একজন লোক খুঁজে পাওয়া যায় না যিনি কবরের কাছে গিয়ে নামায পড়া পছন্দ করেছেন, অথবা মায়ারসমূহে দু'আ করার জন্য উপস্থিত হয়েছেন। তারা কেউ কখনো না জানিয়েছেন মৃত বুয়ুর্গ ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে কোন প্রার্থনা, না পেশ করেছেন কোন ফরিয়াদ। এভাবে সংসারের সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন করে কবরের কাছে গিয়ে সাধন ভজনে নীরব থাকারও কোনই প্রামাণ এবং নযীর নেই।

প্রশ্নকারী তার ইস্তিফতায় যা উল্লেখ করেছেন অর্থাৎ মৃত ওলী আউলিয়া কিংবা অনুপস্থিত কোন পীর মুরশিদের নাম করে একরূপ প্রার্থনা করা যে, হে অমুক সাইয়েদ, হে অমুক পীর! আমার ফরিয়াদ শুনুন, আমার সাহায্য করুন অর্থাৎ তার নিকট বিপদ থেকে উদ্ধার এবং কল্যাণ লাভের আশা পোষণ করার প্রার্থনা জ্ঞাপন, তো এ সম্পর্কে জেনে রাখা প্রয়োজন যে, একরূপ প্রার্থনা জ্ঞাপন ও ফরিয়াদ পেশ করণ মারাত্মক ও নিকৃষ্টতম শির্কের অন্তর্ভুক্ত। খৃষ্টানগণ তো ঈসা ('আ.) সম্বন্ধে এবং তাদের পোপ-বিশপ, পাদরী পুরোহিত ও সন্ন্যাসী দরবেশদের সম্বন্ধে ঠিক এই ধারণাই পোষণ করে থাকে। এ কথা তো সর্বজনবিদিত যে, আল্লাহ রাক্বুল আলামীনের নিকট সৃষ্টির মুকুটমণি এবং মনুষ্যকুলের মধ্যে

ঝিয়ারাতুল কুবুর বা কবর ঝিয়ারতের সঠিক পদ্ধতি

ফযীলতে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি হচ্ছেন আমাদের প্রিয় নাবী মুহাম্মাদ ﷺ। আর এ কথাও বলার অপেক্ষা রাখে না যে, তাঁর পবিত্র সাহচর্য ও সংস্পর্শ-ধন্য সাহাবায়ে কিরাম (রাযি.)। এ সত্ত্বেও তারা তাঁর মহাপ্রয়াণের পর কিংবা তাঁর অনুপস্থিতি কালে এক মহূর্তের জন্যও এ ধরনের কোন কাজ করেন নাই।

শির্কের সঙ্গে মিথ্যার অবিচ্ছিন্ন সংযোগ

মুশরিকরা মহাপাপ তো করেই, তার সঙ্গে তারা মিথ্যাকেও মিশ্রিত করে, আর মিথ্যা হচ্ছে শির্কের অনুগামী, সহমর্মী।

এজন্যই আল্লাহ নির্দেশ দিচ্ছেন :

﴿مَنْ يَشْكُرْ لِلَّهِ فَهُوَ لَكُمْ إِلهٌ آتٍ الْإِلَهِ الْمُنْتَجَبُ ۚ مَنْ يَسْتَعِذْ بِالْمُتَجَبِّ ۖ﴾

(১৭-৩৬ : ১৭)

মূর্তিপূজার কদর্য সংস্পর্শ হতে বেঁচে চলবে তোমরা, আর মিথ্যা কথা হতেও আত্মরক্ষা করে চলবে তোমরা, একনিষ্ঠভাবে একমাত্র আল্লাহরই (অনুগত) হয়ে থাকবে তোমরা, কোন প্রকারেই অন্য কিছুকেই তাঁর সহিত শরীক করবে না তোমরা। (সূরা হাজ্জ ৩০ ও ৩১)

আর রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, عدلت شهادة الزور بالا شراك بالله -

মিথ্যা সাক্ষ্যদান আল্লাহর সাথে শির্ক করার সমতুল্য। সূরা আ'রাফে আল্লাহ মুশরিকদের পরিণতি এভাবে বর্ণনা করেছেন :

﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَذَلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

وَكُلٌّ لَكَ دَجَرٌ مِنَ الْمُفْتَزِينَ﴾ (আরফ : ১০২)

“যে সব লোক বাছুরকে পূজার জন্য গ্রহণ করেছে তাদের উপর শীঘ্রই তাদের পরোয়ারদিগারের তরফ থেকে গযব নেমে আসবে আর (আপত্তিত হবে) পার্শ্ব-জীবনে অসম্মান অবমাননা, এভাবেই আমরা মিথ্যা রচনাকারীদেরকে প্রতিফল প্রদান করে থাকি।” (সূরা আ'রাফ ১৬২)

যিয়ারাতুল কুবর বা কবর যিয়ারতের সঠিক গন্ধতি

আর ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ (‘আ.) কথা আল্লাহ উদ্ধৃত করেছেন এভাবে :

﴿أَمَّا إِلَهَةُ دُونِ اللَّهِ تَدْعُونَ (٨٦) فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (الصافات : ٨٦-٨٧)

ইব্রাহীম তার পিতা ও স্বজাতিদেরকে প্রশ্ন করছেন, “কী! আল্লাহকে ছেড়ে মিছামিছি অন্য দেবতার পিছনে পড়ে আছ তোমরা, বলতো তোমরা বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ সত্ত্বকে কী ধারণা পোষণ করছ?” (সূরা সাফফাত ৮৬ ও ৮৭)

ফলতঃ এদের মিথ্যা সংস্কার ও মিথ্যা ধারণার উপরে গড়ে উঠা একটি আত্মদাহ এই যে, তারা বিশ্বাস করে যে, পীর যদি অবস্থান করেন পূর্ব দিগন্তে আর মুরীদ থাকে পশ্চিম দিগন্তে তবু তিনি কশ্ফের প্রবল আকর্ষণে স্বীয় মুরীদকে নিজের দিকে টেনে আনতে সক্ষম হন। পীরের মধ্যে যদি এই গুণটি না থাকে তবে সে প্রকৃত পীরই নয়।

কখনও কখনও শয়তান তাদেরকে ঠিক সেভাবেই পথভ্রষ্ট করে থাকে যেভাবে আরবের অধিবাসীদেরকে তাদের বুতপরস্তীতে এবং নক্ষত্র-পূজকদেরকে তাদের শিকী চাল চলন ও যাদুর ভোজবাজিতে শয়তান স্বীয় চাল চেলে গুমরাহীর পথে পরিচালিত করেছে। এমনিভাবে তাতার, হিন্দ, সুদান প্রভৃতি দেশে বিভিন্ন রূপী মুশরিকদের মধ্যেও শয়তান নানাভাবে তার প্ররোচনার জাল ফেলে ও ফাঁদ পেতে তাদের পথভ্রষ্ট করেছে। পীরপরস্ত ও মাশায়েখ তক্তবুন্দের মধ্যেও এমনিভাবে শয়তান তার গুমরাহী বিস্তারের কাজ চালিয়ে যায়। বিশেষ করে তাদের গানের আসর সঙ্গীতের তালে তালে বাঁশি (টুংরী তবলা) ও অন্যান্য বাদক দ্রব্যের সুর ও রাগ রাগিণীতে যখন সবাই বৃন্দ হয়ে থাকে তখন শয়তান তাদের মাঝে অবতীর্ণ হয়ে তার ফাঁদে তাদেরকে আটকে ফেলে। মৃত নাবী অথবা অলী-আউলিয়ার মাধ্যমে প্রার্থনা জ্ঞাপনের আর একটি প্রকরণ হচ্ছে এরূপ : যেমন কেউ বলে, “হে আল্লাহ! অমুক নাবী বা পীরের সম্মানে, বা অমুকের বরকতে বা অমুকের মহাত্ম্যে আমার আকাজক্ষা পূরণ করে দাও, আমার প্রার্থনা মঞ্জুর কর।” এ ধরনের কাজ (অধুনা) অনেকেই করে থাকে, কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম, তাবিয়ীন এবং আয়িম্মায়ে সলফ থেকে এ ধরনের কাজের সমর্থনে কোনই প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাদের দু’আয় তারা এ ধরনের কোন কথা বলেছেন-এমন কোন নবীর দেখতে পাওয়া যায় না। এ কাজে ওলামায়ে-দ্বীনের

বিদ্যারাতুল কুবর বা কবর বিদ্যারতের সঠিক পদ্ধতি

এমন কোন কওল, কোন সমর্থন আমার কাছে পৌছায়নি যা আমি এখানে উদ্ধৃত করতে পারি। ফকীহ আবু মুহাম্মাদ ইবনে আবদিস সালামের সেই ফতোয়াটি আমি দেখেছি যাতে তিনি বলেছেন যে, একমাত্র নাবী ﷺ ছাড়া অপর আর কারোর জন্য এরূপ করা জাযিব নয়। রসূলুল্লাহ ﷺ এর তুফায়লে দু'আ করার সমর্থনে যে হাদীস পেশ করা হয় তা যদি সহীহ হয় তাহলে বেশীর বেশী শুধু নাবী ﷺ মহাশয়ের উল্লেখে আল্লাহর নিকট এরূপ দু'আ করা যেতে পারে। (কিন্তু এ কথাও পরীক্ষা সাপেক্ষ যার পর্যালোচনা ও মন্তব্য পরে আসছে-অনুবাদক) প্রশ্নের জবাবে উক্ত ফকীহ তার ফতোয়ায় যা লেখেছেন তার বিষয়বস্তু নিম্নরূপ :

নাসায়ী, তিরমিযী প্রভৃতি বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ ﷺ কোন কোন সহাবীকে এই দু'আ শিক্ষা দিয়েছেন :

اللهم انى اسألك واتوسل اليك بنبيك نبي الرحمة، يا محمد يا رسول

الله انى اتوسل بك الى ربي فى حاجتى ليقضيهالى-اللهم فشفعه فى-

অর্থাৎ “হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকটেই আমার প্রার্থনা জানাচ্ছি আর আপনার নাবী, রহমাতের নাবী ﷺ কে আপনার সমীপে ওয়াসীলা স্বরূপ (মাধ্যম রূপে) পেশ করছি- হে মুহাম্মাদ, হে আল্লাহর রসূল! আমি আপনাকে আমার প্রয়োজনে আমার প্রভু পরোয়ারদিগারের দিকে ওয়াসীলা স্বরূপ পেশ করছি, (আপনার ওয়াসীলায়) যেন তিনি আমার প্রার্থনা পূরণ করেন। অতএব হে আল্লাহ! আমার সম্বন্ধে তাঁর সুপারিশ আপনি মঞ্জুর করুন।”

এই হাদীস দ্বারা কতিপয় লোক রসূলুল্লাহ ﷺ এর জীবিতকালে এবং তাঁর মৃত্যুর পরেও তাকে ওয়াসীলা ধরার সিদ্ধতা প্রমাণ করতে চান। তারা বলতে চান, এতে আল্লাহর কোন সৃষ্টির নিকট দু'আ প্রার্থনা অথবা অভিযোগ পেশ করা হচ্ছে না বরং শুধু রসূলুল্লাহ ﷺ এর মহাশয় ও মর্যাদার তুফাইলে আল্লাহর নিকটেই প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হচ্ছে।

সুনানে ইবনে মাজাহর সেই হাদীসও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয় যাতে রসূলুল্লাহ ﷺ মাসজিদে নামায পড়ার জন্য ঘর থেকে নিক্রমণকারীকে এই দু'আ পাঠ করতে উপদেশ দিয়েছেন :

اللهم انى اسالك بحق السائلين عليك وبحق ممشاى هذا فانى لم اخرج
اشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة خرجت اتفاء سخطك وابتغاء مرضاتك
اسالك ان تنقذنى من النار وان تغفرلى ذنوبى فانه لا يغفر الذنوب الا انت-

“প্রভু হে! নিশ্চয় আমি প্রার্থনাকারী এবং নামাযের দিকে গমনকারীদের হক এর দাবীতে (তাদের ওয়াসীলায়) তোমার কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছি, নামাযের উদ্দেশে আমার বের হওয়ার মধ্যে নেই কোন অহঙ্কার ও গর্বের মনোভাব, নেই এর পেছনে কোন কিছু লোক দেখানো ও শোনানোর বাতিক, আমি বের হয়েছি তোমার রোষ থেকে বাঁচার ব্যাকুলতায় এবং তোমার সন্তোষ লাভের আশ্রয়-উৎসাহের তাকীদে। আমি তোমার কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছি। আমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো, আমার গুনাহ্ খাতা মার্ফ করে দাও, তুমি ছাড়া আর কেউই গুনাহ্ খাতা মার্ফ করতে পারে না।”

তারা বলে থাকেন, এই হাদীসে প্রার্থনাকারী এবং নামাযে গমনকারীদের আত্মাহুর উপর হকের দাবীতে প্রার্থনা করার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। তারা এ দাবীর সমর্থনে আরও বলেন যে, আত্মাহ তঁার অপার অনুগ্রহে নিজের উপর বান্দার হক স্বয়ং স্বীকার করে নিয়েছেন। যেমন তিনি কুরআন মাজীদে বলেছেন :

﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (الروم : ٤٧)

“মুমিনদের সাহায্য করা আমার উপর তাদের হক অর্থাৎ পাপা অধিকার।”
(সূরা রুম ৪৭)

অন্যত্র তিনি বলেন,

﴿كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مُسْتَوْلاً﴾

“তোমার প্রভু পরোয়ারদিগার নিজের উপর তাঁর প্রদত্ত ওয়াদা পূরণ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন- যা তাঁর নিকট চাওয়া যেতে পারে।”

(সূরা আল ফুরকান ১৬)

বিয়ারাতুল কুবর বা কবর বিদ্যারতের সঠিক পদ্ধতি

বান্দার উপর আল্লাহর হক এবং আল্লাহর উপর বান্দার হক সংক্রান্ত হাদীস

সহীহ বুখারীতে মু'আয ইবনে জাবাল কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে : রসূলুল্লাহ ﷺ প্রশ্ন করেছেন :

يا معاذ، اتدري ما حق الله على العباد، قال الله ورسوله اعلم، قال حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا - اتدري ما حق العباد على الله اذا فعلوا ذلك فان حقه عليه ان لا يعذبهم-

“হে মু'আয! তুমি কি জান যে, বান্দার উপর আল্লাহর হক কী? মু'আয বলেন, এ সম্পর্কে আল্লাহ এবং তাঁর রসূলই ﷺ অধিকতর জ্ঞান রাখেন।”

তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, বান্দার প্রতি আল্লাহর হক এই যে, (যেহেতু তিনিই খালেক ও মালেক কাজেই) তারা একমাত্র তাঁরই দাসত্ব বরণ করবে, একমাত্র তাঁরই ইবাদত করবে এবং তাঁর সঙ্গে অপর কাউকেই শরীক করবে না। তিনি পুনঃ জিজ্ঞেস করলেন, “মু'আয! তুমি কি জান, যখন তারা আল্লাহর উক্ত হক আদায় করবে তখন আল্লাহর নিকট বান্দার হক কী? তিনি নিজেই উত্তরে বললেন, বান্দা যখন আল্লাহর হক আদায় করবে তখন আল্লাহর নিকট বান্দার পাপ্য হক অধিকার হবে এই যে, তিনি তাদেরকে (তাদের ভুল ভ্রান্তির জন্য) শাস্তি প্রদান করবেন না।”

কোন কোন হাদীসে এই হক সম্পর্কে আরও বিস্তৃত বিবরণ দেখতে পাওয়া যায়। যেমন রসূল ﷺ বলেছেন,

“মদ্যপায়ীর চল্লিশ দিনসের নামায কবুল হয় না। সে যদি তাওবাহ করে তবে আল্লাহ তার গুনাহ মাফ করে দেন। তারপর এই তাওবাহর পর আবার যদি সে মদ খাওয়া শুরু করে দেয় তবে (দ্বিতীয়বারও তাকে অনুরূপ তাওবাহ্য আল্লাহ মাফ করে দিতে পারেন কিন্তু)” তৃতীয় ও চতুর্থ দফায় আল্লাহর এ অধিকার বর্তে যায় যে, তিনি তাকে ‘তীনাতুল খাবাল’ পান করাবেন। রসূলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞেস করা হল ‘তীনাতুল খাবাল’ কী? তিনি বললেন, তা জাহান্নামের অধিবাসীদের জন্য পানের অযোগ্য পানীয়ের তলানি।

রসূলুল্লাহ ﷺ এর ইত্তিকালের পর তাঁর ওয়াসীলার অসিদ্ধতা

আলিমদের অপর একদল বলেন, এ সব দলীল দ্বারা রসূল ﷺ এর ইত্তিকালের পর এবং অনুপস্থিতিকালে তাঁর ওয়াসীলা ধরার সিদ্ধতা মোটেই প্রমাণিত হয় না এবং কেবলমাত্র তাঁর জীবিতকালে এবং তার উপস্থিতিতেই ‘ওয়াসীলাহর সিদ্ধতা প্রমাণিত হয়। যেমন সহীহ বুখারীতে রিওয়াযত এসেছে যে, ‘উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযি.) রসূলুল্লাহ ﷺ এর ইত্তিকালের পর তাঁর চাচা আব্বাসের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট বৃষ্টি বর্ষণের প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন,

“হে আল্লাহ! যতদিন রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিলেন, ততদিন আমরা আমাদের নাবীর মাধ্যমে তোমার নিকট বৃষ্টির প্রার্থনা জানিয়েছি। ফলে তুমি বৃষ্টি প্রদান করেছ। এখন (তাঁর অনুপস্থিতিতে) আমাদের নাবীর চাচার মাধ্যমে আমাদের প্রার্থনা জ্ঞাপন করছি, অতএব তুমি আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ কর।”

সে প্রার্থনা মঞ্জুর হয়েছে এবং বৃষ্টিও বর্ষিত হয়েছে। ফারুকে আযম এই ঘটনার মাধ্যমে এ কথা পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কেবল জীবিতকালেই এ ধরনের ব্যাপারে তারা তাঁর ওয়াসীলা ধরেছেন এবং বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে। এই ওয়াসীলার তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, লোকেরা তাঁর নিকট এসে আল্লাহর নিকট দু‘আর আবেদন জানাতেন। রসূলুল্লাহ ﷺ দু‘আ করতেন আর সহাবাগণ তার সঙ্গে দু‘আয় সামিল হতেন। তারা এভাবে রসূল ﷺ এর সুপারিশ এবং দু‘আর ওয়াসীলা ধরতেন অর্থাৎ রসূল ﷺ এর সুপারিশ এবং দু‘আই হচ্ছে তাঁর ওয়াসীলা। এ বিষয়টি আরও পরিষ্কার হয়ে উঠবে নিম্ন বর্ণিত হাদীস থেকে।

সহীহ বুখারীতে আনাস ইবনে মালিক (রাযি.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, এক ব্যক্তি জুমু‘আহর দিবস মাসজিদে নববীতে আগমন করল। রসূলুল্লাহ ﷺ তখন খুৎবাহ দিচ্ছেলেন। ঐ ব্যক্তি রসূল ﷺ এর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে আরম্ভ করলেন, হে আল্লাহর রসূল! (অতিরিক্ত বর্ষণের ফলে) সম্পদ ফল ফসলাদি ধ্বংস

খিয়্যাতুল কুবুর বা কবর খিয়্যারতের সঠিক পদ্ধতি

হয়ে গেল, রাস্তাঘাট (এ চলাচল) বন্ধ হয়ে গেল, আপনি আল্লাহর নিকট বৃষ্টি বন্ধ হওয়ার প্রার্থনা জানিয়ে দু'আ করুন। রসূলুল্লাহ ﷺ দু'আর জন্য দু'হাত তুললেন এবং বললেন, “প্রভু হে! বৃষ্টিপাত বন্ধ করে দিন- আমাদের উপর থেকে, বৃষ্টি দিতে থাকুন টীলায়, পাহাড়ে উপত্যকায়, মুক্ত প্রান্তর, বনে জঙ্গলে।

রাবী বলেন, এই দু'আর সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেল। ফলে যখন আমরা মসজিদ থেকে বের হলাম তখন আকাশ মেঘমুক্ত, সূর্যের প্রখর রৌদ্রে আমরা পথ চলতে লাগলাম।

এই হাদীসে দেখা যাচ্ছে যে, উক্ত ব্যক্তি রসূলুল্লাহ ﷺ এর খেদমতে আবেদন জানালো :

ادع الله لنا ان يسكها عنا-

ওগো আল্লাহর রসূল! আমাদের জন্য আল্লাহর দরগাহে দু'আ করুন তিনি যেন আমাদের উপর থেকে বৃষ্টিপাত বন্ধ করে দেন।

এতে এ কথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, রসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে দু'আর আবেদন জানান হত আর এটাই হচ্ছে তাঁর ওয়াসীলা ধরা।

বুখারী ‘আবদুল্লাহ ইবনে ‘উমার (রাযি) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন, তিনি বলেন, ‘আলী (রাযি.)-এর পিতা আবু তালিব রসূলুল্লাহ ﷺ এর প্রশংসায় যে কথা বলতেন তা আমার বেশ মনে পড়ে।

তিনি বলতেন :

وابيض ايسستقى الغمام بوجهه- ثمال لليتامى عصمة للارامل-

অর্থাৎ সেই শুভ্র-বদন যার চেহারার ঔজ্জ্বল্যের তুফাইলে বৃষ্টির জন্য দু'আ প্রার্থনা করা হয়; তিনি হচ্ছে ইয়াতিমদের আশ্রয়স্থল আর বিধবাদের শরণ-কেন্দ্র।

ফলকথা এই যে, রসূলুল্লাহ ﷺ এর জীবদ্দশায় পানি বর্ষণের জন্য তাঁর ওয়াসীলার আশ্রয় নেয়া হত। অর্থাৎ তাঁর নিকট দু'আর বাসনা জানানো হত। আর তাঁর মহা প্রয়াণের পর তাঁর চাচা আব্বাস (রাযি.)-এর মাধ্যমে পানি বর্ষণের জন্য দু'আ করা হ'ত।

বিদ্যারাতুল কুবুর বা কবর বিদ্যারতের সঠিক পদ্ধতি

কিন্তু রসূলুল্লাহ ﷺ এর ইত্তিকালের পর অথবা তাঁর অনুপস্থিতি কালে কিংবা তাঁর কবরের কাছে গিয়ে তাঁর ওয়াসীলা করা হ'ত না, তিনি ছাড়া অন্য কারও কবরের কাছে গিয়েও পানি চাওয়া হ'ত না।

এভাবে আমীরুল মু'মিনীন মু'আবিয়া ইবনে আবু সুফয়ান ইয়াযিদ ইবনে আসওয়াদ জারশীকে ইমাম বানিয়ে পানির জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন :

অর্থাৎ “হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তিদেরকে তোমার সম্মুখে সুপারিশকারীরূপে উপস্থিত করেছি- হে ইয়াযীদ! আল্লাহর দরবারে দু'আর জন্য হাত উঠাও।”

তিনি হাত উঠিয়ে দু'আ করলেন আর উপস্থিত সবাই তাঁর সঙ্গে সঙ্গে দু'আ করলেন। ফলে আল্লাহ তা'আলা রহমতের পানি বর্ষণ করলেন।

এ জন্যই উলামায়ে কিরামের মতে মুস্তাকী এবং সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের দ্বারা দু'আ করানো মুস্তাহাব। সুপারিশকারী ব্যক্তি যদি রসূলুল্লাহ ﷺ এর আহলে বায়তের মধ্য থেকে হন তবে সর্বোত্তম, কিন্তু কোন আলিমই কোন নাবী অথবা কোন সালেহ বান্দার মৃত্যুর পর কিংবা তাঁর অনুপস্থিতিতে পানি বর্ষণের জন্য তাঁর ওয়াসীলায় দু'আ করা শরীঅত সম্মত কাজ বলে অভিমত প্রকাশ করেন নাই। অনুরূপভাবে কোন দুশ্মনের উপর বিজয় লাভের জন্য কিংবা অন্য কোনরূপ প্রার্থনায় তাঁদের ওয়াসীলারূপে পেশ করা জায়য বলেননি। এরূপ কাজকে কোন আলিম মুস্তাহাবও বলেননি।

দু'আ তো সকল ইবাদাতের মস্তিষ্ক স্বরূপ আর ইবাদাতের ভিত্তি, নাবী ﷺ এর সুন্নাহ এবং তাঁর ইত্তিবা (অনুসরণ)-এর উপর প্রতিষ্ঠিত।

হৃদয়ের বাসনা কামনা এবং স্বকপোলকল্পিত ও নব উদ্ভাবিত পদ্ধতির উপরেও ইবাদাতের বুনিয়াদ কায়িম নয়। সেই ইবাদাতই আল্লাহর ইবাদাতরূপে গণ্য হবে যা শরীয়ত সম্মত। যে ইবাদাত প্রবৃত্তির চাহিদা অনুসারে এবং নবাবিকৃত পদ্ধতিতে করা হবে, তা কস্বিনকালে আল্লাহর ইবাদত রূপে গণ্য হবে না। তাই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ ফরমিয়েছেন :

বিদ্বানাতুল কুবুর বা কবর বিদ্বানদের সঠিক পদ্ধতি

﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾ (শূরী : ২১)

অর্থাৎ তারা কি আল্লাহর সঙ্গে কতক শরীক (বিধানদাতা) কল্পনা করে নিয়েছে যারা তাদের জন্য এমন বিধান প্রদান করে যার অনুমতি আল্লাহ দেন নাই? (সূরা শূরা ২১)

বরং আল্লাহ হুকুম দিয়েছেন :

﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يَحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ (اعراف : ৫৫)

অর্থাৎ তোমরা তোমাদের প্রভু পরোয়ারদিগারকে আহ্বান করো বিনয় নম্র অন্তরে এবং মনে মনে-সংগোপনে, নিশ্চয় তিনি সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না। (সূরা আল আ'রাফ ৫৫)

আর রসূলুল্লাহ ﷺ হাঁশিয়ার বাণী উচ্চারণ করেছেন :

سيكون في هذه الامة قوم يعتدون في الدعاء والطهور-

অর্থাৎ এই উম্মতের মধ্যে এমন লোকের আবির্ভাব অবশ্যই ঘটবে যারা দু'আ এবং পাক-পবিত্রতার ব্যাপারে ন্যায়ের সীমারেখা অতিক্রম করে চলবে।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে কোন ব্যক্তি বিপদে নিপতিত হয়ে অথবা ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে যদি তার পীর মুর্শিদের নিকট এই বলে সাহায্য প্রার্থনা করে যে, তার পীর যেন তার সন্ত্রস্ত হৃদয়ের অস্থিরতা দূর করে তাতে প্রশান্তি ও দৃঢ়তা আনয়ন করেন, তা হলে সে কাজ হবে সুস্পষ্ট শির্ক আর সে শির্ক হবে খৃষ্ট ধর্মে প্রচলিত শির্কের একটি প্রকরণ।

স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, আল্লাহুই হচ্ছেন একমাত্র সত্তা যিনি রহমত এনায়েত করে হৃদয়ে প্রশান্তি বিধান করেন আর তিনিই সেই একমাত্র সত্তা যিনি বিপদ আপদ, দুঃখ-কষ্ট ও চিন্তা উদ্বেগের অনিষ্ট অপসারিত করে থাকেন।

আল্লাহ কুরআন মাজীদে ইরশাদ ফরমিয়েছেন :

﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾

(يونس : ১০৭)

বিদ্বানরাহুল কুবুর বা কবর বিদ্বানদের সঠিক পদ্ধতি

আল্লাহ যদি তোমাকে কোন যাতনা-ক্লেশ (অথবা বিপদ আপদ) পৌছিয়ে দেন, তা হলে কেউ নেই তার মোচনকারী, নেই এমন কেউ যে হটিয়ে দিতে সক্ষম আর আল্লাহ যদি তোমার কোন মঙ্গল চান, তবে তা রদ করবারও কেউ নেই। (সূরা ইউনুস ১০৭)

তিনি আবার বলেন :

﴿مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ﴾ (فاطر : ২)

আল্লাহ মানুষের জন্য স্বয়ং তাঁর রহমতের যে দুয়ার খুলে দেন, তা বন্ধ করে দেবার মত কেউ নেই, আর তিনিই যে প্রবল পরাক্রান্ত প্রজ্ঞামণ্ডিত।

(সূরা আল-ফাতির ২)

অন্যত্র আল্লাহ ইরশাদ ফরমিয়েছেন :

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمْ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ-بَلْ آيَاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ﴾

(হে রসূল) আপনি বলে দিন, “আচ্ছা দেখ তো, যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর আযাব এসে যায় অথবা তোমাদের উপর যদি কিয়ামাত আপতিত হয় তখন কি তোমরা (সাহায্য ও আশ্রয়ের জন্য) ডাকবে আল্লাহ ছাড়া অপর কাউকে (যাদেরকে তোমাদের দেবতারূপে গ্রহণ করেছ)? যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক- (তবে এর জবাব দাও) না, বরং তাঁকেই (একক প্রভু-পরোয়ারদিগারকেই) তোমরা ডাকবে। তখন যে বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য তাঁকে তোমরা ডাকবে, যদি তিনি ইচ্ছা করেন সেই বিপদ তিনি দূর করে দেবেন, আর যাদেরকে তোমরা আল্লাহর শরীক ধরে নিয়েছিলে (সেই বিপদের দিনে) তাদেরকে তোমরা ভুলে যাবে। (সূরা আন’আম ৪০-৪১)

সূরা বানী ইসরাঈলে আল্লাহ বলেন,

لَا يَمُوتُ كَمَا مَاتَ الْفُتَيَّا نَفْسَانِ وَلَا يَمُوتُ كَمَا مَاتَ الْفُتَيَّا نَفْسَانِ وَلَا يَمُوتُ كَمَا مَاتَ الْفُتَيَّا نَفْسَانِ
 نَفْسَانِ وَلَا يَمُوتُ كَمَا مَاتَ الْفُتَيَّا نَفْسَانِ وَلَا يَمُوتُ كَمَا مَاتَ الْفُتَيَّا نَفْسَانِ وَلَا يَمُوتُ كَمَا مَاتَ الْفُتَيَّا نَفْسَانِ
 (২০-৭০ : ২০-৭০)

(হে পয়গম্বর!) আপনি (তাদের) বলে দিন : তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য যাদেরকে বিপদ উদ্ধারকারী মনে করে নিয়েছ তাদেরকে ডেকে দেখ! (ডেকে ডেকে ব্যর্থ হবে, তখন বুঝতে পারবে) তোমাদের দুঃখ-ক্লেশ দূর করার কোন ক্ষমতাই তাদের নেই, তার কোন পরিবর্তন সাধনের ক্ষমতাও তারা রাখে না।

যাদেরকে এরা আহ্বান করে তারাই তো স্বীয় প্রভুর নৈকট্য লাভের জন্য 'ওয়াসীলা'র সন্ধান করে বেড়ায় এজন্য যে, কে (তাদের মধ্যে) অধিকতর নিকটবর্তী, আর তারা আল্লাহর দয়া প্রত্যাশা করে এবং (সঙ্গে সঙ্গে) তাঁর শান্তিকে ভয় করে চলে, নিশ্চয় আপনার প্রভু-প্রতিপালকের শান্তি ভয়েরই যোগ্য-ভয়াবহ। (সূরা বানী ইসরাঈল ৫৬ ও ৫৭)

উপরে সংকলিত আয়াতগুলোতে আল্লাহ এ কথা অত্যন্ত স্পষ্ট এবং খোলাসা করে দিয়েছেন যে, যে সব লোক বিপদত্রাণের জন্য ফেরেশতা, নাবী-রসূল, ওলী-আউলিয়া, পীর মুরশিদ প্রমুখকে ডেকে থাকে, “তারা লা ইয়ামলেকুনা কাশফায যুররে ওলা তাহবীলা” দুঃখ-ক্লেশ বিপদ আপদ দূর করার অথবা তার পরিবর্তন সাধনের কোন ক্ষমতাই রাখে না। তারা বর্তমানের বিপদও দূর করতে পারে না, ভবিষ্যতের দুঃখ কষ্ট প্রতিরোধের ক্ষমতাও তাদের নেই। যদি কোন ব্যক্তি বলে যে, আমি আমার শায়খ তথা পীর মুরশিদকে এ জন্যই ডাকি যে, তিনি হবেন আমার সুপারিশকারী, তবে সে খৃষ্টান এবং তাদের পোপ, বিশপ ও সন্ন্যাসীদের মত ও পথকেই অবলম্বন করবে, মুমিন মুসলিমদের পথ এটা নয়। মুমিন একমাত্র তার প্রভু পরোয়ারদিগারের অনুগ্রহেরই প্রত্যাশী এবং তাঁরই শান্তির ভয়ে ভীত, সদা সন্ত্রস্ত। একনিষ্ঠভাবে অকপট মনে সে তার প্রভুকেই ডেকে থাকে। পীর মুরশিদের কাজ হচ্ছে তার মুরীদের জন্য আল্লাহর কাছে দূ'আ করা এবং তার প্রতি সহৃদয় ব্যবহার করা।

বিদ্যারাতুল কুবুর বা কবর বিদ্যারতের সঠিক পদ্ধতি

এ কথা কস্মিনকালে বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে, সম্মান ও মর্যাদায় সৃষ্টিকুলের সেরা হচ্ছে আমাদের রসূল ﷺ! আর এর সঙ্গে এ কথাও হৃদয়ে গেঁথে রাখা প্রয়োজন যে, সহাবাগণ যারা তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন, তাঁর অমিয় বাণী শুনেছেন, তার সমুদয় কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করেছেন, তারাই হচ্ছেন রসূলুল্লাহ ﷺ এর আদেশ নিষেধ এবং শরীয়াতের হুকুম আহকাম সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞানবান। তাঁর সম্মান ও মান মর্যাদা সম্পর্কে তারাই অধিকতর ওয়াক্ফহাল। আর তারাই ছিলেন তাঁর সর্বাধিক অনুগত-হুকুমবরদার।

সেই পাক-পূত মানব মুকুট, রসূল-শ্রেষ্ঠ ও নাবী-সম্রাট তাঁর সহচরদের কাউকেই কখনও এ হুকুম দেননি যে, ভয়-ভীতি এবং বিপদ আপদ ও দুঃখ ক্রেশের সময় 'ইয়া সাইয়েদী', হে আল্লাহর রসূল! হে আমাদের নেতা, হে আল্লাহর রসূল- বলে ডেকো। আর সহাবাগণের মধ্যে কেউ- না নাবী ﷺ এর জীবিতকালে, না তাঁর ওফাতের পরে এরূপভাবে তাঁকে ডেকেছেন।

বরং তিনি ডাকতে বলেছেন, একমাত্র আল্লাহকেই এবং নির্ভর করতে বলেছেন একমাত্র তাঁরই উপরে।

আল্লাহর প্রতি পূর্ণ নির্ভরশীলতা এবং তাঁরই নিকট দু'আ প্রার্থনার তাকীদ

কুরআন মাজীদে সূরা আলু ইমরানে আল্লাহ মর্দে মুমিনদের চরিত্র বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন এভাবে :

﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ فَاقْبَلُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لِّمَ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ﴾ (ال عمران : ١٧٣-١٧٤)

তারা সেই লোক যাদেরকে লোকেরা এসে খবর দিল যে, (তোমাদের দুশমন) লোকেরা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য সংঘবদ্ধ হয়েছে! এ কথা শ্রবণ করার পর (মর্দে মুমিনগণ ভয়ে সজ্জ হওয়ার পরিবর্তে বরং) তাদের ঈমান

বিয়ারাডুল কুবুর বা কবর বিয়ারভের সঠিক পদ্ধতি

আরও বর্ধিত হলো, বল দৃঢ়তর হয়ে উঠল আর তারা বলে উঠল : আমাদের জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট, আর তিনি হচ্ছেন কারসাজরূপে উত্তম; তারপর যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করে আল্লাহ্র নিয়ামাত এবং অনুগ্রহ রাশি দ্বারা পুষ্ট হয়ে তারা বিজয়ী বেশে ফিরে এল, কোন রূপ অনিষ্ট তাদেরকে স্পর্শ করতে পারল না, কেননা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের পছন্দই তারা অনুসরণ করেছিল। আর জেনে রাখো, আল্লাহ হচ্ছেন অতীব অনুগ্রহপরায়ণ। (সূরা আলু ইমরান ১৭৩ ও ৭৪)

এখন হাদীস থেকে আল্লাহ্র উপর নির্ভরশীলতার কতিপয় উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পেশ করা যাচ্ছে :

সহীহ বুখারীতে ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত : (حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ)

আল্লাহ্‌ই আমার জন্য যথেষ্ট এবং কারসাজরূপে কতই না উত্তম- এই কালেমা ইব্রাহীম ('আ.) সেই মহা বিপদের সময় উচ্চারণ করেছিলেন যখন কাফিরের দল তাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেছিল, আর রসূলুল্লাহ ﷺ সেই সময় তা পাঠ করেছিলেন, যখন লোকেরা এসে তাঁকে খবর দিল যে,

(إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ)

“আপনাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আপনাদের বিরুদ্ধবাদী (মাক্কাহর) লোকেরা সংঘবদ্ধ হয়েছে।”

২। বুখারীতে এই হাদীস সংকলিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ ﷺ বিপদাপদে-উদ্বেগ আকুলতার সময় এই কালেমা পাঠ করতেন :

«لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ».

“নেই কোন আরাধনার যোগ্য-উপাস্য প্রভু একমাত্র আল্লাহ ছাড়া যিনি মহান, যিনি সহিষ্ণু, নেই কোন আরাধনার যোগ্য-উপাস্য প্রভু একমাত্র আল্লাহ ছাড়া যিনি মহিমাম্বিত আরশের অধিপতি, নেই কোন আরাধনার যোগ্য-উপাস্য প্রভু একমাত্র আল্লাহ ছাড়া যিনি আসমান সমূহ ও যমীনের প্রভু প্রতিপালক এবং মহান আরশের প্রভু পরোয়ারদিগার।”

যিয়ারাতুল কুবর বা কবর যিয়ারতের সঠিক পদ্ধতি

হাদীসে আছে যে, নাবী ﷺ এ ধরনের বহু দু'আ তাঁর পরিবার-পরিজনকে শিখিয়েছিলেন।

সুনান হাদীস গ্রন্থ সমূহে আছে, রসূলুল্লাহ ﷺ তাকলীফ অর্থাৎ দুঃখ-কষ্ট যাতনার সময় এই দু'আ পড়তেন :

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ-

হে চিরজীব, হে চিরবিদ্যমান! আপনার রহমাতের আমি ভিখারী।

হাদীসে আরও বর্ণিত হয়েছে যে, নাবী ﷺ তাঁর প্রিয়তমা কন্যা ফাতিমাহ (রাযি.)-কে এই দু'আ শিখিয়েছিলেন-

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا بَدِيْعُ سَمٰوٰتٍ وَّلَا اَرْضٍ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ
اَصْلَحْ لِيْ شَاْنِيْ كُلُّهُ وَّلَا تَكِلْنِيْ اِلٰى نَفْسِيْ طَرَفَةً عَيْنٍ وَّلَا اِلٰى اَحَدٍ مِّنْ خَلْقِكَ-

হে চিরস্থায়ী! হে আকাশসমূহ ও পৃথিবীর উদ্ভাবক! নেই কোন উপাস্য প্রভু-পরোয়ার্দিগার তুমি তিনু, আমি তোমার রহমাতের ভিখারী! আমার সমস্ত কাজকর্ম বিশুদ্ধ করে দাও! আর চোখের একটি পলকের জন্যও আমার নিজের উপর আমাকে ছেড়ে দিওনা- তোমার সৃষ্টির মধ্যে আর কারোর উপরেও নয় (সর্বক্ষণ আমাকে একমাত্র তোমারই হিফাযাতে রেখো)।

৫। মুসনাদে ইমাম আহমাদ এবং সহীহ আবি হাতিমে রিওয়াযাত এসেছে যে, ইবনে মাসউদ (রাযি.) রসূল ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন :

যে ব্যক্তি বিপদ আপদে উদ্বেগ উৎকণ্ঠার সময়ে নিম্নের এই দু'আ খালের অন্তরে পাঠ করে, আল্লাহ আ'আলা তার উদ্বেগ উৎকণ্ঠা, তার মনের অস্থিরতা এবং বিচলিত অবস্থা দূর করে দেন এবং তৎপরিবর্তে মনে আনন্দ ও প্রশান্তি এনে দেন :

«اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ عَبْدُكَ، اِبْنُ عَبْدِكَ، اِبْنُ اُمَّتِكَ، نَاصِيَتِيْ بِيَدِكَ، مَا ضَرَفِيْ
حُكْمُكَ، عَدَلٌ فِىْ قَضَاؤِكَ، اَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ بِكَ، سَمَّيْتُ بِهِ نَفْسَكَ، اَوْ

বিদ্যারাতুল কুবুর বা কবর বিদ্যারত্নের সঠিক পদ্ধতি

أَنْزَلْتُهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ رِيعَ قَلْبِي، وَتُورِّثَ صَدْرِي، وَجِلَاءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي وَغَمِّي»

“প্রভু হে! আমি তোমারই দাস, আর তোমার দাসের পুত্র এবং তোমার দাসীর পুত্র (অর্থাৎ আমি নিজেও তোমার দাস এবং আমার পিতা-মাতাও তোমার দাস-দাসী) আমার কপাল অর্থাৎ আমার সন্তা তোমারই হস্তে, তোমার প্রতিটি হুকুম আমার উপর প্রযোজ্য (এবং অবশ্য প্রতিপাল্য) আমার সম্বন্ধে তোমার প্রতিটি ফয়সালা ইনসাফ তথা ন্যায্য ও সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমি তোমার প্রত্যেক সেই নামে (যে নামে তুমি সুপরিচিত) যে নাম তুমি তোমার নিজের জন্য নির্বাচন করেছ অথবা যা তুমি তোমার গ্রন্থে নাথিল করেছ অথবা যা তোমার কোন সৃষ্টজীবকে তুমি শিক্ষা দিয়েছ অথবা যা তুমি ইলমে গায়িবের খাজানায় নিজের কাছেই সুরক্ষিত রেখেছ- তোমার কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছি যে, তুমি কুরআনে আযীমকে আমার হৃদয়ের বসন্ত ও আমার চোখের জ্যোতি বানিয়ে দাও, ঐ কুরআনকে আমার উদ্বিগ্ন উৎকণ্ঠার অপসারণ এবং আমার চিন্তা ভাবনা দূরীকরণের মাধ্যম করে দাও।”

সহাবীগণ রসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট আরম্ভ করলেন, হে আব্দুল্লাহর রসূল! আমরা কি এই দু’আ শিখে মুখস্থ করে নিব? তিনি এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি এই দু’আ শুনবে, সে যেন তা শিখে মুখস্থ করে নেয়।

৬। রসূলুল্লাহ ﷺ স্বীয় উম্মতের শিক্ষা এবং হুশিয়ারীর জন্য আরও বলেন :
ان الشمس والقمر ايا تان من ايات الله لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته ولكن الله يخوف بهما عباده فاذا رايتم ذلك فانزعوا الى الصلوة وذكر الله والاستغفار-

“সূর্য গ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ আব্দুল্লাহর অসীম কুদরতের বহু নিদর্শনের মধ্যে দু’টি নিদর্শন মাত্র। কারো জন্ম অথবা মৃত্যুর সঙ্গে এর কোনই সম্পর্ক নেই। মহীয়ান ও গরীয়ান আব্দুল্লাহ রব্বুল আলামীন স্বীয় কুদরতের মাধ্যমে তাঁর শক্তিমত্তা এবং মহিমার কিছু নিদর্শন দেখিয়ে থাকেন মাত্র। যখন তোমরা তোমাদের তখন ভয়ে

বিয়ারাতুল কুবর বা কবর বিয়ারভের সঠিক পদ্ধতি

সজ্জস্ত হয়ে আল্লাহর কাছে তোমরা পানাহ চাবে- সলাত, আল্লাহর যিক্র আযকার ও ইস্তিগফারের মাধ্যমে।” তিনি সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের সময় সলাত পড়ার, দু‘আ করার, দান খয়রাত করা এবং গোলাম আজাদ করার আদেশ প্রচার করেন। তিনি তাদেরকে এ কথা বলেননি যে, চন্দ্র গ্রহণ ও সূর্য গ্রহণের সময় কোন সৃষ্ট জীব বা বস্তু, কোন ফেরেশতা, কোন নাবী, কোন ওলী আউলিয়াকে সাহায্যের জন্য ডাকবে!

আল্লাহর উপর নির্ভরশীল হওয়ার এ ধরনের বহু শিক্ষাই রসূল ﷺ এর সুন্নাতে প্রচুর মওজুদ রয়েছে যার থেকে এ কথা সুপ্রমাণিত ও সুসাব্যস্ত হয়ে যায় যে, মুসলমানদের বিপদ আপদ ও ভয় ভীতিতে অন্য কিছু করাই সিদ্ধ নয়, একমাত্র শুধু তা-ই করা শরী‘আত সিদ্ধ- যা আল্লাহ করতে বলেছেন অর্থাৎ তোমরা সরাসরি আল্লাহকে ডাক, শুধু তাঁরই নিকট আবেদন জানাও, তাঁরই যিক্র-আযকারে প্রবৃত্ত হও ও গোলাম আজাদ করো, সদকাহ দিতে থাকো এবং এই ধরনের অন্যবিধ দান খয়রাত করে চলো। এরপর আল্লাহর প্রতি প্রত্যয়শীল একজন মু‘মিন মুসলমানের পক্ষে কী করে এটা সম্ভব হতে পারে যে আল্লাহ এবং তাঁর রসূল ﷺ এর নির্ধারিত ও প্রদর্শিত পথ ছেড়ে সেই বিদ‘আত এবং গুমরাহীর পথ সে বেছে নেবে যার সমর্থনে শরী‘আতে কোনই দলীল প্রমাণ বিদ্যমান নেই। উক্ত কাজ নাসারা এবং মূর্তিপূজারী মুশরিকদের অন্ধ অনুকরণ ছাড়া আর কিছুই নয়।

শির্ক ও অন্যান্য নিষিদ্ধ কাজের প্রতি আকর্ষণ

যদি কেউ এই কথা বলে যে, এভাবে মৃত বুয়ুর্গ ব্যক্তিকে ডাকার ফলে তার অভাব দূর হয়েছে, তার প্রয়োজন মিটে গেছে এবং বুয়ুর্গ ব্যক্তির চেহারা তার সম্মুখে ভেসে উঠেছে, তাহলে তার জানা প্রয়োজন যে, নক্ষত্র-পূজক, মূর্তি পূজক প্রভৃতি মুশরিকদের বেলাতেও এরূপ ঘটনা অনেক ঘটে থাকে। বস্তুতঃ অতীত কালে এবং বর্তমান মুশরিকদের এ ধরনের বহু ঘটনার বিবরণ বহু সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এরূপ বিশ্বয়কর ঘটনা যদি প্রকৃষ্ট না হতো তা হলে মূর্তি প্রভৃতির পূজায় কেউ কোন দিনই আত্মনিয়োগ করত না।

বিয়ারাতুল কুবর বা কবর বিয়ারতের সঠিক পদ্ধতি

কুরআন মাজীদেই আমরা এর প্রমাণ দেখতে পাই। ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ (‘আ.) আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট প্রার্থনা জ্ঞাপন প্রসঙ্গে বলেন :

﴿اٰتٰنِيْ وَيٰٓاَيُّهَا الَّذِيْٓ اٰتٰنِيْ ۙ اَنْ تَعْبُدَ الْاَصْنَامَ رَبِّ ۚ اِنَّهُمْ اَصْلَٰلٌ كٰثِرٌ ۚ اَمِنْ اِنَّا نَسْتَعِيْذُ بِكَ (البراهيم)

(২১-২০)

“আর আমাকে এবং আমার সন্তানসন্ততিকে তুমি মূর্তি ও প্রতীক পূজা থেকে দূরে রেখো, প্রভু হে! নিশ্চয় ওগুলো (ঐ মূর্তি ও প্রতীকগুলো) বহু মানুষকে গুমরাহ ও পথভ্রষ্ট করে দিয়েছে।” (সূরা ইব্রাহীম ৩৫ ও ৩৬)*

*** নোট :** ইব্রাহীম (‘আ.)-এর এই দু’আ কবুল হয়েছিল। তাঁর দুই পুত্র ইসমাইল (‘আ.) ও ইসহাক (‘আ.) পৌত্তলিকতার সংস্রব থেকে শুধু নিজেরাই দূরে অবস্থান করেন নাই, তারা অন্যকেও মূর্তি পূজা থেকে দূরে রাখার জন্য সংগ্রাম করে গেছেন। ইসহাক (‘আ.)-এর পুত্র ইয়াকুব (‘আ.) জীবনভর এই সাধনায় রত থেকে মৃত্যুর প্রাক্কালে তার পুত্রদের ডেকে যখন জিজ্ঞেস করেন, আমার পরে তোমরা কার ইবাদাত করবে? তখন তারা এক বাক্যে উত্তর দিয়ে ছিলেন, আমরা আপনার প্রভু পরোয়ারদিগারের এবং আপনার পিতৃ পুরুষ-ইব্রাহীম, ইসমাইল ও ইসহাকের সেই এক ও একক আল্লাহরই ইবাদাত করব এবং তাঁরই প্রতি আত্মসমর্পিত মুসলিম আমরা। (সূরা আল-বাকার ১৩৩)

ইয়াকুব (‘আ.)-এর নাবী-পুত্র ইউসুফ (‘আ.) কারাগারে বসেও তাওহীদের শিক্ষা প্রচার করে গিয়েছেন। তিনি কারাগারেই ঘোষণা করেছেন : আমি অনুসরণ করে চলেছি আমার পিতৃ পুরুষ ইব্রাহীমের, ইসহাকের ও ইয়াকুবের মিল্লাতের। আল্লাহর সঙ্গে অন্য কিছুকেই শরীক করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।...

তারপর তিনি কারাগারে তাঁর দুই সঙ্গীকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, “হে আমার কারাগারের সঙ্গীদয়! (বল দেখি!) বহু বিচ্ছিন্ন ঈশ্বরই শ্রেয়, না এক অদ্বিতীয় পরম-পরাক্রান্ত আল্লাহ?”

“তিনি ব্যতীত আর যা কিছুর পূজা অর্চনা তোমরা করে আসছ সেগুলো তো (অবাস্তব) নামমাত্র-যেগুলোর নামকরণ করছে তোমরা এবং তোমাদের পিতৃপুরুষেরা, যার সম্বন্ধে আল্লাহ কোনই সন্দেহ নাশিল করেন নাই। জেনে রাখো, হুকুমের একমাত্র মালিক তো হচ্ছে আল্লাহ। তিনি আদেশ করেছেন, তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারোই বন্দোবী করবে না। এটাই হচ্ছে সত্য ও সুদৃঢ় ধর্ম। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা জানে না।” (সূরা ইউসুফ ৩৮-৪০; অনুবাদক)

যিয়ারাতুল কুবর বা কবর যিয়ারতের সঠিক পদ্ধতি

কথিত আছে যে, ইব্রাহীম (‘আ.)-এর পর মাক্কাহয় প্রথম শিরকের আমদানী করে আমর ইবনে লাহযীল খাযায়ী যাকে রসূল ﷺ দোষখে এই অবস্থায় দেখেছিলেন যে, তার নাড়িভুঁড়ি পড়ে আছে আর সে তা টেনে বেড়াচ্ছে।”

প্রথম প্রথম সে (মাক্কাহয়) ষাড় ছেড়ে দিয়েছিল এবং সে-ই সর্বপ্রথম (মাক্কাহয়) ঘীনে ইব্রাহীম অর্থাৎ খালেস তাওহীদের ধর্মকে মিটিয়ে দিয়েছিল। কথিত আছে যে, সে সিরিয়ায় গিয়ে বাল্কা নামক স্থানে মূর্তি পূজার প্রচলন দেখতে পায়। সেখানে লোকদের মধ্যে এই ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল যে, প্রতিমাগুলো তাদের কল্যাণ বিধান এবং অকল্যাণ ও ক্ষয়ক্ষতি দূরীকরণে সহায়তা করে থাকে। ফলে সে ঐ মূর্তিগুলোকে মাক্কাহয় স্থানান্তরিত করলো। এভাবে সে মাক্কাহয় মূর্তিপূজার মাধ্যমে শিরকের রেওয়াজ প্রবর্তন করল। সে সেখানে সেই সব নিষিদ্ধ কাজের প্রথা জারি করে দিল যা আল্লাহ এবং তাঁর রসূলগণ হারাম করে দিয়েছেন। সেই নিষিদ্ধ কাজগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে : শির্ক, যাদু, না হক খুনখারাবী, ব্যাতিচার, মিথ্যা সাক্ষ্যদান প্রভৃতি। এই সব পাপক্রিয়ায় মানুষ আকৃষ্ট হয় কখনও নফসে আশ্বারার তাকীদে অর্থাৎ অসৎ প্রবৃত্তির তাড়নায় আর কখনও অজ্ঞানতার কারণে।

মনের অসৎ প্রবণতা মানুষকে নিষিদ্ধ কাজের মধ্যে তার জন্য কল্যাণ নিহিত এবং ক্ষয়ক্ষতি থেকে মুক্তির পথ আছে বলে মিথ্যা ধারণা জন্মায়। এই মিথ্যা ধারণার সৃষ্টি না হলে সে কিছুতেই এমন কাজে প্রবৃত্ত হতো না যার ভিতর দূশতঃ কোন কল্যাণ নেই।

অজ্ঞানতার বশবর্তী হয়ে এবং প্রবৃত্তির তাড়নায় শির্ক এবং অন্যান্য নিষিদ্ধ কাজের ফাঁদে কেন মানুষ পা দেয় তার খোলাসা বিবরণ অতঃপর পেশ করা হচ্ছে।

শির্ক ও অন্যান্য নিষিদ্ধ কাজে জড়িত হওয়ার দু’টি প্রধান কারণ : অজ্ঞতা এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ

অজ্ঞতা এবং প্রয়োজনের তাকীদ মানুষকে নিষিদ্ধ কাজের দিকে প্রতাবিত করে। যে ব্যক্তি সত্য সত্যই জ্ঞান রাখে যে, অমুক কাজটি খারাপ ও ক্ষতিকর এবং শরী‘আত নিষিদ্ধ, সে কী করে জেনে শুনে ক্ষতিকর কাজ করতে পারে?

যিয়ারাতুল কুবুর বা কবর যিয়ারতের সঠিক পদ্ধতি

সে সব লোক নিষিদ্ধ কাজ করে চলে তাদের মধ্যে রয়েছে কতক জাহেল এবং নাদান-অজ্ঞ এবং ভালমন্দের বোধ-রহিত। তারা উক্ত কাজের ক্ষতি এবং অনিষ্টকারিতা সম্পর্কে অনুভূতি শূন্য। বাকী লোকের মনে এ বোধ রয়েছে যে, কাজটি অন্যায় কিন্তু তারা উক্ত কাজের প্রতি প্রলুব্ধ এবং এক অন্ধ আবেগে আকর্ষিত। উৎকট কাম ভাব এবং ভোগ প্রবৃত্তি তাদের হৃদয়কে অস্থির এবং চঞ্চল করে তোলে। কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে, কোন নিষিদ্ধ কাজে যে ক্ষতি ও অশুভ পরিণতি নিহিত রয়েছে- উক্ত কাজের সাময়িক আনন্দে ও সন্তোষের মোহে তা আরও বর্ধিত হয়। কী ভয়ঙ্কর পরিণতি তার জন্য অপেক্ষা করছে সে তা মোটেই অনুধাবন করে না। অজ্ঞতার কারণে সে উক্ত ক্ষতি সম্পর্কে অবহিত থেকে যায়। কিংবা ভোগ লিপ্সা তার উপর প্রাধান্য বিস্তার করে একেবারে অন্ধ করে ফেলে। সে তার প্রবৃত্তির কেনা গোলামে পরিণত হয়। সে যা হক এবং প্রকৃত সত্য তা মোটেই অনুধাবন করতে পারে না। কেননা (হাদীসে এসেছে)

حُبُّكَ الشَّيْءَ يُغْنِي وَيُضْمُ-

“কোন বস্তুর প্রেম অথবা কোন বস্তুর প্রতি অনুরাগ তোমাকে অন্ধ এবং বধির করে ফেলে। এজন্যই বলা হয়েছে, সাহেবে ইল্ম তথা বিদ্বান ও জ্ঞানী ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে থাকে।”

আবু আলীয়া বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ এর সহাবীগণকে এই আয়াতের অর্থ এবং তাৎপর্য জিজ্ঞেস করি :

﴿إِنَّمَا الْقُوَّةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَكُونُونَ مِنْ قَرِيبٍ﴾ (النساء)

(১৭)

“বস্তৃতঃ আল্লাহ সেই সব লোকের প্রতি প্রত্যাবর্তিত হন, তাদের তাওবাহ কবুল করেন যারা অপকর্ম করে থাকে অজ্ঞতা বশতঃ তারপর (সে সম্পর্কে সচেতন হওয়ার পর) শীঘ্রই (আল্লাহর দিকে ফিরে গিয়ে) তাওবাহ করে থাকে।

[আল্লাহ কবুল করে থাকেন এই শ্রেণীর লোকদের তাওবাহ, আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।]” (সূরা আন-নিসা ১৭)

বিয়ারাতুল কুবর বা কবর বিয়ারতের সঠিক পদ্ধতি

আবু আলীয়া সহাবীগণের নিকট থেকে এই আয়াতের তাৎপর্য সম্পর্কে যে উত্তর পেয়েছিলেন তা এখানে উল্লেখিত হয়নি।

(তবে অন্যত্র দেখা যায় যে, সহাবীরা বলতেন যে, মানুষের দ্বারা যে স্তন্যের কাজই সংঘটিত হয়ে থাকে তা ঘটে থাকে জাহেলী তথা অজ্ঞতা এবং জ্ঞানবিভ্রমের জন্যই।)

শরী'আতে যে সব কাজ নিষেধ হয়েছে তাতে (অপপ্রভাব-বিস্তারী) কী কী ক্ষতি নিহিত রয়েছে এবং শরী'আতে যে সব কাজের আদেশ প্রদান করা হয়েছে তাতেই বা কী কী (শুভ প্রভাব বিস্তারী) কল্যাণ রয়েছে সে সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনার স্থান এটা নয়। তবে মুমিন ব্যক্তির জন্য এটুকু জেনে রাখাই যথেষ্ট যে, আল্লাহ তা'আলা যে সব কাজের হুকুম দিয়েছেন সেগুলো হয় পুরাপুরি কল্যাণের প্রতীক নতুবা তার ভিতরে রয়েছে কল্যাণের আধিক্য। আর যে সব কাজ তিনি করতে নিষেধ করেছেন তা হয় পুরাপুরি অকল্যাণের প্রতীক নতুবা তাতে অকল্যাণের আধিক্য রয়েছে। এখানে জেনে রাখা প্রয়োজন যে, আল্লাহ তা'আলা যে সব কাজের জন্য মনুষ্য জাতিকে নির্দেশ প্রদান করেছেন তাতে এরূপ মনে করার কারণ নেই যে, তাতে আল্লাহ তা'আলার নিজের কোন প্রয়োজন রয়েছে বরং তাতে মানুষের নিজেরই কল্যাণ ও উপকার রয়েছে। আর যে কাজ করতে তিনি নিষেধ করেছেন, তার একমাত্র কারণ হচ্ছে এই যে, তা করলে মানুষ নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এজন্যই রসূলুল্লাহ ﷺ এর পরিচয় প্রদান করতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ ফরমিয়েছেন :

﴿يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ

الْحَبَائِثُ﴾ (اعراف : ১০৭)

“রসূল ﷺ তাদেরকে সৎকর্মের নির্দেশ দেন ও অসৎ কর্ম থেকে বারণ করেন আর পবিত্র জিনিসকে হালাল করেন এবং অপবিত্র বস্তুকে হারাম করে দেন।” (সূরা আরাফ ১৫৭)

এখন কবরের আলোচনায় প্রত্যাভর্তন করা যাক। মুসলিমদের সর্বসম্মত অভিমত অনুসারে কবর মাজারে তা যে কোন ওলী-আউলিয়া, পীর পয়গাম্বরের

যিয়ারতুল কুবুর বা কবর যিয়ারতের সঠিক পদ্ধতি

হোক না কেন হাত রাখা, চুম্বন করা, তাতে মুখ-গাল স্পর্শ করানো নিষিদ্ধ। প্রাথমিক যুগের কোন উদ্ভূত এবং সে যুগের কোন ইমাম এরূপ কখনও করেননি। এ হচ্ছে এক প্রকারের শির্ক। যেমন আব্বাহ তা'আলা এরশাদ ফরমিয়েছেন :

﴿وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا﴾
(النح : ২২-২৪)

নূহের কউমের লোকেরা তাদের স্বজাতিকে বলত, “নিজেদের আরাধ্য ঈশ্বরকে কোন মতেই বর্জন করবে না, বিশেষতঃ ওয়াদাকে, সুওয়াকে এবং ইয়াগুসকে, ইয়াউককে এবং নাসুরকে। তাদের প্রধানগণ (এভাবে) বহু লোককে পথভ্রষ্ট করেছে।” (সূরা নূহ ২৩ ও ২৪)

এ সম্পর্কে প্রথমেই আলোচনা করা হয়েছে যে, উপরের উদ্ধৃত ওয়াদা, সুওয়া প্রভৃতি নূহ (আ.)-এর কউমের পূর্ব পুরুষদের কতিপয় সাধু ব্যক্তির নাম ছিল। কালক্রমে তাদের মাজার মানুষের যিয়ারত এবং ই'তিকাফের স্থানে পরিণত হয় এবং গোরপূজায় এর শেষ পরিণত ঘটে। সর্বশেষে মানুষ তাদের মূর্তি তৈরী করে মূর্তি পূজা শুরু করে দেয়।

বুয়ুর্গ ব্যক্তিদের প্রতি অন্ধ ভক্তির এই অন্তত পরিণতির কারণেই মাজার সমূহের স্পর্শ, চুম্বন, তার উপর মুখমণ্ডল মিলানো প্রভৃতি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে নিষিদ্ধ হয়েছে। বিশেষ করে যখন এই সব কাজের সঙ্গে কবরে-মাজারে শায়িত মৃত ব্যক্তিকে ডাকা, তার নিকট ফরিয়াদ পেশ এবং প্রার্থনা জ্ঞাপন সংযুক্ত হয়।

আমি ইতোপূর্বেই এই সমস্ত বিষয় পর্যালোচনা করেছি এবং সেখানেই কবর সমূহের যিয়ারত উপলক্ষে যে সব শিকী কার্য সংঘটিত হয়ে থাকে তার উপর আলোকপাত করেছি। তাতে শরয়ী যিয়ারত এবং বিদআতী যিয়ারতের পার্থক্য নির্দেশ করে শেষোক্ত যিয়ারতে নাসারাদের সঙ্গে গোরপোরস্ত ব্যক্তিদের মিল দেখিয়েছি এবং এটা যে তাদের অন্ধ অনুকরণের ফলশ্রুতি তাও দেখিয়ে দিয়েছি।

যিয়ারাতুল কুবর বা কবর যিয়ারতের সঠিক পদ্ধতি

পীর এবং বুযুর্গদের সম্মুখে মাথা অবনমিত করা, মাটি চুমা খাওয়া এবং এই ধরনের অন্যান্য কাজ নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে ইমামগণের মধ্যে কোনই মতভেদ নেই। বরং আল্লাহ ছাড়া অপর কারোর সামনে শুধু মাথা ঝুকানোও সিদ্ধ নয়। মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বল এবং অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে মু'আয ইবনে জাবাল (রাযি.)-এর যে ঘটনা বিবৃত হয়েছে তাতে দেখা যায় যে, তিনি সিরিয়া থেকে মাদীনাহুয় ফিরে এসে রসূলুল্লাহ ﷺ এর সম্মুখে সিজদা ক'রে ফেললেন। রসূল ﷺ বললেন, মু'আয! তুমি এ কী কাণ্ড করলে? তখন মু'আয (রাযি.) আরম্ভ করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি সিরিয়ার অধিবাসীদেরকে দেখে এলাম যে, তারা তাদের পাদ্রী এবং অন্যান্য মান্য ব্যক্তিদের সিজদা করে থাকে। তারা এই কাজের সমর্থনে বলে যে, এরূপ সিজদা পূর্ববর্তী নাবীদের যুগ থেকে চলে আসছে। রসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করলেন- জেনে রাখো, হে মু'আয! এটা সত্যের অপলাপ, তাদের এক মিথ্যা ভাষণ। আমি যদি মানুষকে সিজদা করার হুকুম দিতাম, তা হলে জ্ঞীদেরকে তাদের স্বামীদের সিজদা করতে বলতাম, কেননা জ্ঞীদের উপর স্বামীদের বড় রকম হুকুম রয়েছে। (কিন্তু যেহেতু আল্লাহ ছাড়া কোন মানুষই অপর কোন মানুষের সিজদা পেতে পারে না। তাই এ ধরনের হুকুম আমি দিতে পারি না।)

তারপর তিনি ﷺ বললেন, হে মু'আয! আমার মৃত্যুর পর যখন আমার কবরের পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করবে, তখন কি (কবরের উদ্দেশ্যে) সিজদা করবে? মু'আয (রাযি.) বললেন, “না”। তখন রসূল ﷺ বললেন, হ্যাঁ, কখনো তা করবে না।

বরং এর চাইতেও বড় হুঁশিয়ারী রয়েছে নিম্নোক্ত ঘটনায়।

সহীহ বুখারীতে জাবির (রাযি.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে দেখা যায় যে, রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর রুগ্ন অবস্থায় বসে বসে যখন নামায পড়ছিলেন, তখন তাঁর পশ্চাতে সহাবীগণ কাতার বেঁধে দণ্ডায়মান অবস্থায় নামায পড়তে যাচ্ছিলেন। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকেও বসে নামায পড়ার হুকুম দিলেন। তারপর ইরশাদ ফরমালেন, অনারবরা যেভাবে একে অপরের তা'যীম করে থাকে, তোমরা আমাকে সেরূপ তা'যীম করো না। তারপর বললেন, যে ব্যক্তি তার

যিয়ারাতুল কুবর বা কবর যিয়ারাতের সঠিক পদ্ধতি

সম্মুখে লোকেদের দণ্ডবৎ নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে খুশী হয়, সে যেন দোষখে তাঁর বাসস্থান ঠিক করে নেয়।

এখন চিন্তা করে দেখুন, যখন রসূল ﷺ অনারবদের মধ্যে প্রচলিত বড়দের প্রতি সম্মানার্থে দাঁড়ানোর প্রথাকে এতদূর অপছন্দ করেছেন এবং তাদের সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপিত হয় এমন কাজ থেকে এত অধিক পরহেয করেছেন যে, তিনি বসে নামায পড়ানো অবস্থায় তাঁর পশ্চাতে সহাবাগণের দাঁড়িয়ে নামায পড়া বন্ধ করে দিয়ে বসে পড়তে বললেন। এটা এজন্য করলেন যে, যারা তাদের বুয়ুর্গ ও মান্য ব্যক্তিদের সম্মানার্থে দণ্ডায়মান হয় তাদের অনুকরণ যেন মুসলমানরা না করে। এছাড়া তিনি পরিষ্কার বলে দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি তার সম্মানার্থে লোকদের দাঁড়ান দেখে খুশী হয়, দোষখে প্রবেশ ছাড়া তার গত্যন্তর নেই। এই যদি হয় নিষেধাজ্ঞার পরিসর, তাহলে পীর বুয়ুর্গদের সিজদা করা, তাদের সামনে মাথা নোয়ানো এবং হাত চুম্বন করা কী করে জাযিয় হবে?

‘উমার ইবনে আব্দুল আযীয- যিনি পৃথিবীর বুকে আল্লাহ্র খলীফা ছিলেন, তিনি এমন সব কর্মচারী নিযুক্ত করেছিলেন যাদের কাজই ছিল দরবারে প্রবেশকারীদের মাটি চুম্বন দেয়ার প্রথা পালনে বাধা দেয়া। সে সত্ত্বেও যারা সেরূপ করতো তাদের তারা শায়েস্তা করতেন।

মোট কথা, কিয়াম (দাঁড়ান) ক’উদ (বসা), রুকু এবং সিজদা সম্পূর্ণরূপে একমাত্র আসমান ও যমীনের স্রষ্টা একক আল্লাহ্রই প্রাপ্য- তাঁরই খাস অধিকার। আর যে বস্তুতে একমাত্র আল্লাহ্রই হক- সেখানে অন্য কারোর বিন্দুমাত্রও অংশ নেই।

এমনকি শপথ করার মত একটি চিরাত্যন্ত কাজ যা মানুষ অহরহ করে থাকে-একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অপর কারোর নামেই করা চলবে না। অন্য কারোও নামে কসম খাওয়া কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

বুখারী এবং মুসলিমের রিওয়াযাতে আছে- রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت-

যিয়ারাতুল কুবুর বা কবর যিয়ারতের সঠিক পদ্ধতি

“যে ব্যক্তি শপথ করবে- সে যেন শপথ করে আল্লাহর নামে নতুবা সে নীরব থাকবে, অন্য কোন শপথই উচ্চারণ করবে না।”

অন্য হাদীসে আছে :

من حلف لغير الله فقد اشرك-

“যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন নামে কসম খায়, সে শির্ক করে থাকে।”

বস্তুতঃ সব রকম ইবাদাত একমাত্র আল্লাহর জন্যই সুনির্দিষ্ট, একমাত্র লা শরীক আল্লাহরই তা প্রাপ্য, অন্য কারোর কোনই হক নেই তাতে।

আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেছেন :

﴿وَمَا أَمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ خُنْفَاءً وَيَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا

الرَّكَاعَةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ﴾ (البينة : ০)

“বস্তুতঃ ভাদেরকে তো এই আদেশই দেয়া হয়েছিল যে, ধীনকে তারা খালেস করে নিবে শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য-একনিষ্ঠভাবে এবং কায়িম করবে নামাযকে এবং প্রদান করতে থাকবে যাকাত আর প্রকৃত প্রস্তাবে এটাই হচ্ছে সুদৃঢ় ধর্মমত।” (সূরা বাইয়িনাহ ৫)

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূল ﷺ বলেছেন যে, আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের জন্য তিনটি বস্তু পছন্দ করেন, সেগুলো এই :

(১) أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا.

১। “তোমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করো আর ইবাদাতে কাউকে তাঁর সঙ্গে শরীক করো না।”

(২) أَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا.

২। “সকলে সম্মিলিতভাবে আল্লাহর রশিকে (কুরআন এবং ভার ব্যাখ্যারূপী সুন্নাহকে) দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকবে আর তোমরা ফিকায় ফিকায় বিভক্ত হয়ে যেয়ো না।”

যিয়ারাতুল কুবর বা কবর যিয়ারতের সঠিক পদ্ধতি

(৩) وَأَنْ تَنَا صَحُوا مِنْ وَلَاءِ اللَّهِ أَمْرَكُمْ.

৩। “আর আল্লাহ যাকে তোমাদের উপর শাসন কর্তৃত্ব প্রদান করেছেন, তোমরা তার কল্যাণ কামনা করবে (তার অমঙ্গল কামনা করবে না, বিদ্রোহ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কাজে যাবে না)।”

এ কথা সুবিদিত যে, ধীনকে একমাত্র আল্লাহর জন্য খালস করে দেয়াই ইবাদাতের তথা আনুগত্যের মূল কথা। এ জন্য রসূল ﷺ প্রকাশ্য, গোপন, ছোট, বড় সব রকম শির্ক ও শিকী কাজে জড়িত হতে কঠোরভাবে নিষেধ করে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। এমনকি বহু সূত্রে বর্ণিত (মুতাওয়াতির) হাদীসে বিভিন্ন শব্দে সূর্যের উদয় ও অস্ত যাওয়ার সময়ে নামায পড়তে (সিজদা করতে) তিনি নিষেধ করেছেন।

কখনও তিনি বলেছেন :

لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها-

“সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের নির্দিষ্ট সময়ে তোমরা ইচ্ছা করে নামায পড়ো না। আবার কখনও বা তিনি ফজরের উদয় (ফজরের নামায পড়া) এর পর থেকে সূর্য পূরাপুরি না উঠা পর্যন্ত এবং আসরের নামাযের পর থেকে সূর্য পূরাপুরি অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত নামায পড়তে নিষেধ করেছেন।”

আবার কখনও বা একথাও জানিয়ে দিয়েছেন যে,

ان الشمس اذا طلعت طلعت بين قرني الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار.

“নিশ্চয় সূর্য যখন উদিত হয়-তখন শয়তানের দুই শিং এর মধ্যস্থল দিয়ে উদিত হয়। আর সেই সময় কাফিরেরা সূর্যকে সিজদা করে থাকে।”

এই সময় নামায আদায় করতে এজন্যই নিষেধ করা হয়েছে যে, তাতে করে মুশরিকদের সঙ্গে সময়ের দিক দিয়ে সামঞ্জস্য দেখা দেয়। কেননা তারা সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের সময় সূর্যকে সিজদা করে থাকে আর সে সময় শয়তান সূর্যের নিকটে অবস্থান করে- যাতে কবে মানুষের সিজদা তার জন্য হয়ে যায়।

বিয়ারাতুল কুবুর বা কবর বিয়ারতের সঠিক পদ্ধতি

মুশরিকদের সঙ্গে এতটুকু সামঞ্জস্যের ব্যাপারকেও যখন কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে তখন মুশরিকদের সঙ্গে অন্যান্য ব্যাপারে সামঞ্জস্য রেখে অথবা তাদের দেখাদেখি শির্ক ও শিকীয়ানা কাজে জড়িত হয়ে পড়া কত বড় অপরাধ তা চিন্তা করে দেখা প্রয়োজন।

রসূলুল্লাহ ﷺ কে আহলে কিতাবদের উদ্দেশ্যে যে কথা ঘোষণা করার জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, এই প্রসঙ্গে তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ (আল عمران : ৬৪)

“বলুন (হে রসূল!) হে আহলে কিতাব (ইয়াহুদী, নাসারাগণ) তোমরা আসো এমন এক কথায় যা তোমাদের এবং আমাদের মধ্যে একই (অর্থাৎ যা একটা কমন প্ল্যাটফর্ম রূপে ব্যবহৃত হতে পারে) আর সেটা হচ্ছে এই যে, আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারোরই ইবাদাত করব না-কারোরই আনুগত্য বরণ করব না, তার সঙ্গে অপর কাউকে শরীক করবে না এবং আমাদের কেউই আল্লাহ ব্যতীত অপর কাউকেই রবরূপে গ্রহণ করব না। তারা যদি এই ব্যাপারে বিমুখ হয় (রাজী না হয় এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়) তাহলে বলুন : তোমরা এই বিষয়ে সাক্ষী থাক যে, আমরা হচ্ছি মুসলমান-একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণকারী।” (সূরা আলু ইমরান ৬৪)

এই সম্বোধন এজন্য করা হয়েছে যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুকে প্রভুরূপে মেনে নেয়ার ব্যাপারে উভয়ের (ইয়াহুদী ও নাসারাগণের) মধ্যে সামঞ্জস্য রয়েছে। আব আমরা মুসলমানগণ এ ধরনের কাজে লিপ্ত হতে কঠোর নিষেধ বাণী পেয়েছি, কাজেই যারা রসূলুল্লাহ ﷺ এর হিদায়াত বা সহাবাগণের অনুসৃত পথ এবং তাবিয়ীদের অবলম্বিত পন্থা (রিযওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমায়ীন) ছেড়ে নাসারা এবং ইয়াহুদীদের তরীকাকে অবলম্বন এবং তাদের পথের অনুসরণকে প্রেয় ও শ্রেয় মনে করে বেছে নেয়, তারা নিশ্চিতভাবে আল্লাহর এবং তাঁর রসূল

যিয়ারাতুল কুবুর বা কবর যিয়ারতের সঠিক পদ্ধতি

ﷺ এর হুকুম আহকাম হেলায় প্রত্যাখ্যান করে থাকে। এটা নিশ্চিতভাবে আল্লাহ এবং তার রসূল ﷺ এর জঘন্য নাফরমানি।

কতক লোক এমন রয়েছে যারা বলে, “আল্লাহর বারকাতে এবং আপনার কল্যাণে আমার কাজ সুসম্পন্ন হয়েছে”। জেনে রাখা প্রয়োজন যে, এ ধরনের কথা শরী‘আতের সম্পূর্ণ খেলাফ। কেননা কার্যে সিদ্ধিদানের ব্যাপারে আল্লাহর সঙ্গে কেউ শরীক হতে পারে না।

এ ব্যাপারেও রসূলুল্লাহ ﷺ এর পথ নির্দেশ সুস্পষ্ট। যখন কোন এক ব্যক্তি কোন এক প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ ﷺ কে লক্ষ্য করে বললেন :

ما شاء الله وشئت.

“আল্লাহ এবং আপনি যা ইচ্ছা করেন।”

তখন এ কথা শুনে রসূল ﷺ বললেন,

اجعلتنى لله ندا بل ما شاء الله وحده.

“কী! তুমি আমাকে আল্লাহর শরীক বানিয়ে দিলে? এরূপ না বলে তুমি বরং বল, একমাত্র আল্লাহ এককভাবে যা ইচ্ছা করেন।”

অন্যত্র তিনি তাঁর সহচরবৃন্দকে লক্ষ্য করে বলেন,

لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد.

“এ কথা বলো না যে, আল্লাহ এবং মুহাম্মাদ ﷺ যা ইচ্ছা করেন, বরং বলো : আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তৎপর (আল্লাহর ইচ্ছা মূতাবেক) মুহাম্মাদ ﷺ যা যা ইচ্ছা করেন।”

এক হাদীসে বলা হয়েছে, কোন এক ব্যক্তি মুসলমানদের একটি দলকে লক্ষ্য করে বললো, তোমরা যদি আল্লাহর সঙ্গে শরীক না বানাতে তবে তোমরা কত সুন্দর জাতিই না হতে। কিন্তু তোমরা বলে থাকো :

ما شاء الله وشاء محمد.

“যা আল্লাহ ইচ্ছা করেন এবং যা মুহাম্মাদ ﷺ ইচ্ছা করেন।”

যিয়ারাতুল কুবর বা কবর যিয়ারতের সঠিক পদ্ধতি

অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ বলতে নিষেধ করে দিলেন।

সহীহ বুখারীতে যাসিদ ইবনে খালিদ (রাযি.) থেকে রিওয়ায়াত এসেছে :

قال صلى لنا رسول الله صلعم صلاة الفجر با لحديبة فى اثر سماء من الليل فقال اتدرون ماذا قال ريكم الليلة قلنا الله ورسوله اعلم، قال اصبح من عبادى مؤمن بى، كافر بالكواكب ومومن بالكواكب كافر بى، فاما من قال مطرذا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بى كافر بالكواكب واما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بى مو من بالكواكب.

নাবী ﷺ হৃদয়বিষায় আমাদের নিয়ে ফজরের নামায পড়লেন, ঐ রাতে বৃষ্টি হয়ে গেছে। নামাযের পর রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা কি জান যে, গত রাতে তোমাদের প্রভু কী বলেছেন? আমরা বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রসূলই উত্তম জানেন। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন যে, আল্লাহ বলেছেন : “আজকের রাতে আমার বান্দাদের মধ্যে কতক আমার প্রতি ঈমান রাখে আর নক্ষত্র (পরন্তী)-কে অস্বীকার করে, আবার কতক এমন রয়েছে যারা নক্ষত্রের প্রতিই ঈমান রাখে এবং আমাকে ইনকার করে- অর্থাৎ আমার কুদরতী শক্তিকে অস্বীকার করে। (তারপর আল্লাহ বলেন) যারা (মনে দৃঢ় আস্থা রেখে) বলে যে, আল্লাহর অনুগ্রহ এবং দয়াতেই বৃষ্টি হয়েছে, তারা আমার প্রতি (প্রকৃত প্রস্তাবে) ঈমান রাখে এবং নক্ষত্র পূজা থেকে নিজেদেরকে সুরক্ষিত রাখে। আর যারা এই ধারণা পোষণ করে যে, অমুক অমুক নক্ষত্র রাশির যোগাযোগের ফলে বৃষ্টি হয়েছে, তারা আমার উপর অনাস্থা প্রকাশ করে এবং নক্ষত্রের উপরই ঈমান রাখে।”

অনুধাবন করা প্রয়োজন যে, প্রকৃতির রাজ্যে আল্লাহ তা‘আলা যে সব কার্য-কারণ ও ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া চালু রেখেছেন সেগুলো সবই তাঁর হুকুমবরদার, তাঁর ইচ্ছা এবং ইজ্জিতেই সব কিছু ঘটে থাকে, ওগুলোর কোনটিকেই তাঁর শরীক ও সাহায্যকারীরূপে মনে করা যাবে না। যারা বলে থাকে, “অমুক কাজটি অমুক বুয়ুর্গের বারকাতে সম্পন্ন হয়েছে”-তাদের এই কথার তাৎপর্য কয়েক রকম হতে

ঝিয়ারাভুল কুবুর বা কবর ঝিয়ারভেঁর সঠিক পদ্ধতি

পারে। প্রথম, এর অর্থ দু'আ হতে পারে, এই তাৎপর্য গ্রহণ মোটেই আপত্তিকর নয়। বুয়ুর্গ ব্যক্তিদের দু'আ আল্লাহর নিকট কবুল হয়ে থাকে, বিশেষ করে এক অনুপস্থিত ব্যক্তির দু'আ অনুপস্থিত ব্যক্তির জন্য খুব দ্রুত ফলপ্রসূ হয়ে থাকে।

দ্বিতীয়, এর অর্থ হয় : বুয়ুর্গ ব্যক্তির সাহচর্যে ইলমী ও 'আমলী কল্যাণ লাভ হয়ে থাকে। এই অর্থও বাস্তব ও সত্য। জ্ঞানী ও নিষ্ঠাবান সং কর্মশীল বুয়ুর্গ ও ব্যক্তির সাহচর্যে যারা আসেন সেই জ্ঞানবুদ্ধ, উন্নত-চরিত্র ও অমলিন ব্যক্তিত্বের প্রভাবে প্রভূত কল্যাণ লাভ করে থাকেন। এগুলো এবং এই ধরনের অন্য কোন অর্থ হলে তাও হবে বিস্তদ্ধ-দোষ বিবর্জিত। এতে আপত্তির কোন কারণ নেই।

তৃতীয়, যখন বারকাত হাসেল থেকে অর্থ গ্রহণ করা হয় যে, মৃত বা অনুপস্থিত বুয়ুর্গের নিকট আবেদন নিবেদন পেশ করে কল্যাণ লাভ করা যায়, তখন সে অর্থ হবে বাতিল, অন্যায় ও অমূলক। কারণ সে অবস্থায় মৃত সেই অক্ষম। কারণ তখন তার দ্বারা কোন কল্যাণ লাভ করা সম্ভব নয়, কোন রূপ প্রভাব বিস্তারে তার কোনই ক্ষমতা নেই। অথবা যখন উদ্দেশ্য হয় নাজারিয় বিদ'আতী কোন কাজ, তখন বুয়ুর্গ ব্যক্তি ঐ আহবানকারীর আহবানে সাড়া দেন না দিতে পারেন না। এ ধরনের অন্য তাৎপর্যও বাতিল। তবে এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য বরণের জন্য সুন্নত-সম্মত কোন বাস্তব আমল এবং মুমিনদের একের জন্য অপরের দু'আ করা দুনিয়া ও আখিরাত উভয় লোকের জন্য কল্যাণপ্রদ এবং এই কল্যাণ লাভ সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়ার উপর নির্ভরশীল।

কুতুব, গাউস প্রভৃতি সম্পর্কে জনসাধারণের ভ্রান্ত ধারণা এবং তার নিরসন

ফতোয়া জিজ্ঞাসাকারী তার প্রশ্নে কুতুব, গাউস প্রভৃতি সম্পর্কে যে কথা জানতে চেয়েছেন তার জওয়াব হচ্ছে এই :

এই ব্যাপারে লোকদের মধ্যে অনেক দলই- গাউস, কুতুব এর অস্তিত্বের সমর্থক, তারা তাদের বিশ্বাসের যে ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে তা সম্পূর্ণ বাতিল, দ্বীন

বিদ্বানরাহুল কুবর বা কবর বিদ্বানদের সঠিক পদ্ধতি

ইসলাম তথা ইসলামের মূল উৎস কুরআন ও হাদীসে-সহীহায় তার কোনই সমর্থন মিলে না।

দৃষ্টান্ত পেশ করছি। কতক লোকে এই ধারণা পোষণ করে থাকেন যে, গাউস এমন এক সত্তা যার মাধ্যমে আল্লাহর সৃষ্ট জীবসমূহের রিয়ক অর্থাৎ জীবিকা অর্জিত হয়ে থাকে আর তাদের সাহায্যেই দুশমনের বিরুদ্ধে সহায়তা অর্জিত হয়ে থাকে! এমন কি উর্ধ্ব লোকের ফেরেশতা এবং পানির গর্ভে সঞ্চারমান মৎস্যসমূহও তার ওয়াসীলাতেই সাহায্য লাভ করে থাকে। জেনে রাখা প্রয়োজন যে, এটা এমন এক কথা যা নাসারাগণ ইসা ('আ.) সম্বন্ধে বিশ্বাস পোষণ করে থাকে আর রাফীযীরা (গালিয়াগণ) আলী (রাযি.) সম্বন্ধে এ ধরনের ইতিবাদ পোষণ করে। আর এ হচ্ছে সুস্পষ্ট কুফর। যারা এ রকম গুমরাহীর কথা কলবে তাদেরকে বলতে হবে, তাওবাহ কর। যদি তাওবাহ করে, ভাল। কিন্তু জীব সমূহের মধ্যে এমন কেউ নেই- না ফেরেশতাদের মধ্যে, না কোন মানুষের মধ্যে- যার ওয়াসীলায় আল্লাহর কোন সৃষ্ট জীবের সাহায্য লাভ হয়ে থাকে। এ ধরনের কথা মুসলমানদের সর্বসম্মত রায় অনুসারে কুফরের পর্যায়ভুক্ত।

কতক লোক বলে থাকে যে, পৃথিবীতে ৩১০ জনের কিছু বেশী এমন সত্তার অস্তিত্ব রয়েছে যাদেরকে বলা হয় নুজাবা (নজীব)।

এদের মধ্যে বেছে ৭০ জনকে নির্বাচিত করা হয় যাদেরকে বল হয় নুকাবা (নকীব)। এই ৭০ জনের মধ্যে রয়েছেন ৪০ জন এমন পুরুষ যাদের বলা হয় আবদাল, আবার তাদের মধ্যে রয়েছেন ৭ জন আকতাব (কুতুব) এই ৭ জনের মধ্যে আছেন ৪ জন যাদের বলা হয় আওতাদ, অতঃপর ঐ চার জনের মধ্যে আছেন এক ব্যক্তি সত্তা যার নাম গাউস- তিনি অবস্থান করেন মাঝাহ মুয়াযযমায়। দুনিয়ার বাসিন্দাদের উপর যখন খাদ্য অথবা অন্য কোন ব্যাপারে কোন বালা-মুসীবত নাযিল হয়ে যায়, তখন তারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে বিপদ নিরসনের জন্য প্রথমোল্লিখিত নুজাবাদের দিকে প্রত্যাবর্তিত হয় যাদের সংখ্যা ১৩০ জন এর কিছু উপরে। অতঃপর নুজাবাগণ ৭০ জন নুকাবার দিকে, সেই ৭০ জন নুকাবা ৪০ জন আবদালের দিকে, তারা আবার ৭ জন আকতাবের

যিয়ারাতুল কুবুর বা কবর যিয়ারতের সঠিক পদ্ধতি

নিকট তারা পুনঃ ৪ জন আওতাদের নিকট এবং সর্বশেষে তারা তাদের সর্বোচ্চ ব্যক্তি-সত্তা গাউসের দিকে খাতিত হয় ।

কতক লোক উল্লেখিত সংখ্যা, নাম এবং পদমর্যাদার মধ্যে কিছু কমবেশী ও পার্থক্য করে থাকে । কেননা তাদের সম্বন্ধে বহু রকম উক্তি শুনতে পাওয়া যায় । বহু অজুত এবং উদ্ভট কথাও তাদের সম্বন্ধে প্রচারিত হয়ে থাকে । কেউ বলে, গাউস এবং যুগের খিয়র ('আ.)-এর নামে আসমান থেকে মাক্কাহ মুয়াযযমায় একটা সবুজ পত্র অবতীর্ণ হয়ে থাকে । এ ধারণা ঐ সব লোক পোষণ করে থাকে যাদের বিশ্বাস হচ্ছে এই যে, খিয়র বেলায়েতের একটি পর্যায় । তাদের মতে প্রত্যেক যুগে একজন করে খিয়র থাকেন । খিয়র সম্বন্ধে তাদের দু' রকম কথা শুনতে পাওয়া যায় আর এগুলো সমস্তই বাতিল, প্রত্যাখ্যাত এবং অযোগ্য । কেননা, আল্লাহর কিতাব কুরআন মাজীদে এবং রসূলুল্লাহ ﷺ এর সুন্নাতে এর কোন তিস্তি নেই । সালফে- সালিহীনের মধ্যে কেউ এ ধরনের কথা বলে যাননি । এ ধরনের কোন কথা না বলেছেন শরী'আতের কোন ইমাম, না পূর্ব যুগের মা'রফতের কোন বড় মাশায়েখ ।

আর এ কথা কে না জানে যে, সৃষ্ট জীব তথা মনুষ্যকুলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ যে সত্তা সেই মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ এবং তার শ্রেষ্ঠ চার শিষ্য সিদ্দীকে আকবর, ফারুকে আযম, উসমান যুন নূরাইন এবং আমীরুল মুমিনীন আলী (রাযি.) ছিলেন নাবীদের পর মর্যাদার শ্রেষ্ঠ, কিন্তু এঁরা সবাই মাক্কাহ ছেড়ে মাদীনাহয় অবস্থান কবে গেছেন । এঁদের মধ্যে কেউই (হিজরতের পর থেকে শেষ নিশ্বাস ত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত) মাক্কাহয় বসবাস করেননি ।

কেউ কেউ মুগীরা ইবনে শু'বার গোলাম হেলাল সম্বন্ধে বলে থাকে যে, তিনি সাতজন কুতুবের এক ছিলেন তারা এর সমর্থনে একটা 'হাদীসও' পেশ করে থাকে । কিন্তু সেই 'হাদীসটি' হাদীস-শাস্ত্র বিশারদদের সর্বসম্মত মতে বাতিল ।

এ ধরনের কতিপয় হাদীস যদিও আবু নায়ীম (রহ.) হিলিয়াতুল আওলিয়া গ্রন্থে এবং শাইখ আবু আবদুর রহমান আসসালমা তার কোন কোন গ্রন্থে রিওয়াযাত করেছেন, তার দ্বারা ধোঁকায় পড়া এবং নিজেদেরকে বিভ্রান্তিতে ফেলা

বিয়ারাতুল কুবুর বা কবর বিয়ারতের সঠিক পদ্ধতি

উচিত নয়। কেননা, তাদের এসব সঙ্কলিত গ্রন্থে একদিকে যেমন সহীহ এবং হাসান হাদীস সঙ্কলিত হয়েছে- তেমনি তাতে যঈফ, মাউযু এবং মিথ্যা হাদীসও স্থান পেয়েছে- যেগুলোর প্রক্ষিপ্ত হওয়া সম্বন্ধে হাদীসাবিজ্ঞান আলিমদের মধ্যে কোনই মতভেদ নেই।

হাদীস সংকলকগণের মধ্যে কেউ কেউ যেরূপ রিওয়ায়াত শ্রবণ করেছেন, ঠিক সেরূপই লিপিবদ্ধ করেছেন- তারা কোন রিওয়ায়াত সহীহ, কোনটি বাতিল সে সব বিচার বিবেচনা করার ও পরীক্ষা করে দেখার প্রয়োজন বোধ করেননি। অপরপক্ষে সত্যনিষ্ঠ আহলে হাদীসগণ তথা মুহাক্কিক মুহাদ্দিসগণ কখনই এরূপ করতেন না। তারা হাদীস পরীক্ষা করে দেখতেন এবং তাদের বিচারে যেগুলো মওযু-জাল এবং বাতিল বলে সাব্যস্ত হত তারা রিওয়ায়াত করতেন না। কারণ তারা সহীহ বুখারীতে রসূল ﷺ এর এই হাদীস সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিলেন যাতে বলা হয়েছে :

من حدث عني بحديث وهو يرى انه كذب فهو احد الكاذبين.

“যে ব্যক্তি এমন এক হাদীস রিওয়ায়াত করে যে হাদীস সম্পর্কে তার ধারণা এই যে, তা মিথ্যা, সে ব্যক্তি মিথ্যাবাদীদের অন্যতম।”

মোট কথা, প্রত্যেক মুসলমানই জানে যে, ব্যঞ্চিত কোন বস্তুর জন্য একমাত্র আল্লাহর কাছেই আবেদন জানাতে হয় অথবা আসমানী কোন বালা মুসীবত যখন নাযিল হয়, তখনই সেই ভয় ও বিপদ থেকে উদ্ধার লাভের জন্য আল্লাহর নিকটে নিবেদন পেশ করতে হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, বৃষ্টির যখন একান্ত প্রয়োজন তখন বৃষ্টি না হলে তারা ইসতিস্কার নামায পড়ে (সময়মত শস্য উৎপাদনের জন্য) পানি বর্ষণের প্রার্থনা জানায়। আর চন্দ্র গ্রহণ, সূর্য গ্রহণ, সাইক্লোন, ভূমিকম্প কুজঝটিকায় (অথবা ট্রেন, বাস, জাহাজ, নৌকা প্রভৃতির দুর্ঘটনায়) বিপদ থেকে উত্তরণের জন্য মুসলমান একমাত্র একক লা-শারীক আল্লাহর শরণাপন্ন হয়ে থাকে। তাঁকেই তারা একমাত্র বিপত্তারণ বলে বিশ্বাস করে। জীবন ও সম্পদ রক্ষার জন্য একমাত্র তাঁরই উপর ভরসা রেখে তাঁকেই আকুল হৃদয়ে কাতর স্বরে ডাকে থাকে। তখন তারা অপর কাউকেই আল্লাহর শরীক তাবে না। বিপদ মুক্তির জন্য তাঁর সঙ্গে অপর কাউকেই তারা ডাকে না।

যিয়ারাফুল কবুর বা কবর যিয়ারতের সঠিক পদ্ধতি

আর প্রকৃত কথা এই যে, কোন মুসলিমের জন্য এটা সিদ্ধ নয় যে, নিজের কোন অভাব মিটান ও প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য আল্লাহ ছাড়া অপর কাউকে মাধ্যম রূপে পাওয়ার নিমিত্ত এদিক সেদিক খুন্না দেয়। তার পক্ষে এটাও মোটেই কামা নয় যে, ইসলাম গ্রহণ ও তাওহীদ বরণের পর এ ধারণা পোষণ করে যে, কোন নির্দিষ্ট মাধ্যম ছাড়া (কুরআন ও হাদীসে যার কোনই দলীল নেই) তাদের দু'আ কবুল হতে পারে না।

এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে নিম্নোক্ত আয়াতগুলো বিশেষভাবে লক্ষ্যযোগ্য।

আল্লাহ বলেন,

﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَا غُلَامًا بِجُنِّهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرِّهِ مَسَّةً﴾ (يونس : ١٢)

“যখন মানুষের উপর কোন ক্ষতিকর কিছু আপতিত হয়, তখন সে শায়ত, উপবিষ্ট অথবা দণ্ডায়মান অবস্থায় আমার নিকট আহ্বান জানায়, (কিন্তু) যখন আমি তার উপর আপতিত ক্ষতিকর বস্তুটি অপসারিত করে দেই, তখন সে এমনভাবে চলাফেরা করে যেন তার উপর আপতিত ক্ষতিকর বস্তুর আপসারণের জন্য আমার নিকট কোন আহ্বানই সে জানায়নি।” (সূরা ইউনুস ১২)

﴿وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَهُ﴾ (بنی اسرائیل ٦٧)

“যখন সমুদ্রে তোমাদেরকে কোন বিপদাপদ স্পর্শ করে, তখন তোমরা আল্লাহকে ছাড়া যাদেরকে ডেকে থাকো তারা সবাই তখন হারিয়ে যায়।”
(সূরা বানী ইসরাঈল ৬৭)

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بَلْ إِلَهُ الْإِنْسَانِ يُدْعُونَ فَيَكْسِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ تَسْمُونَ مَا تَسْرَكُونَ﴾ (نعم : ١٠)

“(হে রসূল) আপনি বলুন : তোমরা তেবে দেখ-দেখি তোমাদের উপর আল্লাহর কোন শাস্তি যদি আপতিত হয় অথবা তোমাদের নিকট যদি ‘কিয়ামাত’

বিয়ারাতুল কুবর বা কবর বিয়ারতের সঠিক পদ্ধতি

উপস্থিত হয়ে যায়, তখন কি তোমরা সাহায্যের জন্য আহবান করবে আদ্বাহ ব্যতীত অপর কাউকে? (উত্তর দাও) যদি তোমরা সত্যবাদী হও। না, বরং তোমরা আহবান করবে তাঁকেই, তিনি ইচ্ছা করলেই তোমাদের সে আপদ যা মোচনের জন্য তোমরা তাঁকে আহবান জানিয়েছিলে দূর করে দেবেন আর যাদেরকে তোমরা তাঁর শরীক করতে, তাদের তোমরা ভুলে যাবে।”

(সূরা আল-আন'আম ৪০-৪১)

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالصَّرَاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ
فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ﴾ (النعام : ৪২-৪৩)

“নিশ্চয় আপনার পূর্বেও বহু জাতির নিকট আমি রসূল প্রেরণ করেছি, অতঃপর (তাদের কর্মফলের জন্য) আমি তাদেরকে অর্থ সঙ্কট ও আপদ দ্বারা বিপন্ন করেছি- যাতে তারা আদ্বাহর নিকট বিনয়নয় হয়। কিন্তু আমার পরীক্ষা যখন এসে গেল তাদের নিকটে তারা কেন বিনীত হল না? বরং তাদের অন্তরগুলো আরও কঠোর হল এবং তারা যা করছিল শয়তান তা তাদের দৃষ্টিতে শোভনীয় করে দিয়েছিল।” (সূরা আল-আন'আম ৪২-৪৩)

রসূল ﷺ সহাবাদের কল্যাণার্থে ইসতিস্কার (পানি বর্ষণের প্রার্থনা জানিয়ে) দু'আ করতেন। এই দু'আ তিনি করতেন কখনও নামায পড়ে আর কখনও নামায না পড়েও। ইসতিস্কার নামাযে আর সলাতে কুসূফে (সূর্য গ্রহণের সময় পঠিত নামায) তিনি নিজে ইমামাত করেছেন। এছাড়া মুশরিকদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার জন্য তিনি নামাযে দু'আয়ে কুনূত পড়তেন। এভাবে তার ইস্তিকালের পর খুলাফায়ে রাশেদীন, মুজতাহিদীন, মাশায়েখে কুবরা অর্থাৎ বড় বড় সাধকদের মধ্যে এই প্রথাই প্রচলিত ছিল এবং তারা সব সময় এভাবেই আমল করে গিয়েছেন।

এ জন্যই বলা হয়েছেন যে, তিনটি (বন্ধমূল) ধারণায় কোনই ভিত্তি নেই-
১। বাবে নাসিরিয়া ২। মুনতায়রে রাওয়াফেয এবং ৩। গাউসে জাহা।

যিয়ারাফুল কুবর বা কবর যিয়ারতের সঠিক পদ্ধতি

নাসিরিয়া ফিকী এই দাবী জানিয়ে আসছে যে, বাব আছে এবং তারই উপর বিশ্বজগৎ কায়িম রয়েছে।

এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, এই সন্তা তো মওজুদ রয়েছে কিন্তু এ সম্পর্কে নাসিরিয়াদের উক্ত সন্তা সম্পর্কিত দাবী সম্পূর্ণ বাতিল।

আর মুহাম্মাদ ইবনে হাসান (রহ.) হচ্ছেন আল মুনতাজির। আর মাকাহয় অবস্থানরত অদৃশ্য গাউস প্রভৃতি এমন ধরনের মিথ্যা যার মূলে সত্যের লেশমাত্রও নেই। এমনভাবে যারা দাবী করে থাকে যে, কুতুব, গাউস এমন সুবিজ্ঞ সন্তা যারা বিশ্বের সর্বত্র অবস্থিত আউলিয়াদের চিনেন এবং তাদের সাহায্যও করে থাকেন, তাদের এ দাবীও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কেননা স্বয়ং আবু বাকর সিদ্দীক এবং উমার ফারুক (রাযি.)-এর ন্যায় বুর্গ সাধকও তামাম আউলিয়াকে জানতেন না, চিনতেন না, তাদের সাহায্যও করতেন না।

তার চাইতেও যুক্তি নির্ভর কথা এই যে, রসূল ﷺ যিনি ছিলেন সমগ্র মানবমণ্ডলীর সরদার, সেই মহা মানব ও মহা নাবী ﷺ তার উম্মতদের মধ্যে যাদেরকে এই দুনিয়ায় দেখেননি-দেখার সুযোগ পাননি, তাদেরকে তিনি কিয়ামাত দিবসে এমনিতেই চিনতে পারবেন না, চিনতে পারবেন কেবল তাদের ওয়ুর চিহ্ন দেখে। এই-ই যখন সাইয়িদুল মুরসালীন-সর্বশ্রেষ্ঠ নাবীর অবস্থা, তখন অন্যদের ব্যাপারে ঐ সব সত্য বিকৃতিকারী, মিথ্যাবাদী ও পথভ্রষ্টদের ধারণা কী করে সঠিক ও দুরন্ত হতে পারে?

আর আল্লাহর ওলী আউলিয়াদের সংখ্যা এত অগণিত যে, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অপর কেউ সে সংখ্যা সম্পর্কে অবহিত নয়। ওলী আউলিয়া তো পরের কথা, খোদা নাবী ও রসূলদের সকলকে তো নয়ই, অধিকাংশকেও স্বয়ং রসূল ﷺ জানতেন না, অথচ তিনি হচ্ছেন তাদের সকলের নেতা এবং তাদের মুখপাত্র।

আল্লাহ স্বয়ং কুরআন মাজীদে বলেছেন :

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ

عَلَيْكَ﴾ (মومن : ৭৮)

বিয়ারাতুল কুবুর বা কবর বিয়ারতের সঠিক পদ্ধতি

“(হে রসূল!) আমি নিশ্চয় আপনার পূর্বে রসূলদেরকে প্রেরণ করেছি, যাদের মধ্যে কতকের কথা আমি আপনার নিকট বর্ণনা করেছি, কতকের (অধিকাংশের) কথা আপনার নিকট উল্লেখ করিনি।” (সূরা মুমিন ৭৮)

এরপর আরও দেখা যায় মূসা (‘আ.) এর মত জবরদস্ত রসূল খিযর (‘আ.) এর ন্যায় অনন্য ওলীউল্লাহ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত ছিলেন আর খিযর (‘আ.) ও মূসা (‘আ.)-কে চিনতেন না। নিগূঢ় জ্ঞানের অধিকারী খিযর (‘আ.) সম্বন্ধে আল্লাহর তরফ থেকে অবহিত হয়ে মূসা (‘আ.) যখন তার সন্ধানে বের হলেন এবং সাক্ষাৎ লাভের পর তাকে সালাম জানালেন, তখন সেই সালামের শব্দ শুনে বিস্ময়াবিষ্ট খিযর (‘আ.) বিশ্বয়ের সঙ্গেই জিজ্ঞেস করলেন; এখানে সালাম শব্দ উচ্চারিত হলো কেমন করে, কার মুখ দিয়ে? তখন মূসা (‘আ.) বললেন, আমারই মুখ দিয়ে আর আমি হচ্ছি মূসা! তখন খিযর (‘আ.) বললেন, কোন্ মূসা, বানী ইসরাঈলের মূসা?

জওয়াবে মূসা (‘আ.) বললেন, হাঁ আমি সেই মূসাই বটে? ইতোপূর্বে তার নাম তাকে জানান হয়েছিল বটে, কিন্তু তিনি তাকে দেখার (অথবা তার সম্বন্ধে বেশী কিছু জ্ঞানার) সুযোগ পাননি।

খিযর (‘আ.) জীবিত নেই, ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বেই মারা গিয়েছেন

যে সব লোক মনে করে যে, খিযর (‘আ.) হচ্ছেন সকল ওলী আউলিয়ার নকীব এবং তাদের সকলের অবস্থা সম্বন্ধে তিনি ওয়াকফহাল, তাদের ধারণা সবই মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন। প্রকৃত সত্য তা-ই যা তত্ত্ববিদ-মুহাক্কিকগণ তার সম্বন্ধে বলে গেছেন। তাঁরা বলেছেন, “ইসলামের পূর্ব যুগেই অর্থাৎ রসূলুল্লাহ ﷺ এর আবির্ভাবের পূর্বেই খিযর (‘আ.) ইন্তিকাল করেছেন।”

তিনি যদি রসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগে জীবিত থাকতেন, তাহলে তিনি অবশ্যই রসূলুল্লাহ ﷺ এর রিসালাতের প্রতি ঈমান আনতেন, তাঁকে মেনে চলতেন এবং তাঁর সঙ্গে জিহাদে শরীক হতেন। কেননা রসূলুল্লাহ ﷺ এর সমসাময়িক এবং

বিয়ারাহুল কুবর বা কবর বিয়ারতের সঠিক পদ্ধতি

পরবর্তী সকল জগৎবাসীর জন্য তাঁর আনুগত্য বরণ আদ্বাহ ফরয করে দিয়েছেন।

এছাড়া ঐ সময়ে কাকিরদের মধ্যে অবস্থান করে পানিতে বিপন্ন নৌকা প্রভৃতি রক্ষার কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখার চাইতে তার পক্ষে রসূল ﷺ এর সাহচর্যে মাক্কাহয় ও মাদীনাহয় অবস্থিতি, সহাবীদের সঙ্গে মিলে জিহাদে অংশ গ্রহণ এবং দ্বীনের কাজে তাদের সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান অধিকতর বাঞ্ছনীয় হ'ত।

এরপরও প্রশ্ন করা যেতে পারে, (সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নাবীর মাধ্যমে দীন মুকাম্বল হওয়ার পর) মুসলমানদের ধর্মীয় কাজে এবং পার্শ্বিক বিষয়ে তার প্রয়োজনটাই বা কী? দ্বীনের সব কিছুই তো আখিরী নাবী ﷺ এর মাধ্যমে সকলের নিকট পৌছিয়ে দেয়ার কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে।

নাবী ﷺ কিতাব এবং হিকমাত তথা কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে দ্বীন দুনিয়ার সব বিষয়ে পুরোপুরি পরিষ্কার করে দিয়ে গেছেন। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন-তাঁকে ছাড়া আর কারোরই অনুসরণ করা চলবে না, এমনকি আল্লাহুর সাথে বাক্যালাপকারী (কালীমুল্লাহ) ও উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন রসূল মুসা ('আ.)-এরও নয়। রসূলুল্লাহ ﷺ এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন :

لَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا ثُمَّ اتَّبَعْتُمُوهُ وَتَرَكْتُمُونِي لَضَلَلْتُمْ-

“মূসা ('আ.) যদি এই সময় জীবিত থাকতেন আর তোমরা আমাকে ছেড়ে তার অনুসরণ করতে, তাহলে তোমরা অবশ্যই পথভ্রষ্ট হয়ে যেতে।”

অর্থাৎ রসূলুল্লাহ ﷺ এর আবির্ভাবের পর নবুওত ও রিসালাতের সার্বভৌমত্ব একমাত্র তাঁরই। অন্য কারও আবির্ভাব ঘটলে তাঁর দ্বীনের অনুসরণ ব্যতীত গত্যন্তর নেই। এজন্যই যখন ঈসা ('আ.)-এর আসমান থেকে অবতরণ ঘটবে, তখন তিনি মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ ﷺ এর প্রতি অবতীর্ণ কুরআন মাজীদ এবং তাঁর ﷺ সুনাত মুতাবিক হুকুম আহকাম জারী এবং বিচারাদি নিষ্পন্ন করবেন। অতএব সেই রহমাতে আলম বিশ্ব কল্যাণের মূর্ত প্রতীকের নবুওত জারী থাকতে শ্বিয়র ('আ.) বা অন্য কারোর কী প্রয়োজন থাকতে পারে?

যিয়ারাতুল কুবুর বা কবর যিয়ারাতের সঠিক পদ্ধতি

এছাড়া রসূল ﷺ তাঁর উম্মতকে ঈসা (‘আ.)-এর আসমান থেকে অবতরণের সংবাদ প্রদান প্রসঙ্গে বলেছেন :

كيف تهلك أمة أنا أو لها وعيسى في آخرها.

“সেই উম্মত কী করে ধ্বংস হতে পারে যার সূচনায় রয়েছে আমি আর শেষে থাকবেন ঈসা (‘আ.)।” সুতরাং এই দুই বুয়ুর্গ নাবী যারা ইব্রাহীম (‘আ.), মূসা (‘আ.) এবং নূহ (‘আ.) এর ন্যায় দৃঢ়-সঙ্কল্প ও মহত্তম রসূল রূপে পরিচিত তারা এবং বিশেষ করে আদম সন্তানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম পুরুষ মুহাম্মাদ রসূল ﷺ নিজেকে যখন উম্মাতের সাধারণ জনবৃন্দ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে কোন সময়েই গোপনীয়তা এখতিয়ার করেননি, তখন যিনি কোন ক্রমেই তাদের সমপর্যায়ভুক্ত হতে পারেন না সেই খিযর (‘আ.) কী করে অদৃশ্য রহস্যে আবৃত থাকতে পারেন?

খিযর (‘আ.) যদি সত্য সত্যই (কিয়ামাত অবধি) চিরঞ্জীব হয়ে থাকেন, তাহলে রসূলুল্লাহ ﷺ কেন তা কন্মিনকালে ঘুণাঙ্করেও উল্লেখ করলেন না? কেন তিনি প্রকাশ্যে উম্মতকে তা বলে গেলেন না? খুলাফায়ে রাশিদীনের মত বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরকেও সে সম্বন্ধে কিছুমাত্র অবহিত করলেন না?

তারপর যারা বলে থাকে, খিযর (‘আ.) হচ্ছেন ওলী আউলিয়াদের নকীব তাদের জিজ্ঞেস করা উচিত, তাকে নকীব নির্বাচন করল কে? সত্য কথা এই যে, রসূলুল্লাহ ﷺ এর সহাবীগণই হচ্ছেন শ্রেষ্ঠতম আউলিয়া আর খিযর (‘আ.) তাদের অন্তর্ভুক্ত নন।

জেনে রাখা প্রয়োজন যে, খিযর (‘আ.) সম্পর্কে যত রকম বৃত্তান্ত এবং কাহিনী পেশ করা হয়েছে তার কতক মিথ্যা ও কপোলকল্পিত। হয়ত কোন সময় কোন এক ব্যক্তি আচানক কাউকে দূর থেকে দেখল, তখন সে ধারণা করে নিল যে, তার দেখা লোকটি খিযর (‘আ.) না হয়ে যায় না।

অতঃপর সে লোকেদের মধ্যে প্রচার করে দিল যে, খিযর (‘আ.)-কে সে স্বচক্ষে দেখেছে। এমনিভাবে কখনও কেউ কাউকে দেখে ধরে নিল যে, সে নিষ্পাপ মুনতায়র ইমামকে দেখার সৌভাগ্য লাভ করেছে। যার আবির্ভাবের

বিয়ারাতুল কুবুর বা কবর বিয়ারতের সঠিক পদ্ধতি

আশায় রাফিজীরা দিনের পর দিন প্রতীক্ষারত-তিনি আবির্ভূত হয়ে গেছেন! তারপর সে এই কথা প্রচারে লেগে গেল।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, যখন কোন ব্যক্তি তাকে খিয়র ('আ.) সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করতো, তখন তিনি তার জওয়াবে বলতেন, যে ব্যক্তি তোমাকে এরূপ গায়িবী খবর শুনিচ্ছে সে তোমার প্রতি সুবিচার করেনি। এ সবই হচ্ছে শয়তানী ওয়াসওয়াসা। মানুষের মুখে খিয়র সম্পর্কে এসব আজগুबी কাহিনী যে জারী করে দিয়েছে সে শয়তান ভিন্ন আর কিছুই নয়। এ সম্পর্কে আমি (ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ) অন্যত্র বিস্তৃত আলোচনা করেছি।

কেউ কেউ বলেন, 'কুতুব' আব 'গাউস' হচ্ছেন 'ফর্দে জামে'। এই 'ফর্দে জামে' এর অর্থ যদি এই হয় যে, উম্মাতের মধ্যে (প্রতি যুগে) এমন এক ব্যক্তিত্বের অস্তিত্ব থাকে যিনি যুগের সমস্ত ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহলে সেটা সম্ভব। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও তো সম্ভব যে, ঐ এরূপ বিশিষ্ট ব্যক্তি এক না হয়ে দু'জনও হতে পারেন, তিনজনও হতে পারেন এবং চারজনও হতে পারেন যারা জ্ঞানে গুণে ও চরিত্র বৈশিষ্ট্যে একে অপরের সমান। অথবা এও হতে পারে যে, এক যুগে সমসাময়িক কালে বহু বিশিষ্ট লোকের এমন সমাবেশ ঘটে গেছে যাদের একেক জন একেক গুণ বৈশিষ্ট্যে অপর জন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করতে পারেন আর সেই বৈশিষ্ট্যগুলো মানের দিক দিয়ে হয়ত প্রায় সমান সমান কিংবা কাছাকাছি।

অতঃপর বক্তব্য এই যে, কোন যুগে কোন অবস্থায় যদি এক ব্যক্তি সেই যুগের সকল লোকের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হয়, তাহলে তাকে 'কুতুব' ও 'গাউসে জামে' রূপে আখ্যায়িত করতে হবে-এমন কোন কথা নেই। এরূপ আখ্যায়ন সরাসরি বিদ'আত-এক নবাবিস্কৃত কাজ। আল্লাহর কিতাবে এর কোনই প্রমাণ নেই। সলফে সালিহীনের মধ্যে কেউ কিংবা ইমামগণের মধ্যে কোন একজন তাদের মুখ দিয়ে এ ধরনের কোন কথা উচ্চারণ করেননি। তবে প্রাথমিক যুগে কোন কোন লোক সম্বন্ধে এ ধারণা পোষণ করা হতো যে, তিনি যুগশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের অন্যতম। (এরূপ ধারণা অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং প্রতিটি দেশে প্রতি

বিদ্যারাতুল কুতুব বা কবর বিদ্যারত্নের সঠিক পদ্ধতি

যুগে এরূপ ধারণা ও মূল্যায়নের নিয়ম চলে আসছে-অনুবাদক) কিন্তু সেটা ব্যক্তিগত ধারণার পর্যায়েই সীমিত থাকত। সমষ্টিগতভাবে কাউকে শ্রেষ্ঠত্বের লেবেল লাগিয়ে সুনির্দিষ্ট করা হত না অর্থাৎ ব্যক্তিগত দলগত বিশ্বাসের পর্যায়ে রূপান্তরিত করা হত না।

এ কথা বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য যে, যারা কোন একজনকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন করে তার উপর ঈমান রাখতো, তাদের মধ্যে কতক জন দাবী করতো যে, কুতুব আকতাবের সিলসিলা ইমাম হাসান ইবনে আলী ইবনে আবি তালিব (রাযি.) থেকে শুরু হয়ে পরবর্তী যুগের মাশায়েখ পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন ধারায় চলে এসেছে। এই যে ধারণা- এটা আহলে সুন্নাত মাযহাব অনুসারে তো সহীহ নয়-ই এমনকি রাফিযী (শিয়া) মতেও নয়। এই মত অনুসারে শ্রেষ্ঠতম সাধক বা কুতুবের আসনে সমাসীন হওয়ার যোগ্য বিবেচিত হননি সাধক চুড়ামনি আবু বাকর, তাপস শ্রেষ্ঠ উমার ফারুক, উসমান যুন্ নুরাইন আর আসাদুদ্দাহিল গালিব আলী ইবনে আবি তালিব! আনসার ও মুহাজিরীদের মধ্যে কুরআনে প্রশংসিত সাবেকুনাল্ আওওয়ালুন-যুগের অগ্রবর্তী দলের তো কোন কথাই নেই। অথচ সেই মহান বুয়ুর্গ ব্যক্তিত্বগুলোকে বাদ রেখে প্রথম কুতুবরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে হাসান (রাযি.)-কে যিনি রসূল ﷺ এর মহাপ্রয়াণের সময় ভালমন্দ বিচার ক্ষমতা অর্জনের এবং বালগ পদবাচ্য হওয়ার মত বয়সে কোন রকমে কেবল পৌঁছেছিলেন।

উপরিউক্ত মতের পরিপোষক বড় বড় কতিপয় মাশায়েখের উক্তি আমার নিকট পৌঁছানো হয়েছে, যাতে তারা বলেছেন, কুতুব ফর্দে জামে'র মর্যাদায় যিনি অভিষিক্ত, তার জ্ঞান মার্গ এতটা উর্ধ্বে পৌঁছে যায় যে, তা আল্লাহর কুদরতের সমর্পণায়ে উপনীত হয়। ফলে আল্লাহ যা জ্ঞানেন তিনিও তা জ্ঞানতে পারেন, আল্লাহ যে ক্ষমতা রাখেন তিনিও সেই ক্ষমতার অধিকারী হন। (নাউযুবিল্লাহ) তাদের মতে নাবী ﷺ এই জ্ঞান ও শক্তির অধিকারী ছিলেন, তাঁর নিকট থেকে হস্তান্তরিত হয়ে উক্ত গুণ হাসান (রাযি.)-এর নিকট পৌঁছে যায়, আবার হাসান থেকে হস্তান্তরিত হয়ে পরবর্তী কুতুবের নিকট পৌঁছে। এভাবে উক্ত গুণ হস্তান্তরিত হতে হতে সমসাময়িক কুতুবের অধিকারে এসেছে। আমি এর

বিদ্বানরা কুবর বা কবর বিদ্বানদের সঠিক পদ্ধতি

জগতাবে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিয়েছি যে, এই আকীদা স্পষ্ট কুবর এবং জঘন্য মূর্খতা ভিন্ন আর কিছুই নয়।

আল্লাহ রাসুল আলামীন এরশাদ ফরমান : নূহ (‘আ.) তার কণ্ঠকে বলেন :

﴿قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ أَنِّي مُلْكٌ﴾

“আমি তোমাদেরকে এমন কথা বলি না যে, আমার কাছে রয়েছে আল্লাহর ভাণ্ডারসমূহ আর (এ কথাও বলি না যে,) আমার কাছে গায়িবের সংবাদ আছে এবং আমি এটাও বলি না যে, আমি (অতি মানুষ) ফেরেশতা বিশেষ।”

(সূরা হূদ ৩১)

রসূলুল্লাহ ﷺ কে আল্লাহ ঘোষণা করতে বলছেন,

﴿قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمْ وَصَايَايَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

لَا تَسْتَكْبِرُتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسْنِيَ السُّوءِ (اعراف : ১৮৮)

“বলে দাও (হে রসূল!) আমি নিজেও তো নিজের জন্য মঙ্গল ও অমঙ্গলের মালিক নই। কিন্তু আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই ঘটবে। আর দেখ! আমি যদি গায়িবের খবর জানতে পারতাম, তাহলে তো প্রভূত কল্যাণ হাসিল করে নিতাম, পক্ষান্তরে কোন অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করতে পারত না।” (সূরা আল আরাফ ১৮৮)

﴿يَقُولُونَ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ (ال عمران : ১০৫)

“তারা বলে থাকে, আমাদের যদি এ ব্যাপারে কিছু এখতিয়ার থাকতো তা হলে আমাদেরকে (এখানে) এসে নিহত হতে হত না।” (সূরা আলু ইমরান ১০৫)

﴿يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ﴾ (ال عمران : ১০৫)

“তারা বলে, এ ব্যাপারে আমাদেরও কি কিছু এখতিয়ার আছে? (হে রসূল!) আপনি বলে দিন, এখতিয়ারের সবটাই মালিক-মুখতার হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ।” (সূরা আলু ইমরান ১০৫)

﴿يَقْطَعُ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْتَسِبُهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يَخِينُونَهُمْ أَوْ يَنْتَفِعُونَ بِآيَاتِهِ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾

أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ (ال عمران : ১২৭-১২৮)

বিয়ারাতুল কুবর বা কবর বিয়ারতের সঠিক পদ্ধতি

“হে মুমিনগণ! আল্লাহ এজন্য তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন-যাতে করে তিনি বিধ্বস্ত করে দিবেন কাফিরদের একটা অংশকে অথবা এমনভাবে হতমান করে দেবেন যে, তার ফলে তাদেরকে ফিরে যেতে হবে সর্বনাশশ্রস্ত অবস্থায়।”

“(হে রসূল!) এ ব্যাপারে কোনও ইখতিয়ার আপনার নাই, হয়ত তিনি তাদের ক্ষমা করে দিবেন, হয়ত বা তিনি তাদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন, কারণ তারা হচ্ছে জালিম।” (সূরা আলু ইমরান ১২৭-১২৮)

﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾

(قصص : ৫৬)

“(হে রসূল!) আপনি তাকে সৎ পথে আনতে পারেন না যাকে আপনি আনতে চান, বর্তুতঃ আল্লাহই সৎ পথে নিয়ে আসেন যাকে তিনি চান। আর তিনিই ভাল জানেন কারা হিদায়াতের পথে আসবে।” (সূরা আল কাসাস ৫৬)

উপরোক্ত কুরআনী আয়াত থেকে জানা যাচ্ছে যে, জ্ঞান এবং কুদরতের মূল উৎস হচ্ছে আল্লাহ। এটা সম্পূর্ণরূপে তাঁরই অধিকারভুক্ত। এই অধিকারভে স্বয়ং রসূলুল্লাহ ﷺ কেউ বসান কোন ক্রমেই জাযিয় নয়।

রসূলুল্লাহ ﷺ এর প্রতি আনুগত্য ও ভালবাসা

হাসান (রাযি.) তো অনেক দূরের কথা। রসূল ﷺ সম্বন্ধে আমাদেরকে যা হকুম করা হয়েছে তা হচ্ছে তার এতা‘আৎ। অর্থাৎ তাঁর আজ্ঞা মেনে চলতে হবে। তাঁকে মেনে চললে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহকেই মানা হবে। এ কথা আল্লাহ জাল্লাজালাল স্বয়ং বলে দিয়েছেন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় :

﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ (النساء : ৮০)

“যে ব্যক্তি রসূল ﷺ এর আজ্ঞা মেনে চলল, সে প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহর আজ্ঞা মেনে চলল।” (সূরা আন-নিসা ৮০)

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ (আল عمران ৩০)

যিয়ারাভুল কুবুর বা কবর যিয়ারতের সঠিক পদ্ধতি

“তোমরা যদি আল্লাহকে মহব্বত করে থাক, তাহলে আমার অনুসরণ করে চল ফলে আল্লাহ তোমাদেরকে মহব্বত করবেন।” (সূরা আলু ইমরান ৩০)

আমাদেরকে কুরআন মাজীদে এই হুকুমও দেয়া হয়েছে যে, আমরা যেন রসূলুল্লাহ ﷺ কে তাঁর ব্রত পালনে সর্বতোভাবে সহায়তা করি, তাঁর শক্তি বর্ধিত করি এবং তাঁর প্রতি যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শন করি। এ ছাড়াও তাঁর প্রতি রয়েছে আমাদের আরও বহু কর্তব্য যার বিস্তৃত বিবরণ কুরআন মাজীদ এবং সুন্নাতে নাববীতে বিধৃত রয়েছে। সর্বোপরি তাঁকে ভালবাসা আমাদের জন্য ওয়াজিব করা হয়েছে। সে ভালবাসা হবে সব ভালাবাসার উর্ধ্বে। ভাই-বোন, পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী, এমনকি নিজের জীবনের চাইতেও তাঁকে বেশী ভালবাসতে হবে। তিনিই যে আমাদের প্রকৃত হিতকারী। কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে :

﴿الَّذِينَ أُوتُوا بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ (احزاب : ৬)

“তাদের নিজেদের চাইতেও নাবী ﷺ মুমিনদের প্রতি অধিকতর আগ্রহশীল।” (সূরা আহযাব ৬)

﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَحْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرْتَضُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ﴾ (توبه : ২৪)

(হে রসূল!) আপনি বলে দিন : তোমাদের পিতাগণ, তোমাদের পুত্রগণ, তোমাদের ভ্রাতৃবর্গ, তোমাদের স্ত্রীগণ, তোমাদের গোত্রগোষ্ঠী এবং তোমাদের সেই ধন-সম্পদ যা তোমরা সঞ্চয় করে রেখেছ, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য তোমরা যার মন্দাপড়ার আশঙ্কা করে থাক এবং তোমাদের বাসগৃহ সমূহ যাতে (বাস করে) তোমরা সন্তোষপ্রাপ্ত, (এ সব) যদি তোমাদের নিকট আল্লাহ্র চাইতে, আর রসূলের চাইতে এবং আল্লাহ্র রাহে জিহাদের চাইতে অধিকতর প্রিয় হয় তাহলে আল্লাহ্র ফরমান আসার সময় পর্যন্ত তোমরা অপেক্ষা করতে থাক। (সূরা তওবাহ ২৪)

বিল্লাহুত্বল কুব্বর বা কবর বিলারতের সঠিক পদ্ধতি

আর হাদীসে এসেছে : রসূল ﷺ বলেছেন,

والذى نفسى بيده لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده
والناس اجمعين-

“সেই মহান সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার জীবন ন্যস্ত, তোমাদের মধ্যে কেউ মুমিন হতে পারে না যে পর্যন্ত না আমি (রসূলুল্লাহ) তাঁর নিকট তাঁর পিতামাতা, তাঁর সন্তান সন্ততি এবং অন্য (সব) লোক থেকে প্রিয়তর হই।”

‘উমার (রাযি.) এ কথা শুনে আরম্ভ করলেন,

يا رسول الله، لا انت احب الى من كل شيء الا من نفسى فقال لا يا
عمر حتى اكون احب اليك عن نفسك قال فلا انت احب الى من نفسى قال
الان يا عمر-

“হে আব্দুল্লাহর রসূল! আপনি আমার নিকট (দুনিয়ার) সব বস্তু হতে অধিকতর প্রিয় কিন্তু আমার নিজের জীবন ছাড়া। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে ‘উমার! যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার নিজের জীবন অপেক্ষাও আমি তোমার নিকট অধিকতর প্রিয় না হব ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি (কামিল) মুমিন হতে পারবে না। এ কথা শুনে ‘উমার বললেন, তা হলে এখন নিশ্চয় আপনি আমার নিকট আমার নিজের প্রাণ অপেক্ষাও অধিক প্রিয়।”

রসূলুল্লাহ ﷺ ‘উমারের এই কথা শুনে বললেন, এখন তুমি হে ‘উমার!
(পূর্ণ পরিণত) মুমিন।

অপর এক হাদীসে বলা হয়েছে :

ثلث من كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان، من كان الله ورسوله احب
اليه مما سواه وما ومن كان يحب المرء لا يحبه الا الله ومن كان يكره ان يرجع
فى الكفر بعد اذا يقذه ان يلقى فى النار-

যে ব্যক্তির মধ্যে এই তিনটি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়, সে ইমানের স্বাদ গ্রহণ
করে :

বিয়ারাহুল কুবর বা কবর বিয়ারহের সঠিক পদ্ধতি

১। সেই ব্যক্তি- যার নিকট আল্লাহ এবং তাঁর রসূল এই দু'জন ছাড়া অন্য সব কিছু হতে অধিকতর প্রিয় হয়।

২। সেই ব্যক্তি- যে কোন লোককে যখন ভালবাসে, তখন একমাত্র আল্লাহর ওয়াস্তেই তাকে ভালবাসে।

৩। সেই ব্যক্তি- যাকে আল্লাহ কুফরের অভিষাপ থেকে মুক্ত করে ইমানের আশীর্বাদ দ্বারা ধন্য করেন, সে পুনরায় কুফরী দিকে ফিরে যেতে ঠিক তেমনই খারাপ জানে যেমন আশুনে ঝাপ দেয়ার কাজকে খারাপ জানে।”

কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা নিজের সেই প্রাপ্য হকসমূহও স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিলেন- যে হক আর কারোরই প্রাপ্য নয়। তিনি অনুরূপভাবে রসূলুল্লাহ ﷺ এর ‘হক’ সমূহও বিশদভাবে প্রকাশ করে দিয়েছেন। আমি অন্যত্র অত্যন্ত বিশদভাবে এইসব ‘হক’ এর কথা আলোচনা করেছি। এখানে অতি সংক্ষেপে নমুনা স্বরূপ দু’ একটি কথা বলছি :

আল্লাহ বলছেন :

﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَحَسَّ اللَّهَ وَبَيَّتْهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ (نور : ৫২)

“যে সব ব্যক্তি আজীবন হয় আল্লাহর এবং তাঁর রসূল ﷺ এর এবং (সঙ্গে সঙ্গে একমাত্র আল্লাহকে) ভয় করে এবং তাঁকে সমীহ করে অন্যায় কার্য হতে আত্মরক্ষা করে চলে, সাফল্য অর্জন করে থাকে তারাই।” (সূরা আন-নূর ৫২)

এই আয়াত থেকে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে- হকুম মেনে চলতে হবে আল্লাহর এবং তাঁর রসূলের- কিন্তু ভয় ও সমীহ করার পাত্র হচ্ছেন একমাত্র একজন এবং তিনি হচ্ছেন এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ। বান্দার ভয় ও সমীহ করার পাত্র হচ্ছেন একমাত্র তিনিই।

শরীয়তের বিধান দাতা হচ্ছেন আল্লাহ এবং রসূল উভয়েই কিন্তু বান্দার আশা আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণ-কর্তা একমাত্র আল্লাহ আর তিনি একমাত্র তিনিই এই ব্যাপারে যথেষ্ট। কুরআন মাজীদে বলা হচ্ছে :

﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ

বিয়ারাতুল কুবুর বা কবর বিয়ারতের সঠিক পদ্ধতি

﴿مَنْ فَضَّلَهُ وَرَسُولَهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ﴾

“বস্তুতঃ (কতই না সুন্দর ও শুভ হতো তাদের পক্ষে) যদি তারা সন্তুষ্ট থাকত সেই বস্তু পেয়ে যা তাদেরকে দিয়েছেন আল্লাহ ও তাঁর রসূল ﷺ এবং যদি তারা বলতো আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট। অদূর ভবিষ্যতে আল্লাহ তাঁর রহমাতের ভাণ্ডার থেকে আরও দিবেন এবং তাঁর রসূলও-আর আমরা প্রত্যাশা করে থাকব একমাত্র আল্লাহরই দিকে-যাশ্রা করে চলব একমাত্র তাঁরই নিকট।” (সূরা আত্-তাওবাহ ৫৯)

কাজেই দেখা যাচ্ছে ইতা‘আত অর্থাৎ হকুম পালন করতে হবে, আজ্ঞাবহ হতে হবে আল্লাহর এবং রসূল ﷺ উভয়ের, কিন্তু ভয় ও সমীহ করতে হবে একমাত্র আল্লাহকে, তাকওয়া অবলম্বন করতে হবে একমাত্র আল্লাহর ওয়াস্তে।

অতএব বুঝা যাচ্ছে দান-প্রদান (আদেশ-নিষেধ প্রভৃতি) আল্লাহ এবং রসূল ﷺ উভয়েরই শান। কিন্তু আকাজকা পেশ ও প্রার্থনা জ্ঞাপন একমাত্র আল্লাহর নিকটেই সিদ্ধ এবং তাঁরই জন্য সুনির্দিষ্ট।

যেমন আল্লাহ স্বয়ং বলেছেন,

﴿وَمَا اتَّكُمُ الرُّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾

আর রসূল ﷺ তোমাদেরকে যা প্রদান করেন তা গ্রহণ কর, দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর (যা করতে আদেশ করেন তা পালন কর) এবং যে কাজ করতে নিষেধ করেন তার থেকে বিরত থাক। (সূরা হাশর ৭)

কেমনা হালাল (সিদ্ধ কাজ) হচ্ছে তা-ই যা আল্লাহ এবং তাঁর রসূল ﷺ হালাল করেছেন আর হারাম হচ্ছে তা-ই যা আল্লাহ এবং তাঁর রসূল ﷺ হারাম করেছেন। (সুতরাং শরী‘আতের বিধান প্রদানে আল্লাহর পরই রসূলুল্লাহ ﷺ এর ভূমিকা) কিন্তু নির্ভরশীলতা প্রশ্নে আল্লাহর সঙ্গে অপর কাউকেই সংযুক্ত করা চলবে না- তাঁর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল ﷺ কেও নয়।

তাই নাবী-রসূল ও মুমিন-মুসলিমের দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা হচ্ছে :

وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ.

যিয়ারাতুল কুবুর বা কবর যিয়ারতের সঠিক পদ্ধতি

“তারা বলেন, আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।”

এ কথা বলা হয়নি :

حَسْبُنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ.

“আমাদের জন্য আল্লাহ এবং (তার সঙ্গে) তার রসূল যথেষ্ট।”

কুরআন মাজীদে অন্যত্র বলা হয়েছে :

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (النمل : ٦٤)

“হে নাবী! আপনার জন্য এবং মুমিনদের মধ্যে যারা আপনার তাবেদারী করে চলে তাদের সকলের জন্য (সর্ব ব্যাপারে) আল্লাহই যথেষ্ট।”

(সূরা আনফাল ৬৪)

এই আয়াতের এই অর্থই নিশ্চিতভাবে বিদ্বদ্ধ এবং অখণ্ডনীয়, অন্য অর্থ ভুল ও বিভ্রান্তিকর।

এই কারণেই তাওহীদের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ (‘আ.) এবং তাওহীদের রূপকার মুহাম্মাদ ﷺ এর পবিত্র যবানে সদা উচ্চারিত কালেমা ছিল-

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ-

“আমাদের জন্য (সর্ব বিষয়ে) আল্লাহই যথেষ্ট, সর্বোত্তম ও সুন্দরতম নির্ভরস্থল হচ্ছেন তিনি।”

والله سبحانه وتعالى اعلم واحكم - وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد
وعلى اله وصحبه وسلم

সমাপ্ত

Misconception About Islam